বার্ষিক সাধারণ সভা

২৫ জানুয়ারি ২০২০

সৃজন

BCSWN
UNITY FOR EQUITY
BANGLADESH CIVIL SERVICE WOMEN NETWORK

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

স্বাধীনতার স্থপতি ও স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী

জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

উৎসর্গ

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে যে সকল
নারীর সম্মিলিত প্রয়াসে
আজকের নারীদের অবস্থানের উন্নয়ন হয়েছে
সে সকল মহতী
ও আলোকিত অগ্রজদের জানাই
গভীর কৃতজ্ঞতা।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

সৃজন

ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রকাশনা উপকমিটিঃ

আহ্বায়কঃ
নাসরিন আক্তার
মহাসচিব, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও সরকারের সাবেক সচিব।

সদস্য ঃ

প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ, সহ-সভাপতি, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও সাবেক চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

শাহনাজ পারভীন, নির্বাহী সদস্য, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা। (পি আর এল)

শেখ মোমেনা মনি, সাংগঠনিক সম্পাদক, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

ড. বিলকিস বেগম, যোগাযোগ, প্রচার ও তথ্য সম্পাদক, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও উপসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

মোছাঃ মোবাশ্বেরা কাদেরী, নির্বাহী সদস্য, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মাহবুবা মুনমুন, সদস্য, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও অতিরিক্ত উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

সালমা বেগম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও সহকারী অধ্যাপক, সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

রায়হান সোবহান রাসেল, অফিস কো-অর্ডিনেটর
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক।

প্রকাশকাল :
২৫ জানুয়ারি ২০২০

মুদ্রণে

পানশুছি কালার গ্রাফিক্স
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল ঢাকা-১০০০।
০১৭১৬৮৩৯৩৯৬, ০১৭১১৯৯১২১১

সভাপতি
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা

আমরা মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের দ্বারপ্রান্তে। এমন আনন্দঘন মুহূর্তে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নারী কর্মকর্তাদের প্রেরণার মূল উৎস আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এশিয়ার সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। গত এক দশকে বাংলাদেশের এ অভূতপূর্ব অর্জনে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নারী কর্মকর্তাদের রয়েছে অসামান্য অবদান। প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জঙ্গিবাদ দমন, চিকিৎসা, শিক্ষা সব ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এবং অর্জিত সাফল্যকে বর্তমান সময়ে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ফলে নারী কর্মকর্তাদের কর্মের স্পৃহাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

সরকারি কাজ অনেকটাই নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা। তাই নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে অনেক সময়ই নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলতে হয়। ফলে অনেকের কাছেই তার ভেতরের শক্তি, সম্ভাবনা ও সক্ষমতা অজানাই থেকে যায়। কিন্তু মনীষিদের মতে এক মানুষের মাঝে থাকে বহু মানুষ। এক মানুষ ধারণ করতে পারেন বহু চেতনা, সম্ভাবনা ও শক্তি। প্রকৃত শিক্ষা, প্রশিক্ষণই পারে মানুষকে তার সীমাবদ্ধ জীবন থেকে বের করে বৃহৎ-এর সন্ধান দিতে। বিসিএস আমাদেরকে বুদ্ধি, চিন্তার সামর্থ দিয়ে সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব দিয়েছে। এ লক্ষ্যে আমাদের হতে হবে সৃজনশীল, উদ্ভাবক এবং ভবিষ্যৎমুখী। তাহলে নতুনের আবির্ভাব ঘটবে এবং সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে উন্নত জাতি গঠনের কারিগর হয়ে উঠবে আমাদের নারী সমাজ। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যগণ সমাজ গঠনের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বাস্তবায়নে নিয়োজিত। এই প্লাটফর্ম থেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের ধরণ, মাত্রা বা অভিজ্ঞতা আদান প্রদানে ভবিষ্যৎ এর পথ হবে আরো সহজ ও মসৃন। সেবা দানে জ্ঞানভিত্তিক, উন্নয়নমূলক, ন্যায় ঋদ্ধ হয়ে মানবিক সমাজ গঠনের দায়িত্ব পালনে আমাদের ঐক্য বড় প্রয়োজন। আমাদের কাজ হবে সেই মানের, গভীরতা ও উদারতার যাতে নির্ভর করা যায় সহজেই।

ঘরের ভেতরে-বাইরে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও থেমে নেই নারীর অগ্রযাত্রা। শ্রমিক শ্রেণী থেকে শুরু করে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুদৃঢ় অবস্থান নারীর। তেমনইভাবে বিসিএস এর ২৮টি ক্যাডারের সকল স্তরে নারী কর্মকর্তাগণ রয়েছেন স্বমহিমায়। বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাজের ভিন্নতা, স্তরভেদ থাকলেও এই সংগঠনটির অন্তর্নিহিত ঐক্য সকলকে একটি অভিন্ন পাটাতনে দাঁড় করিয়েছে। সকল ক্যাডারের নারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, পলিসি তৈরীর ক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ইত্যাদি মোটো নিয়ে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

আমাদের অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য হউক।

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন
ও সভাপতি
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

সম্পাদকীয়

কী পেয়েছি, কী পাইনি, তার হিসেব মিলাতে চাইনি কখনও। চেষ্টা করেছি কেবল মন ও আত্মার আহ্বানে সুন্দরকে আগলে রাখতে। নির্ভেজাল মনন সৌন্দর্যের পরিচর্যায় হেঁটে চলেছি নির বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্কোচে। সময়ের অভ্যন্তর আজ অনেক পরিবর্তন এসেছে তবু বোধের ভূমিতলে জড়িয়ে থাকা সময়টিকে সুস্মিত উপলব্ধিতে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং আনুষ্ঠানিক একটি প্রতিষ্ঠান। ২০১০ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিয়ে এটি গঠিত হয়। এই নেটওয়ার্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নারীর শক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি দেশ ও জাতির মঙ্গলে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বাস করি যে কোনো স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় সংঘবদ্ধ শক্তিই নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করে।

সেই বিবেচনায় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত কর্মকর্তারা পারস্পরিক ঐক্য, সহযোগিতা ও ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করতে একটি প্ল্যাট ফরম তৈরি করেছে, যা বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক নামে পরিচিত। যাপিত জীবনের কর্মবিন্যাস প্লান করে দেয়নি আমাদের অনুভবের সুক্ষতা, আর তাইতো প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই সংগঠন শিল্পসাহিত্য ও নানামুখি সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এই নেটওয়ার্কের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমরা একটি রুচিস্নিগ্ধ অনুষ্ঠান উপহার দিতে পেরেছি। এটি আমাদের অনেক বড় একটি অর্জন।

বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজনকে ঘিরেই এই স্বজন সংখ্যা। আপনাদের সুচিন্তিত ভাবনায় আলোকিত হয়েছে স্বজনের পৃষ্ঠাগুলো। সময় স্বল্পতার কারণে সকলের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করতে পারিনি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। কার্যকরী পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহে পরিপূর্ণতা পেয়েছে প্রত্যাশিত এই সংখ্যা। এই সংখ্যার পূর্নবিন্যাসের সাথে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাদের ধন্যবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাতে চাই বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সম্মানিত সভাপতি এবং সদস্যদের যাঁদের উৎসাহ ও প্রেরণায় "স্বজন" প্রকাশের সাহস করেছি। আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী জনাব সোবহান রাসেলকে, যার অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বজনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে।

এই কর্মযজ্ঞে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকলে আপনারা ক্ষমা সুন্দার দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করছি।

আমরা সত্য ও সুন্দরের ধারক। প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তির অভিজ্ঞতায় নতুন বছর থেকে আবার সাজাতে চাই নতুন পথ রেখা। সুবেদী চিন্তাও ভালোবাসার আবেশে এগিয়ে চলুক বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক মানবিক চিন্তা ও সৃজনযাত্রা। সতত কল্যাণ বহমান থাকুক-রইল এই শুভ প্রত্যাশা।

নাসরিন আক্তার
মহাসচিব
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও সরকারের সাবেক সচিব।

সূচিপত্র

কার্যনির্বাহী পরিষদ	১০-১১
কার্যনির্বাহী কমিটি	১২-১৩
বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ	১৪
শোক বার্তা	১৫
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ২য় বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	১৬-২৬
মহাসচিবের প্রতিবেদন	২৭-৩৪
কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন	৩৫-৩৮
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের নিরীক্ষা রিপোর্ট	৩৯-৪০
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের আগামী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেট	৪১
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের কার্যক্রম (২০১০-২০১৯)	৪২-১৩৬
বিসিএস উইমেন নেটওর্য়াকের যুগ্ম মহাসচিব রৌশন আরা, অতিরিক্ত আইজিপি এর স্মরণে- সুরাইয়া বেগম এনডিসি	১৩৭-১৪১
আত্মজ-এর পরিচয় সন্তান, পুত্র, কন্যা নয়- নাছিমা বেগম এনডিসি	১৪২-১৪৫
প্রার্থনায় তবু দু'হাত তুলেছি - প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ	১৪৬-১৪৭
উড়ে যায় স্ফুলিঙ্গ, পরাণে গহন ক্ষত- লুৎফুন নাহার বেগম	১৪৮-১৪৯
আর কিছু বাকি নেই- শাহীনা খাতুন	১৫০
ধ্রুপদী ভালবাসা- শেখ মোমেনা মনি	১৫১
নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ: প্রত্যাশা আর প্রাপ্তি -সায়লা ফারজানা	১৫২-১৫৬
আমি যেন অর্জুন হই তোমার-উম্মে সালমা তানজিয়া	১৫৭
যখন পাখির ডানায় উড়ি- ফাতেমা রহিম ভীনা	১৫৮-১৬০
বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্ররা- নায়লা আহমেদ	১৬১-১৬৯
কোনও খানে নেই- নাঈমা হোসেন	১৭০
জীবাশ্ম ভালোবাসা- সুলতানা ইয়াসমীন	১৭১
অবয়ব- আছমা সুলতানা (বন্যা)	১৭২-১৭৭
মুক্তি আন্দোলনে নারী- আখতার জাহান শাশ্বী	১৭৮-১৭৯
নারী নিরাপত্তা: উদ্বেগ নয়, উত্তরণ জরুরি- মোসাঃ সিদ্দিকা বেগম	১৮০-১৮৯
আর্তনাদ- ড. হোসনে আরা বেগম মার্জনা	১৯০-১৯১
বাংলাদেশে হ্যাশ ট্যাগ মী টু আন্দোলন- ড. আলেয়া পারভীন	১৯২-১৯৬
Technological evolution of Forensic DNA ProfilingÑ Syeda Sharmin Akter-	১৯৭-১৯৯

অবহেলিত নারীর সুস্বাস্থ্য: উপেক্ষিত সুস্থ প্রজন্ম- স্বাগতা ভট্টাচার্য	২০০-২০১
পথের বাঁকে এসে- ফরিদা ইয়াসমিন	২০২
অধিকারের অপেক্ষা- নাজনীন ওয়ারেস	২০৩
চেতনায়- নাজনীন হোসেন	২০৪
Sexual Harasment by known suspect :Vulncrable ChildrenÑ Farida Yeasmin	২০৫-২০৮
গণতন্ত্র ও সুশাসন- ইসরাত বানু	২০৯-২১০
ভ্রুন হত্যার পরিণতি- প্রফেসর ড. আসমা বেগম	২১১
সুরুজ মিয়ার প্রেম- গীতাঞ্জলি বড়ুয়া	২১২-২২১
কর্মক্ষেত্রে নারী: প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা- সৈয়দা আফসানা	২২২-২২৪
বেকার- প্রফেসর ড. মোসা: আবেদা সুলতানা	২২৫-২২৭
এখানে তোর আসে- আনোয়ার সুলতানা	২২৮
শহরে- নূপুর দত্ত	২২৯
আলোর ফুল- তাহেরা আফরোজ	২৩০
সহকর্মী- আফরোজা নাছরীন	২৩১-২৩২
হে নারী- দিলরুবা শাহীনা	২৩৩-২৩৪
বোকা মানুষ- সানজিদা খাতুন	২৩৫
গল্প-কামরুন নাহার সিদ্দীকা	২৩৬-২৩৭
তোকেই ভালবাসবো- সাবরীনা রহমান	২৩৮-২৩৯
অন্ধকারের আলো- ফাহমিদা আকতার	২৪০-২৪৩
Women Rights and Genders Equality in Bangladesh- Dr. Syeda Nauhsin Parnini-	২৪৪-২৫০

কার্যনির্বাহী পরিষদ

সভাপতি	: সুরাইয়া বেগম, এনডিসি তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন (সাবেক সিনিয়র সচিব)
সহ-সভাপতি	: নাছিমা বেগম, এনডিসি চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সাবেক সিনিয়র সচিব)
সহ-সভাপতি	: দিলরুবা, সাবেক সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
সহ-সভাপতি	: প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ সাবেক চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।
মহা-সচিব	: নাসরিন আক্তার সাবেক সচিব
যুগ্ম মহাসচিব	: ... (রৌশন আরা বেগম এনডিসি, অতিরিক্ত আইজিপি এর মৃত্যুজনিত কারণে পদটি শুন্য)
যুগ্ম মহাসচিব	: ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
কোষাধ্যক্ষ	: রাশিদা বেগম, সাবেক অতিরিক্ত সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
সহকারী কোষাধ্যক্ষ	: শাহেদা খানম, সাবেক সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ নৌ- বাহিনী, ঢাকা।
সাংগঠনিক সম্পাদক	: শেখ মোমেনা মনি, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়।
দপ্তর সম্পাদক	: শিরীন রুবী, উপসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
কল্যাণ সম্পাদক	: দিলরুবা শাহিনা, উপপ্রধান, এসইপি প্রকল্প।
যোগাযোগ, প্রচার ও তথ্য সম্পাদক	: ড. বিলকিস বেগম, উপসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	: সালমা বেগম, সহকারী অধ্যাপক, সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা ।
উন্নয়ন ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক	: ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নির্বাহী সদস্যঃ

১। শাহনাজ পারভীন, সাবেক সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঢাকা।

২। সানজিদা খাতুন, কমিশনার, ইনকাম ট্যাক্স, ঢাকা।

৩। মোছাঃ মোবাশ্বেরা কাদেরী, পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৪। তানিয়া খান, উপপ্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়।

৫। নাঈমা হোসেন, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৬। আছমা সুলতানা, উপসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

উপদেষ্টা পরিষদ

১। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

২। সচিব, অর্থ বিভাগ।

৩। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪। রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।

৫। ড. শেলীনা আফরোজা, সাবেক সচিব।

৬। বেগম মুশফেকা ইকফাৎ, সাবেক সিনিয়র সচিব।

৭। আকতারী মমতাজ, সাবেক সচিব

৮। প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, সাবেক মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৯। ফাতেমা বেগম, সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি , বাংলাদেশ পুলিশ।

১০। ড. নমিতা হালদার এনডিসি, সাবেক সচিব।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নেটওয়ার্ক-এর সভাপতি, মহাসচিব, এবং কোষাধ্যক্ষ

কার্যকাল	চেয়ারম্যান	মহাসচিব	কোষাধ্যক্ষ
২০১০-২০১৪	সুরাইয়া বেগম এনডিসি	নাসরিন আক্তার	রাশিদা বেগম
২০১৪-২০১৭	সুরাইয়া বেগম এনডিসি	নাসরিন আক্তার	রাশিদা বেগম
২০১৭-২০১৯	সুরাইয়া বেগম এনডিসি	নাসরিন আক্তার	রাশিদা বেগম

কার্যনির্বাহী কমিটি

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
সভাপতি

নাছিমা বেগম এনডিসি
সহ-সভাপতি

দিলরুবা
সহ-সভাপতি

প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ
সহ-সভাপতি

নাসরিন আক্তার
মহা-সচিব

যুগ্ম মহাসচিব

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম
যুগ্ম মহাসচিব

রাশিদা বেগম
কোষাধ্যক্ষ

শাহেদা খানম
সহকারী কোষাধ্যক্ষ

শেখ মোমেনা মনি
সাংগঠনিক সম্পাদক

শিরীন রুবী
দপ্তর সম্পাদক

দিলরুবা শাহিনা
কল্যাণ সম্পাদক

ড. বিলকিস বেগম
যোগাযোগ, প্রচার ও তথ্য সম্পাদক

সালমা বেগম
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক

ফারহিনা আহমেদ
উন্নয়ন ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক

তানিয়া খান
নির্বাহী সদস্য

শাহনাজ পারভীন
নির্বাহী সদস্য

সানজিদা খাতুন
নির্বাহী সদস্য

মোছা: মোবাশ্বেরা কাদেরী
নির্বাহী সদস্য

নাঈমা হোসেন
নির্বাহী সদস্য

আছমা সুলতানা
নির্বাহী সদস্য

৮৩, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

স্মারক নং-০০০১.০০১৪.০০০১.২০১৯-২৩   তারিখ ১৫/১১/২০১৯

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১১ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ (২৭ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ) তারিখ শনিবার, সকাল ১০.০০ ঘটিকায় নেটওয়ার্কের বার্ষিক সাধারণ সভা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, আব্দুল গনি রোড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

১.০ সভার আলোচ্যসূচি :

ক) প্রথম পর্ব: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

খ) দ্বিতীয় পর্ব: কার্য অধিবেশন।

i. বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিতকরণ;

ii. মহাসচিব কর্তৃক নেটওয়ার্কের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন;

iii. ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন;

iv. নেটওয়ার্কের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন;

v. নেটওয়ার্কের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুক্ত আলোচনা;

vi. নেটওয়ার্কের সভাপতির সম্মতি অনুক্রমে অন্যান্য বিষয়;

vii. নেটওয়ার্কের নতুন মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন।

২.০ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সম্মানিত সকল সদস্যকে যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। উল্লেখ্য, উপ- অনুচ্ছেদ ১ এর খ (vii) মোতাবেক গঠিতব্য নেটওয়ার্কের আগামী দুই বছর মেয়াদী কার্যনির্বাহী পরিষদে কোন সদস্য অংশগ্রহণে আগ্রহী হলে তিনি কোন পদে এবং কিভাবে উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন সে সম্পর্কিত একটি synopsis আগামী ১৫/১২/২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে bcwnetwork@gmail.com এ প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(স্বাক্ষরিত) ১৫/১১/২০১৯

([illegible])
মহাসচিব
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক
ও
সরকারের সাবেক সচিব

শোক বার্তা

গভীর দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, মিরপুর পুলিশ স্টাফ কলেজ এর সম্মানিত রেক্টর (অতিরিক্ত আইজিপি) বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর যুগ্ম মহাসচিব রৌশন আরা বেগম এনডিসি কঙ্গোতে মিশন পরিদর্শনকালে ০৫-০৫-২০১৯ এক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

নাসরিন আক্তার
মহাসচিব
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও সরকারের সাবেক সচিব।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ২য় বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

১ম পর্ব : উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

প্রধান অতিথি	:	বেগম মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভাপতি	:	সুরাইয়া বেগম এনডিসি, সভাপতি, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সভার স্থান	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অডিটোরিয়াম, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০
তারিখ ও সময়	:	১৪ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ (২৯ আশ্বিন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ) সকাল ১০.৩০ ঘটিকা

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধনী পর্বে সভাপতি সম্মানিত অতিথিবর্গকে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পর্বের শুভ সূচনা হয়।

নেটওয়ার্কের মহাসচিব বেগম নাসরিন আক্তার স্বাগত বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্যে তিনি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নেটওয়ার্ক গঠনের পটভূমি এবং এর কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস উইমেন নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত নারী কর্মকর্তাদের একটি অনানুষ্ঠানিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠন। এর বর্তমান নিবন্ধিত সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৮০০। সংগঠনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় এবং United Nations Development Programme (UNDP) এর আওতাধীন সিভিল সার্ভিস চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের সহযোগিতায় অক্টোবর ২০১০ সালে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০১৩ সালে এটি সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন লাভ করে। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিগত সময়ে জেন্ডার গাইড লাইন প্রণয়ন, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম, আয়কর বিষয়ক সেমিনার, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন, বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

তিনি আরও বলেন বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের অনুকূলে গত জুন-২০১৬ সালে অর্থ বিভাগের অপ্রত্যাশিত ব্যয় ব্যবস্থাপনা খাত (কোড নং- ৩-০৯২৩-০০০১-৬৬৫১) হতে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের নামে গত ৩০/০৬/২০১৬ তারিখে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকার ১ (এক) বছর মেয়াদী ৫.৫০% হার সুদে একটি এফডিআর (এফ.ডি.আর নং- FDR-100/AB 072321/10032) জনতা ব্যাংক, নবাব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা শাখায় খোলা হয়।

উদ্বোধনী পর্বে সিভিল সার্ভিসে নব্য যোগদানকৃতদের মধ্য থেকে বেগম রুবাইয়া ইয়াসমিন, সহঃ কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন লাখ লাখ পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছনে ফেলে নিজের মেধা ও যোগ্যতা দ্বারা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের চাকরীতে আসার পরেও নারী কর্মকর্তাদের সম্মুখীন হতে হয় অনেক বৈরিতা ও বৈষম্যের। আজ এই ২০১৭ সালে দাড়িয়েও অধিকাংশ পুরুষ সহকর্মীই মেনে নিতে পারেন না নারী সহকর্মীদের অগ্রবর্তী অবস্থান, সহ্য করতে পারেন না নারীর দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সহ সভাপতি ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি তাঁর বক্তব্যে বলেন, নারীরা এখন অনেক অগ্রগামী। বেগম রোকেয়া যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজ বাস্তব। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেশের নারী উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তিনি তুলে ধরেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত নারী উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠনের মাধ্যমে অল্প বয়স থেকে নারী-পুরুষের ন্যায়ানুগ ও সমতা ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস, কর্মজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার ইত্যাদি। কর্মজীবী নারীদের ঘরের কাজে সাহায্য করার জন্য সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মডিউল অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তিনি প্রস্তাব করেন।

বিশেষ অতিথি ও নেটওয়ার্কের অন্যতম উপদেষ্টা মাননীয় রেক্টর, বিপিএটিসি ও সরকারের সিনিয়র সচিব ডঃ এম আসলাম আলম তাঁর বক্তব্যে বলেন, ডিজিটাল যুগে পেশী শক্তির চেয়ে দেশকে সেবা করার জন্য প্রয়োজন মেধাশক্তি। যা দিয়ে ইতোমধ্যে নারীরা দেখিয়ে দিচ্ছে তাঁদের সফলতা। প্রথমে নারীকে পারিবারিক বাঁধা থেকে মুক্ত করতে হবে। তিনি তাঁর ব্যক্তি জীবনের উদাহরণ দিয়ে বলেন- আমি উন্নত দেশগুলোতে দেখেছি কর্মজীবী নারীদের সন্তানদের জন্য Before School এবং After School Day Care Service আছে। এটি আমাদের দেশেও থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তিনি সভায় বিপিএটিসি পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফল তুলে ধরে জানান যে, ২০ বছর আগে সিভিল সার্ভিসের পুরুষ সদস্যদের নারী সহকর্মীদের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তা পাল্টায়নি। তিনি আরো বলেন- নারীরা এক অদৃশ্য দেয়ালে আবদ্ধ সেটা শুধু অফিসে নয় পরিবারেও তারা আবদ্ধ দায়িত্ব নামক বেড়াজালে ও আবদ্ধ। তিনি আরো বলেন, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের সকলের জন্য রান্না করা নারীদের একটি বড় দায়িত্ব। কর্মজীবি নারীদের এ দায়িত্ব অথবা শ্রম লাঘবের জন্য take way খাবার ব্যবস্থা চালু করা একটি সহায়ক কাজ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে Network ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনেক কাজ করতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সভাপতি ও এজিএম এর সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, হাঁটি হাঁটি পা পা করে নেটওয়ার্ক আজকে একটি ভালো অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। সিভিল সার্ভিসে নারীরা ১৯৮২ সাল থেকে আসা শুরু করলেও আজও এ অভিযাত্রার চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে নবীন কর্মকর্তার বক্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। নেটওয়ার্ক সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের ক্ষমতায়নে অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ। তাঁর নেতৃত্বের এ সময়ে নারীরা অনেক এগিয়ে গিয়েছে। নারী বান্ধব কর্মস্থল ও তাদের অগ্রযাত্রায় নেটওয়ার্ক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সরকারের কাছে উত্থাপিত করে নারীদের জন্য কাজ করছে। নেটওয়ার্কে নারীদের অবস্থান সংহত করতে নিরন্তর কাজ করে যাবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, পাশাপাশি সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এ সংগঠনকে আরো কার্যকর করে তুলতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এজিএমে উপস্থিত হয়ে এজিএমকে সফল করার জন্য প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং নেটওয়ার্কের উপস্থিত সকল সদস্যকে তিনি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মেহের আফরোজ চুমকি এমপি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু মাত্র ৩ বছর রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ অল্প সময়ে নারীদের জন্য তিনি যথেষ্ট কাজ করে গেছেন। সংবিধানে নারীদের সমঅধিকার দিয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রাখছেন। নারীদের নিজেকে তৈরি করতে হবে। বিসিএস এ উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। ঘরের দায়িত্ব গৃহস্থালি কাজ করে বাইরে কাজ করতে গিয়ে নারীরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাদের কষ্ট লাঘব করতে সরকার শিশুদের জন্য প্রতি জেলায় সরকারিভাবে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কর্ম প্রত্যাশি ও কর্মমুখী নারীদের জন্য affordable এবং নিরাপদ আবাসনের জন্য হোস্টেল স্থাপনের বিষয়েও তাঁর মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলে তিনি জানান। তিনি Old Home এর Idea Share করেন এবং এ বিষয়ে নেটওয়ার্ককে চিন্তা ভাবনা করার আহ্বান জানান। এছাড়াও নেটওয়ার্ক থেকে নারীদের জন্য করণীয় প্রস্তাব তাঁর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে তিনি এতে সহযোগিতা করবেন বলেও আশ্বস্ত করেন। MDG Achievement এর উদ্বৃতি দিয়ে তিনি বলেন SDG অর্জন করা Challenging এবং Complicated কাজ। এটা বাস্তবায়নে সকলকে সচেতন হতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর নানামুখী উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য স্বীকৃতি পাচ্ছেন ও পুরস্কৃত হচ্ছেন। এমন নেতৃত্ব থাকলে নারীদের ভয়ের কিছু নেই। সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষে কাজ করতে হবে এবং ২০২১, ২০৪১ অর্জনের প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে হবে সামনে।

২য় পর্বঃ

বার্ষিক সাধারণ সভার ২য় পর্বে মহাসচিব নেটওয়ার্কের অর্জন তুলে ধরেন। এরপর কোষাধ্যক্ষ বেগম রাশিদা বেগম তাঁর বক্তব্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরেন।

আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব ও মোট তহবিলের বিবরণীঃ

নং	আয় খাতের বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ব্যয় খাতের বিবরণ (ব্যাংক হইতে উত্তোলিত টাকা)	টাকার পরিমাণ
০১	ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত সুদ/মুনাফা	২৩,৩৩,৪৮০/০৭	অফিস কো-অর্ডিনেটরের এর বেতন/ভাতা বাবদ	৩,২২,৩০০/-
০২	সদস্য ফি	৪৯,৫০০/-	আয়কর বিষয়ক কর্মশালা	১১,৫৬০/-
০৩			অফিস ব্যবস্থাপনা ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ	১৯,১৯৫/-
০৪			কার্যনির্বাহী কমিটির সভার খরচ বাবদ	১৮,০৪৭/-
০৫			ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং ক্যাম্প	২১,৫৮১/-
০৬			টেলিফোন বিল বাবদ	৯,৪০০/-
০৭			আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৭ উদযাপন	৩৫,৭৫৩/-
০৮			বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা	৭০,৮০৮/-
০৯			ব্যাংক চার্জ	১৬,২১১/৪১
	মোট আয়ঃ	২৩,৮২,৯৮০/০৭	মোট ব্যয় ঃ	৫,২৪,৮৫৫/৪১
			সমাপনী জের ঃ (৩০/০৬/২০১৭) হাতে নগদ- ব্যাংকে জমা-	 ৩,০৫৬/- ১৮,৫৮,১২৪/৬৬

কোষাধ্যক্ষ আরও বলেন, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর সদস্য ফি বাবদ জমাকৃত অর্থ থেকে ২ বছর মেয়াদী জনতা ব্যাংক লিমিটেড, নওয়াব আব্দুল গণি রোড, ঢাকায় একটি এফ.ডি.আর ইতোমধ্যে খোলা হয়েছে। এফডিআর এর অর্থের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় উক্ত অর্থের পরিমাণ ৩,৬৫,৮৬৫/- হয়েছে। এফডিআরটি ইতোমধ্যে পুনরায় নবায়ন করা হয়েছে। তিনি গত অর্থ বছরের নিরীক্ষা রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেটও উপস্থাপন করেন।

নিরীক্ষা রিপোর্ট এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেটঃ সংযুক্তি-২

তিনি সেখানে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেট সকলের সামনে তুলে ধরেন যা নিম্নরূপঃ

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেটঃ

নং	কর্মসূচি	সম্ভাব্য ব্যয়	সম্ভাব্য আয়	আয়ের উৎস
০১	অফিস কো-অর্ডিনেটর বেতন/ভাতা বাবদ	৩,১৩,২০০/-	এফডিআর ১৯, ২৬,৪৩৬/-	সঞ্চয়ী অর্থ
০২	অফিস কো-অর্ডিনেটর ভ্রমণ ভাতা	১০,০০০/-	২৩,৮২,৯৮০.০৭/-	সঞ্চয়ী অর্থ,
০৩	প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/ কর্মশালা	১০,০০,০০০/-	সদস্য ফি	সীড মানি,
০৪	সদস্যদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন	২,০০,০০০/-	১০,০০০/-	এফডিআর থেকে
০৫	বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ	১,০০,০০০/-		প্রাপ্ত মুনাফা এবং সদস্য ফি
০৬	প্রকাশনা	২,০০,০০০/-		বাবদ প্রাপ্ত অর্থ
০৭	অফিস ভাড়া	৩,০০,০০০/-		
০৮	অফিস সংস্কার ও মেরামত	১,০০,০০০/-		
০৯	অফিস পরিচালনা বাবদ	৬০,০০০/-		
১০	ইন্টারনেট ও টেলিফোন বিল	১৫,০০০/-		
১১	বার্ষিক সাধারণ সভা	৭,০০,০০০/-		
১২	বিবিদ	৫০,০০০/-		
	মোট	৩০,৪৮,২০০/-	৪৩,১৯,৪১৬.০৭/-	
	উদ্বৃত্ত		১২,৭১,২১৬.০৭/-	

সর্বসম্মতিক্রমে কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত প্রতিবেদন ও আগামী বছরের বাজেট বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন করা হয়।

উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে নিম্নলিখিত সদস্যগণ তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন, অবসরপ্রাপ্ত নারী কর্মকর্তাগণ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্য হতে পারবেন ও সদস্য থাকতে পারবেন এ মর্মে গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করেন বেগম উম্মুল হাছনা, অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

স্মৃতি রাণী ঘরামী, অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা ঢাকা শহরের নিকটবর্তী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়। ব্যাংকে Fixed Deposit এ টাকা জমা না রেখে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে লভ্যাংশ বেশি পাওয়া যেতে পারে বলেও তিনি মতামত দেন। এছাড়াও ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং ক্যাম্প প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট তারিখে করা যায় কিনা তার প্রস্তাব করেন।

বেগম মাহমুদা শারমিন বেণু, অতিরিক্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আজীবন সদস্য ফি ৫০০০ টাকা করার প্রস্তাব এবং যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ এর পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করেন।

বেগম ফারহিনা আহমেদ, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বাজেট রাখার প্রস্তাব করেন এবং ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি নামে একটি উপকমিটি গঠনের প্রস্তাব রাখেন।

বেগম সায়লা ফারজানা, জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বলেন, নেটওয়ার্কের সক্ষমতা দেখাতে হবে। তিনি বিভিন্ন উপকমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। গবেষণা কমিটিকে প্রতিবন্ধী বিষয়ক সার্ভে করার আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে তিনি নেটওয়ার্কের সদস্যদের সন্তানদের মধ্যে প্রতিবন্ধী সদস্য সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বেগম আবেদা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নরসিংদী কলেজ ঢাকার বাইরে কোন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার করা যায় কিনা সেই বিষয়টি বিবেচনার প্রস্তাব করেন।

ফাতেমা বেগম, যুগ্ম সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেন, বিভিন্ন পর্যায়ে নারী কর্মকর্তাগণ পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রমোশন না হওয়ার কারন জানা এবং সিভিল সার্ভিসে অনেকে প্রত্যাশিত প্রমোশন পাচ্ছেন না এ বিষয়ে নেটওয়ার্ক কিছু করতে পারে কিনা তা জানতে চান।

সভাপতি এ বিষয়ে জানান যে, বিষয়টি প্রশাসনিক। নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও কেবিনেটকে জানানোর প্রচেষ্টা থাকবে।

বাহিজা আক্তার জি এম, বাংলাদেশ পোস্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স ডাক জীবন বীমার প্রতি সকলকে আগ্রহী করা এবং সদস্যদের এ বীমা গ্রহণের আহ্বান জানান। এ আহ্বান জানানোর জন্য তিনি রংপুর থেকে ঢাকা এসে এ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। যা উপস্থিত সকলকে অত্যন্ত আপ্লুত ও অনুপ্রাণিত করে।

জেবুন নাহার, উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর নেটওয়ার্কের ফেসবুক পেজ আছে কিনা এবং ডাটাবেজ তৈরি করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা জানতে চান। তিনি এ কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে নেটওয়ার্ককে সহযোগিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শাহানারা ইয়াসমিন লিলি, উপসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগ কর্মজীবী নারীদের জন্য হাসপাতালে আলাদা কোন স্বাস্থ্য সেবা বুথ স্থাপন করা সম্ভব কিনা তা বিবেচনার নেটওয়ার্কের প্রতি অনুরোধ জানান।

আবিদা সুলতানা, এ আই জি, বাংলাদেশ পুলিশ প্রত্যেক অফিসে বাধ্যতামূলক

ডেকেয়ার সেন্টার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মর্মে মতামত দেন।

শ্রিদ্ধা রায়, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সাইকোলজিক্যাল / কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর গঠনতন্ত্র অনুমোদন ঃ

গঠনতন্ত্র সংশোধন বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপনকালে মহা-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের বর্তমান কার্যনির্বাহী সদস্য সংখ্যা ২০ জন। নেটওয়ার্কের কর্মপরিধি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাওয়ায় কোষাধ্যক্ষের একার পক্ষে আর্থিক কার্যকলাপ পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে গঠনতন্ত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদে যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ নামে একটি পদ সৃজন করে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২১ জনে উন্নতি করা যেতে পারে। এ বিষয়ে তিনি মাহমুদা শারমিন বেণু, অতিরিক্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। সে সাথে অবসর প্রাপ্ত নারী কর্মকর্তাগণ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্য হতে পারবেন বা সদস্য থাকতে পারবেন এ মর্মে উম্মুল হাছনা, অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর প্রস্তাবটি যৌক্তিক বলে উল্লেখ্য করেন।

সিদ্ধান্ত :

উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিতে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ১১ -তে বর্ণিত কার্যনির্বাহী পরিষদ এর গঠন সংশোধন পূর্বক ১ জন যুগ্ম কোষাধ্যক্ষের পদ বৃদ্ধি করে মোট ২১ (একুশ) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদন করা হলো এবং অবসর প্রাপ্ত নারী কর্মকর্তাগণ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্য হতে পারবেন বা সদস্য থাকতে পারবেন বলেও সিদ্ধান্ত হয়।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের কমিটি অনুমোদন:

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর গঠন তন্ত্রের ১১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক কার্যনির্বাহী পরিষদ এর সদস্যবৃন্দ এবং ১৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দের নামের উপস্থাপন করেন বেগম কামরুন নাহার প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর। প্রস্তাবক কর্তৃক উপস্থাপিত নির্বাহী কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা সমর্থন করেন বাংলাদেশ পুলিশ এর এআইজি বেগম সাবিনা ফেরদৌস। প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ নিম্নরূপঃ

সভাপতি	:	সুরাইয়া বেগম, এনডিসি সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
সহ- সভাপতি	:	নাছিমা বেগম, এনডিসি সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সহ-সভাপতি	:	দিলরুবা প্রাক্তন সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
সহ-সভাপতি	:	প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।
মহা-সচিব	:	নাসরিন আক্তার অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
যুগ্ম মহাসচিব	:	ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
যুগ্ম মহাসচিব	:	রৌশন আরা বেগম, এনডিসি, ডিআইজি, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
কোষাধ্যক্ষ	:	রাশিদা বেগম যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সহকারী কোষাধ্যক্ষ	:	শাহেদা খানম সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, ঢাকা।
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	শেখ মোমেনা মনি উপসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
দপ্তর সম্পাদক	:	শিরীন রুবী উপসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
কল্যাণ সম্পাদক	:	দিলরুবা শাহিনা উপপ্রধান, এসইপি প্রকল্প।
যোগাযোগ, প্রচার ও তথ্য সম্পাদক	:	ড. বিলকিস বেগম অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন-১) প্রশাসন ও অর্থ উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা ।
সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	:	সালমা বেগম সহকারী অধ্যাপক, সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা ।
উন্নয়ন ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক	:	ফারহিনা আহমেদ যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নির্বাহী সদস্যঃ

১। শাহনাজ পারভীন, প্রেসিডেন্ট, কাস্টম এক্সাইজ ঢাকা।
২। সানজিদা খাতুন, কমিশনার, ইনকাম ট্যাক্স, ঢাকা।
৩। মোছাঃ মোবাশ্বেরা কাদেরী, সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য মন্ত্রণালয়।
৪। তানিয়া খান, উপপ্রধান, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
৫। নাঈমা হোসেন, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৬। আছমা সুলতানা, নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

উপদেষ্টা পরিষদ গঠনঃ

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর গঠনতন্ত্রের ১৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের কথা যেখানে নারী পুরুষের অনুপাত হবে যথাক্রমে ৬ : ৪। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপদেষ্টা পরিষদ নিম্নোক্তভাবে গঠনের প্রস্তাব করা হলোঃ

১। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ।
৩। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪। রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।
৫। ড. শেলীনা আফরোজা, সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৬। বেগম মুশফেকা ইকফাৎ, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৭। আকতারী মমতাজ, সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন।
৮। ড. নমিতা হালদার এনডিসি, ভারপ্রাপ্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৯। প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, মহাপরিচালক (প্রাক্তন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। ফাতেমা বেগম, অতিরিক্ত আইজিপি (অব), বাংলাদেশ পুলিশ।

সিদ্ধান্ত ঃ

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে কমিটি গঠনের প্রস্তাব ও উন্মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

সবশেষে সভাপতি শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে প্রাণবন্ত ও অর্থবহ আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। কোন কারণে যাঁরা উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি আগামী সভায় তাদের উপস্থিতি

কামনা করেন। তিনি উল্লেখ্য করেন, নেটওয়ার্কের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজে নানা প্রতিকূলতা থাকলেও এর সফলতাও কম নয়। কমিটির সদস্যদের বাইরেও যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব নিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভাকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন তাঁদের তিনি সাধুবাদ জানান। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আলোচনা-সমালোচনা দুটোই থাকবে। যৌক্তিক সমালোচনা নেটওয়ার্কের কার্যক্রমকে আরো সুদৃঢ় অর্থবহ এবং জনকল্যাণকর করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে তিনি বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহ-সভাপতিবৃন্দ, মহা-সচিব, কোষাধ্যক্ষসহ উপস্থিত সকল সদস্যদের সহযোগিতার জন্য এবং অনুষ্ঠানে সার্বিক সহায়তার জন্য জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর এর জনবল ও নেটওয়ার্কের কর্মরত অফিস কো-অর্ডিনেটর হারুনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে এজিএমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)
সভাপতি
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও
সিনিয়র সচিব,
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

মহাসচিবের প্রতিবেদন

সম্মানিত সভাপতি
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
সুধী মন্ডলী,
শুভ অপরাহ্ন
আসসালামু আলাইকুম।

মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের শুভ মূহুর্তে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ২০১৯ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকেও আপনাদের জন্য রইল শুভকামনা।

বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের পূর্বে আমি অত্যন্ত দু:খ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমাদের নেটওয়ার্কের যুগ্ম-মহাসচিব এবং মিরপুর পুলিশ স্টাফ কলেজ এর সম্মানিত রেক্টর (অতিরিক্ত আইজিপি) বেগম রৌশন আরা বেগমকে যিনি ৫.৫.২০১৯ তারিখে কঙ্গোতে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় সড়ক দূর্ঘটনায় আমাদের কাছ থেকে চির বিদায় নিয়েছেন।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, মরহুমার মৃত্যুতে নির্বাহী কমিটির সভায় শোক প্রভাব গৃহীত হয়েছে। তাঁর কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পনসহ পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করা হয়েছে। নেটওয়ার্কর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অবদান আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। মরহুমার বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের জন্য আপনাদের সকলকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

২.১ সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস উইমেন নেটওয়ার্ক বর্তমানে একটি সুপরিচিত নাম। ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এটি আত্মপ্রকাশ করে। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তাদের একটি আনুষ্ঠানিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় এবং UNDP এর আওতাধীন সিভিল সার্ভিস চেঞ্জম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৩ সালে এটি সমাজসেবা

অধিদপ্তরের নিবন্ধন লাভ করে (নিবন্ধন নম্বর ঢ-০৯০৫৮)। এর বর্তমান নিবন্ধিত সদস্য সংখ্যা প্রায় ২১০০ জন।

২.২ নেটওয়ার্কের মূল লক্ষ্য

সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে এ নেটওয়ার্ক নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে পরিচালিত হচ্ছেঃ

ক. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত নারী কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি নেটওর্য়াক ও যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরী করা;

খ. সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও একাত্মবোধ জাগ্রতকরণ এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরণ;

গ. বাংলাদেশের সংবিধান ও জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (সিডো) অনুযায়ী নারী কর্মকর্তাদের ন্যায়সংগত অধিকার এবং তাদের বিশেষ চাহিদা (Special Need)-র সাথে সংগতিপূর্ণ, সময়োপযোগী এবং চাকুরী সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক পলিসি সাজেশন তৈরী করা;

ঘ. সামাজিক যোগাযোগ, মননশীলতার বিকাশ এবং সকল সদস্যের জন্য কল্যাণমূলক কাজ যেমন-চিকিৎসা সহায়তা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কোন বিপর্যয়ে তাদের পাশে দাড়ানো এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ. জনপ্রশাসনের চাকুরী হতে অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ এবং তাঁদেরকে নেটওয়ার্কের বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্তকরণ;

চ. সদস্যবৃন্দের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে উদ্যোগ গ্রহণ এবং তাঁদের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ছ. জনপ্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সম্পর্ক/যোগাযোগ স্থাপন করা;

জ. বিসিএসে কর্মরত নারী কর্মকর্তাদের জন্য বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্ম ক্ষেত্রে বিরাজমান সাধারণ সমস্যা চিহ্নিত করে এগুলোর সমাধানের জন্য সরকারের কাছে পলিসি সাজেশন উপস্থাপন করাই এই নেটওয়ার্কের মূল লক্ষ্য।

৩.১ প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, নেটওয়ার্কের পক্ষে সকল কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত রয়েছে। গত ১৪/১০/২০১৭ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভায় ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটিকে নেটওয়ার্কের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বভার প্রদান করা হয়েছিল। নির্বাহী কমিটি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে নিষ্ঠা ও গুরুত্বের সাথে চেষ্টা করেছে।

৪.০ সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ২০১৮-২০১৯ সালে নেটওয়ার্ক কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

৪.১ উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে শীতের প্রকোপে জনজীবন বিপর্যস্থ হওয়ায় নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে ৫ টি জেলার প্রতিটিতে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা করে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মতে সিরাজগঞ্জ, নাটোর, মৌলভীবাজার, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর জেলার জেলা প্রশাসক এবং উপদেষ্টা, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক, জেলা কমিটি বরাবর টাকা প্রেরিত হয় গত ২৫/০১/২০১৮ তারিখে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ দুঃস্থ নারীদের মধ্যে কম্বল/শীতবস্ত্র বিতরণ করে ছবিসহ অবহিত করেছে।

৪.২ ২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবস ১১/০৩/২০১৮ তারিখে মুক্তি হল, বিদ্যুৎ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ প্রধান অতিথি এবং মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব নজিবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি মুক্ত আলোচনায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনার মাধ্যমে এটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগম এনডিসি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে নেটওয়ার্কের প্রায় ৩০০ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

৪.৩ সদস্যদের পরিচিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁদের তথ্য সম্বলিত আইডি কার্ড প্রস্তুত করা হয় এবং গত ২ জুলাই ২০১৮ তারিখে নির্বাহী কমিটির সভায় এটি অনুমোদনপূর্বক তা বিতরণ করা হচ্ছে। আইডি কার্ড বিতরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.৪ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালা কার্যক্রম চালু করা হয়। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় গত ২৭/১০/২০১৮ তারিখে লালমাটিয়া মহিলা কলেজে বিসিএস পরিক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মহিলা শিক্ষার্থীদের বিসিএস পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন আ ই ম নেছার উদ্দিন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন। বেগম মুনিয়া চৌধুরী, সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ঢাকা বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত তাঁর অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। উক্ত কর্মশালায় প্রায় ৭০০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

৪.৫ স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি শিক্ষামূলক, অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। ছেলেদের পাশাপাশি স্কাউটিং কার্যক্রমে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ স্কাউটস বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় স্কাউটিং কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ সমহারে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহযোগিতায় বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যদের জন্য ০৮/১২/২০১৮ তারিখে মুক্তি হল, বিদ্যুৎ ভবনে অর্ধদিবসব্যাপী একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। মুখ্য সমন্বয়ক এস ডি জি , প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন ১৫৭ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

৪.৬ প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মাধ্যমে ২০১৯ সালের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পর পর তিনবার জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার মাধ্যমে তিনবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় গত ০২/০১/২০১৯ তারিখে।

৪.৭ Work for a Better Bangladesh Trust দীর্ঘদিন তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের ৩৪% লোক তামাক ব্যবহার করে এবং প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে ১ লক্ষ ৬২ হাজারেরও বেশি লোক মারা যায়। সামাজিক এই ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ এ বিষয়ে নেটওয়ার্কের করণীয় সংক্রান্তে WBB Trust এর সহযোগিতায় নেটওয়ার্কের নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে একমত বিনিময় সভা আয়োজন করা হয় গত ২৭/০২/২০১৯ তারিখে নেটওয়ার্কের অফিস কক্ষে। নেটওয়ার্কের ৩০ জন সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন।

৪.৮ Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়নসহ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তাদের অধিকতরভাবে সম্পৃক্ত করা সংক্রান্ত ঢাকা বিভাগীয় ওয়ার্কশপ এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ যুগপৎভাবে ২৮/০৪/২০১৯ তারিখে মুক্তি হল, বিদ্যুৎ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে শহিদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। SDG বিষয়ে পেপার উপস্থাপন করেন ফারহিনা আহমেদ, যুগ্ম-সচিব অর্থ বিভাগ। ৩১০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে প্রোগ্রামটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

৪.৯ অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ২৯/০৮/২০১৯ তারিখে শোক দিবস ২০১৯ উদযাপন করা হয়। অর্থ বিভাগের সচিব জনাব রউফ তালুকদার উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগম এনডিসি এর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় প্রায় ১০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

৪.১০ Japan International Co-Operation Center এর অনুরোধে JDS- 19 th Batch Masters Degree Program এ নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমীতে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

২১০ জন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে সুরাইয়া বেগম এনডিসি, সভাপতি, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক, নাছিমা বেগম এনডিসি সিনিয়র সচিব (পি আর এল) এবং ভারপ্রাপ্ত রেক্টর বিসিএস সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি উপস্থিত ছিলেন।

৪.১১ গত ০৯/১২/২০১৯ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অর্থ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে রোকেয়া দিবস ২০১৯ উদযাপন করা হয়। সুরাইয়া বেগম এনডিসি, সভাপতি বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বেগম রোকেয়ার জীবনী এবং তাঁর রচনাবলীর উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সালমা বেগম, সহকারী অধ্যাপক, সরকারী তিতুমীর কলেজ। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে ১০ জন মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বেগম রোকেয়া সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন। প্রায় ৫০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ২০১৮ সালে ৫টি এবং ২০১৯ সালে ৫টি মোট ১০টি নির্বাহী কমিটির সভায় মিলিত হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৫.০ নেটওয়ার্কের সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিক

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করতে হলে তার সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি অপরিহার্য। কার্যনির্বাহী কমিটি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রতিটি সভায় সুনির্দিষ্ট এজেন্ডাভিত্তিক বিজ্ঞপ্তি জারী, কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যথাযথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। জেলা পর্যায়ে কমিটিগুলোকে সক্রিয় রাখার জন্য সকলের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৬.০ নেটওয়ার্কের আর্থিক স্বচ্ছলতা

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আর্থিক ভিত্তি যে কোন সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি। নেটওয়ার্কের নামে অর্থ বিভাগ থেকে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা সীড মানি হিসেবে পাওয়া গেছে যা জনতা ব্যাংক আব্দুল গণি রোড শাখায় ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য ৫.০০ (পাঁচ

কোটি) টাকার FDR হতে প্রাপ্ত মুনাফা থেকে নেটওয়ার্কের যাবতীয় ব্যয় বহন করা হয়।

এছাড়াও বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর সদস্য ফি বাবদ জমাকৃত অর্থ থেকে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, নওয়াব আব্দুল গণি রোড, ঢাকায় ২টি এফ.ডি.আর খোলা হয়েছে।

৭.০ ভবিষ্যৎ করণীয়

গঠনতন্ত্রে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্তমান নির্বাহী কমিটি তৎপর । আজকের এ সভায় আপনারা যা মূল্যবান পরামর্শ এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন সে অনুযায়ী পররবর্তী করণীয় নির্ধারণে নির্বাহী কমিটি সচেষ্ট থাকবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

৮.০ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

৮.১ নেটওয়ার্কের বার্ষিক সাধারণ সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে আপনারা যারা কষ্ট স্বীকার করে এখানে উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, আমি তাঁদের সবাইকে আমার এবং ফোরামের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ঢাকায় কর্মরত নেটওয়ার্কের বিপুল সংখ্যক সম্মানিত সদস্যকে আজকের এ সভায় উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশের দূর-দূরান্ত থেকে আজকের এ সভায় উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আপনারা আমাকে যে সহযোগিতা প্রদান করেছেন তা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৮.২ নেটওয়ার্কের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে আপনারা আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি ফোরামের কনিষ্ঠ থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ পর্যন্ত বহু সদস্যের আন্তরিক সহায়তা পেয়েছি। তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমি সর্বদা আন্তরিক ছিলাম। আজ এ সুযোগে আপনারা যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সবাইকে এবং যাঁরা উপস্থিত হতে পারেননি তাঁদেরকেও আপনাদের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

৮.৩ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আবারও জানাই ধন্যবাদ। শত কর্ম ব্যস্ততার মাঝে পরিবারের সান্নিধ্য ছেড়ে এ সভায় সময় দেয়ার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও পারিবারিক শান্তি কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আপনাদের সকলকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ।

নাসরিন আক্তার
মহাসচিব
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক
ও সরকারের সাবেক সচিব

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

মাননীয় সভাপতি

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম।

আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক অক্টোবর ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ পূর্বক ২০১৩ সালে এটি সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন (ঢ-০৯০৫৮) প্রাপ্ত হয়। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর হিসাব পরিচালনার জন্য ২০১০ সালে জনতা ব্যাংক, আব্দুল গণি রোড শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব (০০২০৬৮৯৪১) খোলা হয়। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী উক্ত সঞ্চয়ী হিসাব কোষাধ্যক্ষ ও সভাপতি বা মহাসচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হচ্ছে।

ক) বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ১জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ এবং ১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত দুই বছরের আয় ব্যয়ের হিসাবও মোট তহবিলের বিবরণী সকলের অবগতি ও বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য পেশ করছি।

০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ:

নং	আয় খাতের বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ব্যয় খাতের বিবরণ (ব্যাংক হতে উত্তোলিত টাকা)	টাকার পরিমাণ
০১.	৫ কোটি টাকার (হিসাব নং- ০০৩০১০০৩২) এফডিআর এর মুনাফা ট্রান্সফার (হিসাব নং- ০০২০৬৮৯৪১) এর অবহিত	২৮,৯৭,৮৮৮.০০	অফিস কো-অর্ডিনেটর এর বেতন/ভাতা	৩,৫৫,৪০০.০০
০২.	৫ কোটি টাকার (হিসাব নং- ০০৩০১০০৩২) এফডিআর হইতে প্রাপ্ত সুদ/মুনাফা	১৯,৫৩,৬২২.০০	অফিস ব্যবস্থাপনা ও আনুষঙ্গিক	২৬,৭৩৯.০০
০৩.	৩ লক্ষ টাকার (হিসাব নং- ০০৩০০৮১৫৩) এফডিআর	৩,০০,০০০.০০	কার্যনির্বাহী কমিটির ও উপ কমিটির সভা	৯,৩২২.০০
০৪.	৩ লক্ষ টাকার (হিসাব নং- ০০৩০০৮১৫৩) এফডিআর হইতে প্রাপ্ত সুদ/মুনাফা	৭৮,৭৬৫.০০	বার্ষিক সাধারণ সভা	৮,৪৪,৭৭৩.০০
০৫.	ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত সুদ/মুনাফা	১৪,৯৪৯.২১	উদপুনঃমিলনীর	১,০১,০০০.০০
০৬.	সদস্য ফি	৮৩,৫০০.০০	নারী দিবস-২০১৮	৮৮,৮৫৫.০০
০৭.	আইএফআইসি ব্যাংক হতে অনুদান	২,০০,০০০.০০	সিলেটে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ	১,০০,০০০.০০
০৮.	বিজ্ঞাপন বাবদ আয়	৭৩,১৮৩.০০	রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী বিতরণ	১,০০,০০০.০০

নং	আয় খাতের বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ব্যয় খাতের বিবরণ (ব্যাংক হতে উত্তোলিত টাকা)	টাকার পরিমাণ
০৯.	হাতে নগদ	৩,০৫৬.০০	অফিস কো-অর্ডিনেটর এর জন্য একটি ল্যাপটপ ক্রয়	২৫,০০০.০০
১০.	স্থায়ী অগ্রিম	৫০০০.০০ ৫	টি জেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ	১,৫৩,০০০.০০
			এফডিআর	১০,০০,০০০.০০
			সাহিত্য প্রকাশনা	৯০,০০০.০০
			ব্যাংক চার্জ	৬,২১০.০০
	মোট আয়	৫৬,০৯,৯৬৬.২১	মোট ব্যয়	২৯,০০,২৯৯.০০
			অবশিষ্ট ব্যাংকে	২৭,০৯,৫০১.০৩
			হাতে নগদ	১৬৬.১৮
	সর্বমোট	৫৬,০৯,৯৬৬.২১		৫৬,০৯,৯৬৬.২১

০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি: সময়ের বিভিন্ন খাতের আয়-ব্যয়ের হিসাব

নং	আয় খাতের বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ব্যয় খাতের বিবরণ (ব্যাংক হতে উত্তোলিত টাকা)	টাকার পরিমাণ
০১.	৫ কোটি টাকার (হিসাব নং- ০০৩০১০০৩২) এফডিআর এর মুনাফা ট্রান্সফার (হিসাব নং- ০০২০৬৬৯৪১) এর অবশিষ্ট	২৩,৩০,৭৩৬.০৩	অফিস কো-অর্ডিনেটর এর বেতন / ভাতা	৩,৬০,৪০০.০০
০২.	হাতে নগদ	১৬৬.১৮	অফিস ব্যবস্থাপনা ও আনুষঙ্গিক	৩৬,৯৭০.০০
০৩.	৫ কোটি টাকার (হিসাব নং- ০০৩০১০০৩২) এফডিআর হইতে প্রাপ্ত মুনাফা	২২,১৯,২৪৮.০০	অফিস কো-অর্ডিনেটর এর ভ্রমণ	৮,৫২৩.০০
০৪.	৩ লক্ষ টাকার (হিসাব নং- ০০৩০০৮১৫৩) এফডিআর	৩,০০,০০০.০০	কার্যনির্বাহী কমিটির ও উপ কমিটিসমূহের সভা	১৬,৪৪৫.০০
০৫.	৩ লক্ষ টাকার (হিসাব নং- ০০৩০০৮১৫৩) এফডিআর হতে প্রাপ্ত মুনাফা	৯৫,৭০২.০০	কাজী নিবন্ধক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম	৫০,৫১৮.০০
০৬.	১০ লক্ষ টাকার (হিসাব নং- ০০৩০১১০৫৫) এফডিআর	১০,০০,০০০.০০	সদস্যদের আইডি কার্ড, ফিতা ও কভার	১,৪২,৫০০.০০
০৭.	১০ লক্ষ টাকার (হিসাব নং- ০০৩০১১০৫৫) এফডিআর হতে প্রাপ্ত মুনাফা	৫৭,৯২২.০০	টেলিফোন ও ফ্যাক্স বিল	১৩,০৬৯.০০
০৮.	ব্যাংক হতে প্রাপ্ত মুনাফা	১৫,৫২৯.৬৬.০০	ওয়েবসাইটের ডোমেইন নবায়ন	১০,৩৫০.০০
০৯.	সদস্য ফি	২৫,৫০০.০০	ঢাকা বিভাগীয় সেমিনার ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯	৬২,৮৬৫.০০
			সাহিত্য প্রকাশনা	১,৩৮,০০০.০০
			অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্ক্যানার ক্রয়	৫,৩০০.০০
			ব্যাংক চার্জ	৫,৫০৪.০০
	মোট আয়	৬০,৪৪,৮০৩.৮৭	মোট ব্যয়	৮,৫০,৪৪৪.০০
			অবশিষ্ট ব্যাংকে	৫১,৮৩,৫১৪.৬৯
			হাতে	১১,০৪৫.১৮
	সর্বমোট	৬০,৪৪,৮০৩.৮৭		৬০,৪৪,৮০৩.৮৭

খ) বিনিয়োগঃ

১) বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর সদস্য ফি বাবদ জমাকৃত অর্থ থেকে ২ বছর মেয়াদী জনতা ব্যাংক লিমিটেড, নওয়াব আব্দুল গণি রোড, ঢাকায় একটি এফ.ডি.আর খোলা হয়েছে। এফডিআর এর অর্থের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় উক্ত অর্থের পরিমাণ ৩,৯৫,৮০২.০০ টাকা হয়েছে। এফডিআরটি পুনরায় নবায়ন করা হয়েছে।

২) বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর সদস্য ফি বাবদ জমাকৃত অর্থ থেকে ১ বছর মেয়াদী জনতা ব্যাংক লিমিটেড, নওয়াব আব্দুল গণি রোড, ঢাকায় একটি এফ.ডি.আর খোলা হয়েছে। এফডিআর এর অর্থের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় উক্ত অর্থের পরিমান ১০, ৫৭, ৯২২.০০ টাকা হয়েছে। এফডিআরটি পুনরায় নবায়ন করা হয়েছে।

৩) বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের অনুকূলে জুন ২০১৬ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের (স্মারক নং- ০৫.০০.০০০০.১০৭.০০.০০২.১৪-১৩, তারিখঃ ০১/০২/২১০৬) সীড মানি হিসেবে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা অর্থ বিভাগের অপ্রত্যাশিত ব্যয় ব্যবস্থাপনা খাত (কোড নং - ৩- ০৯২৩ - ০০০১ - ৬৬৫১) হতে প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের নামে গত ৩০/০৬/২০১৬ তারিখে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকার ১ (এক) বছর মেয়াদী একটি এফডিআর (এফ.ডি.আর নং- FDR-১০০/অই ০৭২৩২১৮/১০০৩২) জনতা ব্যাংক, নবাব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা শাখায় খোলা হয়। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় এফডিআরটি পুনরায় নবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকার FDR হতে প্রাপ্ত মুনাফা থেকে নেটওয়ার্কের যাবতীয় ব্যয় বহন করা হয় ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে মুনাফার পরিমাণ ২২, ১৯, ২৪৮.০০ টাকা।

গ) তহবিলের প্রয়োগঃ

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের কার্যক্রমকে আরো বেশি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সহায়তা, রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য

কীট (বস্ত্র), জাতীয় আন্তর্জাতিক দিবস পালন শীতার্তদের শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

ঘ) সাধারণ সদস্য: বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের বর্তমানে নিবন্ধনকৃত সদস্য সংখ্যা প্রায় ২১০০ জন। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আজকের সভায় হিসাব অনুমোদিত হলে তা বিবিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

আপনাদের সকলের শুভ কামনায়, আল্লাহ হাফেজ।

তারিখ ঃ ০১.০১.২০২০

(রাশিদা বেগম)
কোষাধ্যক্ষ
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক
ও সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের নিরীক্ষা রিপোর্ট

অদ্য ২২/১২/২০১৯ তারিখ কোষাধ্যক্ষ জনাব শাহিদা খানম এর টেলিফোনিক নির্দেশে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের গঠনতন্ত্র এর ধারা ১৭ (৪) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও অফিসিয়াল রেকর্ড পত্র রেকর্ডপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ১। হিসাব নং (002068941) ২। হিসাব নং (003011055) ৩। হিসাব নং (003008153) জনতা ব্যাংক, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা এর বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর ব্যাংক হিসাব সঞ্চয়ী নং- ০০২০৬৮৯৪১ এর (Bank Statement) অনুযায়ী লেনদেন সঠিক আছে।

০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ:

নং	আয় খাতের বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ব্যয় খাতের বিবরণ (ব্যাংক হতে উত্তোলিত টাকা)	টাকার পরিমাণ
০১.	৫ কোটি টাকার (হিসাব নং-০০৩০১১০০৫৫) এফডিআর এর মুনাফা ট্রান্সফার (হিসাব নং-০০২০৬৮৯৪১) এর অবহিত	২৮,৯৭,৮৮৮.০০	অফিস কোঅর্ডিনেটর এর বেতন/ভাতা	৩,৫৫,৪০০.০০
০২.	৫ কোটি টাকার (হিসাব নং-০০৩০১১০০৫৫) এফডিআর হইতে প্রাপ্ত সুদ/মুনাফা	১৯,৫৩,৬২৫.০০	অফিস ব্যবস্থাপনা ও আনুষঙ্গিক	২৬,৭৩৯.০০
০৩.	৩ লক্ষ টাকার (হিসাব নং-০০৩০০৮১৫৩) এফডিআর	৩,০০,০০০.০০	কার্যনির্বাহী কমিটির ও উপ কমিটির সভা	৯,৩২২.০০
০৪.	৩ লক্ষ টাকার (হিসাব নং-০০৩০০৮১৫৩) এফডিআর হইতে প্রাপ্ত সুদ/মুনাফা	৭৮,৭৬৫.০০	বার্ষিক সাধারণ সভা	৮,৪৪,৭৭৩.০০
০৫.	ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত সুদ/মুনাফা	১৪,৯৪৯.২১	ঈদপুনর্মিলনী	১,০১,০০০.০০
০৬.	সদস্য ফি	৮৩,৫০০.০০	নারী দিবস-২০১৮	৮৮,৮৫৫.০০
০৭.	আইএফআইসি ব্যাংক হতে অনুদান	২,০০,০০০.০০	সিলেটে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ	১,০০,০০০.০০
০৮.	বিজ্ঞাপন বাবদ আয়	৭৩,১৮৩.০০	রোহিঙ্গাদের জন্য রিলিফ সামগ্রী বিতরণ	১,০০,০০০.০০
০৯.	হাতে নগদ	৩,০৫৬.০০	অফিস কো-অর্ডিনেটর এর জন্য একটি ল্যাপটপ ক্রয়	২৫,০০০.০০
১০.	স্থায়ী অগ্রিম	৫০০০.০০ ৫	টি জেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ	১,৫৩,০০০.০০
			এফডিআর	১০,০০,০০০.০০
			সাহিত্য প্রকাশনা	৯০,০০০.০০
			ব্যাংক চার্জ	৬,২১০.০০

নং	আয় খাতের বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ব্যয় খাতের বিবরণ (ব্যাংক হতে উত্তোলিত টাকা)	টাকার পরিমাণ
	মোট আয়	৫৬,০৯,৯৬৬.২১	মোট ব্যয়	২৯,০০,২৯৯.০০
			অবশিষ্ট ব্যাংকে	২৭,০৯,৫০১.০৩
			হাতে নগদ	১৬৬.১৮
	সর্বমোট	৫৬,০৯,৯৬৬.২১		৫৬,০৯,৯৬৬.২১

০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ সময়ের বিভিন্ন খাতের আয়-ব্যয়ের হিসাব

নং	আয় খাতের বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ব্যয় খাতের বিবরণ (ব্যাংক হতে উত্তোলিত টাকা)	টাকার পরিমাণ
০১.	৫ কোটি টাকার (হিসাব নং- ০০৩০১০০৩২) এফডিআর এর মুনাফা ট্রান্সফার (হিসাব নং- ০০২০৬৬৬৪) এর অবশিষ্ট	২৩,৩০,৭০৬.০৩	অফিস কোঅর্ডিনেটর এর বেতন / ভাতা	৩,৬০,৪০০.০০
০২.	হাতে নগদ	১৬৬.১৮	অফিস ব্যবস্থাপনা ও আনুষঙ্গিক	৩৬,৯৭০.০০
০৩.	৫ কোটি টাকার (হিসাব নং- ০০৩০১০০৩২) এফডিআর হইতে প্রাপ্ত মুনাফা	২২,১৯,২৪৮.০০	অফিস কোঅর্ডিনেটর এর ভ্রমণ	৮,৩২৩.০০
০৪.	৩ লক্ষ টাকার (হিসাব নং- ০০৩০০৮২৫৩) এফডিআর	৩,০০,০০০.০০	কার্যনির্বাহী কমিটির ও উপ কমিটিসমূহের সভা	১৬,৪৪৫.০০
০৫.	৩ লক্ষ টাকার (হিসাব নং- ০০৩০০৮২৫৩) এফডিআর হতে প্রাপ্ত মুনাফা	৯৫,৮০২.০০	অডিট বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম	৫০,৫১৮.০০
০৬.	১০ লক্ষ টাকার (হিসাব নং- ০০৩০১১০৫৫) এফডিআর	১০,০০,০০০.০০	সদস্যদের আইডি কার্ড, ফিতা ও কভার	১,৪২,৫০০.০০
০৭.	১০ লক্ষ টাকার (হিসাব নং- ০০৩০১১০৫৫) এফডিআর হতে প্রাপ্ত মুনাফা	৫৭,৯২২.০০	টেলিফোনের ব্যালান্স বিল	১৩,০৬৯.০০
০৮.	ব্যাংক হতে প্রাপ্ত মুনাফা	১৫,৪৫৯.৬৬.০০	ওয়েবসাইটের ডোমেইন নবায়ন	১০,৩৫০.০০
০৯.	সদস্য ফি	২৫,৫০০.০০	ঢাকা বিভাগীয় সেমিনার ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯	৬২,৮৬৫.০০
			সাময়িকী প্রকাশনা	১,৫৮,০০০.০০
			অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আলমারি ক্রয়	৫,৫০০.০০
			ব্যাংক চার্জ	৫,৫০৪.০০
	মোট আয়	৬০,৪৪,৮০৩.৮৭	মোট ব্যয়	৮,৭০,৪৪৪.০০
			অবশিষ্ট ব্যাংকে	৫১,৬৩,২৭৪.৬৯
			হাতে	১১,০৮৫.১৮
	সর্বমোট	৬০,৪৪,৮০৩.৮৭		৬০,৪৪,৮০৩.৮৭

তাং- ০১.০১.২০২০

মোঃ আব্দুস সাত্তার
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের আগামী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেট

নং	কর্মসূচি	সম্ভাব্য ব্যয়	সঞ্চয়ী অর্থ	সম্ভাব্য আয়	অর্থের উৎস
০১	অফিস কো-অর্ডিনেটরের বেতন/ভাতা বাবদ	৩,৬০,৪০০.০০	৫ কোটি টাকার (হিসাব নং-০০৩০১০০৩২) এফডিআর থেকে সঞ্চয়ী অর্থ- ৩৭,১৯,৭৯০.০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ উনিশ হাজার সাতশত নব্বই) টাকা মাত্র (৩০/০৬/২০১৯) তারিখে।	৫ কোটি টাকার এফডিআর থেকে প্রাপ্ত-২২,১৯,২৬৮.০০ (বাইশ লক্ষ উনিশ হাজার দুইশত আটষট্টি) টাকা মাত্র (৩০/০৬/২০২০) তারিখে।	আয়ের উৎস সঞ্চয়ী অর্থ, ফিক্সড ডিপোজিট, এফডিআর থেকে প্রাপ্ত মুনাফা, সদস্য ফি এবং বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ
০২	অফিস কো-অর্ডিনেটরের ভ্রমণ ভাতা	২০,০০০.০০	১০ লক্ষ টাকার (হিসাব নং- ০০৩০১১০৫৫) এফডিআর থেকে সঞ্চয়ী অর্থ প্রাপ্ত- ১০,৫৭,৯২২.০০ (দশ লক্ষ সাতান্ন হাজার নয়শত বাইশ) টাকা মাত্র (০৯/০৫/২০১৯) তারিখে।	১০ লক্ষ টাকার এফডিআর থেকে প্রাপ্ত-৫২,৭১৬.০০ বাহান্ন হাজার সাতশত ষোলো) টাকা মাত্র (৩০/০৬/২০২০) তারিখে।	
০৩	অফিস পরিচালনা বাবদ	৭০,০০০.০০	৩ লক্ষ টাকার (হিসাব নং- ০০৩০০৬১৫৩) এফডিআর থেকে সঞ্চয়ী অর্থ থেকে সঞ্চয়ী অর্থ-৩,৯৫,৮০২.০০ (তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত দুই) টাকা মাত্র (৩০/০৬/২০১৯) তারিখে।	৩ লক্ষ টাকার এফডিআর থেকে প্রাপ্ত- ১৯,৭২৫.০০(উনিশ হাজার সাতশত পঁচিশ) টাকা মাত্র (৩০/০৬/২০২০) তারিখে।	
০৪	প্রকাশনা	২,০০,০০০.০০		সদস্য ফি ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা মাত্র।	
০৫	বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ওয়েব সাইট ও সদস্যদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন	৫,০০,০০০.০০		বিজ্ঞাপন ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ টাকা মাত্র)	
০৬	অফিস সংস্কার ও মেরামত	১,০০,০০০.০০	মোট-৫১৮৩৫১৪.০০ (একান্ন লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশত চৌদ্দ) টাকা মাত্র	মোট-২৩,৯১,৮৮৯.০০ (তেইশ লক্ষ একানব্বই হাজার আটশত উননব্বই) টাকা মাত্র	
০৭	ইন্টারনেট ও টেলিফোন বিল	১৫,০০০.০০			
০৮	বার্ষিক সাধারণ সভা কর্মশালা বাবদ	১০,০০,০০০.০০			
০৯	গবেষণা বাবদ	৫,০০,০০০.০০			
১০	বিবিধ	১,০০,০০০.০০	মোট-৭৫,৭৫,২০৩.০০ (পঁচাত্তর লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দুইশত তিন) টাকা মাত্র		
	মোট	৫৮,৬৫,৪০০.০০			
		উদ্বৃত্ত	৩৭,০৯,৮০৩.০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ নয় হাজার আটশত তিন) টাকা মাত্র।		

তারিখ ঃ ০১.০১.২০২০

(ফাহিমা বেগম)

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের কার্যক্রম (২০১০-২০১৯)

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় বাইরে রেখে রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করে তাঁদেরকে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত করার জন্য নারী নেতৃত্ব বিকাশের কোন বিকল্প নেই। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকেই নারীর নেতৃত্ব বিকাশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। সংবিধানের ১৯,২৭,২৮ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার সুনিশ্চিত করার বিষয়ে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার রয়েছে। সংবিধানের ২৯ (১) অনুচ্ছেদে "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে" বিধানের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে নারী নিয়োগের সুযোগ পাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নারীবান্ধব পদক্ষেপ নারীর নেতৃত্ব বিকাশে ইতিবাচক অবদান রেখেছে এবং রাখছে। স্বাধীনতার পর পরই নন ক্যাডার সরকারি চাকুরিতে মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মেয়েদের পদচারণা শুরু হয় ১৯৮১-১৯৮২ সাল থেকে। সিভিল সার্ভিসে নারী দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ এবং বৈষম্যের শিকার হয়। কর্মক্ষেত্রে বিরাজমান চ্যালেঞ্জ এবং বৈষম্য সমাধানে নারী এককভাবে সমর্থ নন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এটি সমাধানের জন্য নারীর সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। এ সত্যটি অনুধাবন করে সরকার তথা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) নারী কর্মকর্তাদের নেটওয়ার্কিং এর বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দিক- নির্দেশনায় এবং UNDP এর আওতাধীন সিভিল সার্ভিস চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর পথ চলা শুরু হয়। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত সকল নারী কর্মকর্তার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি ও জেন্ডার ন্যায্যতা আনয়নে বৈষম্যমুক্ত কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় বিসিএস উইমেন

নেটওয়ার্ক। বিভিন্ন ক্যাডারে কর্মরত নারী সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, সহমর্মিতা ও একাত্মবোধ জাগ্রতকরণ এবং যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরিতে ওমেন নেটওয়ার্ক আজ এক পরিচিত নাম। সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সু পরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে আন্তঃক্যাডার সম্পর্কের ছোট চারা গাছটি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এই পথ পরিক্রমায় নেটওয়ার্ক নানা প্রতিকূলতা পাড় করেছে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা স্বত্বেও নেটওয়ার্ক কর্তৃক সম্পাদিত বেশ কিছু কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমানে নেটওয়ার্ক সকলের নিকট দৃশ্যমান।

২০১০-২০১৩ সালে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

জনপ্রশাসন প্রাক্তন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং (CSCMP) এর কারিগরী সহায়তায় বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর গঠন সংক্রান্ত ২ টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন ক্যাডার এর নারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ ২ টিতেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ইকবাল মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে ২৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখের কর্মশালায় সর্বসম্মতভাবে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক নির্বাহী কমিটি অনুমোদিত হয়। নির্বাহী কমিটিতে সুরাইয়া বেগম এনডিসি সচিব (ভারপ্রাপ্ত) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সভাপতি, নাসরিন আক্তার, উপসচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, মহা-সচিব এবং রাশিদা বেগম, উপসচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কোষাধ্যক্ষ সহ ২৮ ক্যাডার থেকে ১ জন করে সদস্য মনোনীত হন। সেসাথে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, সদস্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন Thematic area তে কাজ করার জন্য নিম্নোক্ত ৮ টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়ঃ

i. গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন উপ-কমিটি
ii. সদস্য সংগ্রহ উপ-কমিটি
iii. জেন্ডার গাইড লাইন এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন উপ-কমিটি
iv. বৈষম্যহীন কর্ম পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন উপ-কমিটি
v. ওয়েব সাইট প্রণয়ন এবং সদস্যদের ডাটাবেজ হালনাগাদ সংক্রান্ত উপ-কমিটি
vi. বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন উপ-কমিটি
vii. জেন্ডার অডিটিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন উপ-কমিটি
viii. নিউজলেটার / পাবলিকেশন উপ-কমিটি

গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও অনুমোদনঃ

নাছিমা বেগম, (তৎকালীন) যুগ্ম-সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কে আহ্বায়ক করে গঠিত ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পর পর কয়েকটি সভা করে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করে। নির্বাহী কমিটির ১৭/১১/২০১১ তারিখের সভায় উক্ত গঠনতন্ত্র কিছু সংশোধনী সহ অনুমোদিত হয়।

নির্বাহী কমিটির সভা

উপ-কমিটির সভা

রেজিস্ট্রেশনঃ গঠনতন্ত্র প্রণয়নের পর সংগঠনটির রেজিস্ট্রেশন এর অনুমতি চেয়ে ৩/০১৪/২০১২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করার প্রেক্ষিতে ২২/০১/২০১২ তারিখে উক্ত অনাপত্তি পাওয়া যায়। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ২৬/০২/২০১২ তারিখে "বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক" এর নামের সনদপত্র এবং ৭/৭/২০১৩ তারিখে নিবন্ধন সনদপত্র যার নম্বর- ঢ-০৯০৫৮ পাওয়া যায়।

নিবন্ধন সনদপত্র

জেন্ডার গাইডলাইন এবং বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত গাইড লাইনঃ

জেন্ডার গাইডলাইন এবং বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত ২টি উপ-কমিটি গাইড লাইনের খসড়া প্রণয়ন করে। প্রণীত খসড়ার উপর নির্বাহী কমিটির অনুমোদন গ্রহণ শেষে ৫ টি বিভাগীয় পর্যায়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে জেন্ডার গাইড লাইনটি চূড়ান্ত করা হয়। ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে Lunching of BCSWN & Gender Guidelines Handover Ceremony রূপসী বাংলা হোটেল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী প্রধান অতিথি, মেহের আফরোজ চুমকী এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আব্দুস সোবহান শিকদার, সচিব জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় বিশেষ অতিথি হিসেবে হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগম, এনডিসি কর্তৃক জেন্ডার গাইড লাইনটি জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আব্দুস সোবহান শিকদার বরাবর হস্তান্তর করা হয়।

Launching of
Bangladesh Civil Service Women Network &
Gender Guidelines Handover Ceremony

এই জেন্ডার গাইড লাইন পর্যালোচনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগ প্রধান সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বেশ কয়েকটি সভা করে। এটি বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিবেচনাধীন রয়েছে।

সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে খসড়া Training Module প্রণয়ন করার পর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে।

ওয়েব সাইটঃ

এই সংগঠনের একটি ওয়েবসাইট (www.bcswomen.net) চালু করা হয়েছে।

মিশন (Mission), ভিশন (Vision), অবজেকটিভস (Objectives) এবং লোগো (logo) নির্ধারনঃ

বাংলাদেশে এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়েছে যেখানে নারী ও পুরুষ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র সমান সুযোগ ও অধিকার লাভ করবে। মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের জেন্ডার বৈষম্য থাকবে না। রাষ্ট্র এবং গণজীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডে নারী-পুরুষ সমভাবে অংশ নেবে রাষ্ট্রীয় এই মূল নীতির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে বিসিএস

উইমেন নেটওয়ার্ক এর মিশন, ভিশন এবং অবজেকটিভস নির্ধারন করা হয়। উল্লেখ্য, এ সংক্রান্তে গঠিত উপ কমিটির মতামতের উপর নির্বাহী কমিটি চূড়ান্ত অনুমোদন করে যা নিম্নরূপ ঃ

মিশন (Mission)

Our mission is to facilitate the creation of a discrimination-free working environment for all female civil servants in Bangladesh.

ভিশন (Vision)

Discrimination-free working environment that brings gender equity into the Bangladesh Civil Service with equal opportunities for all female civil servants.

অবজেকটিভস (Objectives)

- Facilitate Government initiatives for creating a discrimination –free working environment for all female civil servants;
- Provide policy recommendations to the Government for ensuring gender equity in the Civil Service;
- Impart professional excellence in members;
- Enhance the capacity of members;
- Play an active role in implementing the commitments of the Government on gender-related issues under different international agreements and protocols.

লোগো (logo)

"Unity For Equity"- তে মূল লক্ষ্য বিবেচনায় বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের লোগো (logo) নির্ধারন করা হয়।

নিউজ লেটার প্রকাশঃ

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের বিভিন্ন কর্ম কান্ডের উপর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিউজ লেটার প্রকাশিত হয়।

Bangladesh Civil Service (BCS) Women Network

UNITY FOR EQUITY

About us

The Bangladesh Civil Service (BCS) Women Network was established in October 2010 with the support of United Nations Development Programme as an umbrella organization to look after the welfare of all female officers of the Bangladesh Civil Service. It is essentially a formal, non-political forum, focusing on identifying common problems faced by female officers in their working environment, along with the causes of these problems and possible solutions. The Network aims to provide policy recommendations to the Government and to undertake interventions to ensure gender equity in the Civil Service. It also intends to help building the capacity of female civil servants in Bangladesh, at par with international best practices.

Mission

Our mission is to facilitate the creation of a discrimination-free working environment for all female civil servants in Bangladesh.

Vision

A discrimination-free working environment that brings gender equity into the Bangladesh Civil Service, with equal opportunities for all female civil servants.

Objectives

- Facilitate Government initiatives for creating a discrimination-free working environment for all female civil servants;
- Provide policy recommendations to the Government for ensuring gender equity in the Civil Service;
- Impart professional excellence in members;
- Enhance the capacity of members;
- Play an active role in implementing the commitments of the Government on gender-related issues under different international agreements and protocols.

Mode of Operation

The BCS Women Network operates according to the provisions of its Constitution.

Members & Membership

All female officers of the Bangladesh Civil Service are eligible and welcome to become members of the BCS Women Network.

Around 1,000 members are registered to date.

Membership registration forms are available on line at www.bcswomen.net or through the Focal Points of the different cadre services.

Why Join the BCSWN

- BCSWN is the only official organisation advocating gender equality in the civil service
- BCSWN will engage in a policy level dialogue for gender related challenges at the work place
- BCSWN provides skills development opportunities to its members

Management and Organization

The Network is managed by different committees. The two major ones are the Executive Committee (EC) and the Advisory Committee (AC). The Executive Committee is responsible for the day-to-day operations of the Network. The Advisory Committee provides advice on strategic issues to the Network. A number of subcommittees on various thematic areas are also operational.

The Cadre Focal Points are designated to coordinate the activities of the Network within each cadre.

Leadership

At present, the Network is chaired by Ms Suraiya Begum ndc, Secretary, Ministry of Social Welfare.

Fundamental Guiding Principles

The BCS Women Network is guided by Article 29 of Section 3 of the Constitution of Bangladesh, which states:

- "There shall be equality of opportunity for all citizens in respect of employment or office in the service of the Republic";
- "No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth be ineligible for, or discriminated against in respect of any employment or office in the service of the Republic."

Progress

The BCS Women Network has undertaken several initiatives since its inception in October 2010. These include:

- Registration of the Network as a welfare organization has been completed;
- The first ever comprehensive Gender Guidelines for Bangladesh Civil Service has been finalized and submitted to the Ministry of Public Administration for implementation;
- A Gender Training Module for public sector senior managers has been developed;
- A website for the Network has been launched; and
- Several workshops and consultation meeting on various thematic areas were organized between 2010 and 2013.

Civil Service Change Management Programme

BCS Women Network, BIAM Foundation (4th Floor), 63 New Eskaton, Dhaka-1000
Tel: [illegible]
Website: http://www.bcswomen.net

BCSWN Newsletter

Issue: 02 November 2013

Message

I am really glad to know that the Bangladesh Civil Service Women Network (BCSWN) is going to publish a Newsletter. In this world of information and technology, communication through a medium like newsletter is time befitting. And it is very important to reach the target people in an effective manner. Therefore, I would like to applaud the initiative of BCSWN. I believe this initiative will help to explore more avenues for the network which will eventually connect more stakeholders in the process.

I hope the newsletter will be able to disseminate the existence of the network across the public sector and beyond. It will also help to advocate the best practices of gender equity and mainstreaming specially in the field of Public Administration. It is obvious that a scope for nurturing the innovative ideas and creativity of the female civil servants will also be ensured by this noble initiative.

I would like to thank the concerned subcommittee members for their valuable contribution in the process. I would also like to convey my gratitude to the Civil Service Change Management Programme and UNDP for their all out support in this regard.

I hope this publication will be uninterrupted and full of innovative orientations.

I wish this initiative a grand success.

Sucalya Begum ndc
Secretary, Ministry of Social Welfare &
Chairperson, BCS Women Network

Message

It is a great pleasure to be informed that the Bangladesh Civil Service Women Network (BCSWN) is going to publish a newsletter. Newsletter as communication material is no doubt an effective way of disseminating important messages among the stakeholders. Therefore, this initiative is a unique endeavor in the spectrum of Bangladesh Public Administration.

I believe the newsletter will create a common platform for the female civil servants to portray their creativity as well as their expectations.

I hope this initiative will not be confined with the periphery of female officers of the civil service rather will include the male colleagues in the coming years. I assume that the network will not be merely satisfied by publishing the newsletter instead they should emphasize on reaching the grass root target people with right kind of messages.

I would like to congratulate all the members of the Network on this auspicious occasion and want to convey my sincere thanks to the persons who were involved in the process.

I wish all the success of the initiative.

Dilruba
Additional Secretary
Ministry of Public Administration &
National Project Director, CSCMP

BCS Women Network at a Glance

The Bangladesh Civil Service (BCS) Women Network was established in October 2010 with the support of United Nations Development Programme as an umbrella organization to look after the welfare of all female officers of the Bangladesh Civil Service. It is essentially a formal, non-political forum, focusing on identifying common problems faced by female officers

in their working environment, along with the causes of these problems and possible solutions. It is an organization registered with the Ministry of Social Welfare. The Network aims to provide policy recommendations to the Government and to undertake interventions to ensure gender equity in the Civil Service. It also intends to help building the capacity of female civil servants in Bangladesh, at par with international best practices.

Achievements

- Registration of the Network as a welfare organization has been completed;
- The first ever comprehensive Gender Guidelines for Bangladesh Civil Service have been finalized and submitted to Ministry of Public Administration for implementation;
- A Gender Training Module for public sector senior managers has been developed;
- A website for the Network has been launched; and
- To date around one thousand members are now registered from different cadre services.

The mission of the Network is to facilitate the creation of a discrimination-free working environment for all female civil servants in Bangladesh. It envisions a

discrimination-free working environment that brings gender equity into the Bangladesh Civil Service, with equal opportunities for all female civil servants. The organization operates with the following objectives:

- To facilitate the Government initiatives for creating a discrimination-free working environment for all female civil servants;
- To provide policy recommendations to the Government for ensuring gender equity in the Civil Service;
- To instill professional excellence in members;
- To enhance the capacity of members;
- To play an active role in implementing the commitments of the Government on gender-related issues under different international agreements and protocols.

To date the Network has almost one thousand registered members from different cadre services. The Network is managed by different committees. The two major ones are the Executive Committee (EC) and the Advisory Committee(AC). The Executive Committee is responsible for the day-to-day operations of the Network. The Advisory Committee provides advice on strategic issues to the Network. A number of subcommittees on various thematic areas are also operational. Cadre Focal Points are designated to coordinate the activities of the Network within each cadre.

In the meantime the first ever comprehensive Gender Guidelines for the Bangladesh Civil Service have been finalized and handed over to the Ministry of Public Administration. It is expected that the Ministry of Public Administration will adopt the policy document soon. With a view to sensitize the gender related technical issues, the Network has developed a gender training module for public sector senior managers. To ensure its global presence a dedicated website (www.bcswomen.net) has been launched. The Network is working relentlessly as per its action plan with a view to fulfill its mandate.

Events

On Thursday, 29 August 2013, the Bangladesh Civil Service Women Network (BCSWN) was officially launched during an event that took place at the Ballroom of the Ruposhi Bangla Hotel, in Dhaka.

The ceremonial session attended by 200 participants was chaired by the Senior Secretary, Ministry of Public Administration, Mr Abdus Sobhan Sikder. The Honourable Speaker of the Bangladesh Parliament, Dr Shirin Sharmin Chaudhury, MP graced the ceremony as Chief Guest, the State Minister of the Ministry of Women and Children Affairs, Ms Meher Afroze Chumki, MP was the Special Guest. Ms Pauline Tamesis, UNDP Bangladesh Country Director also participated in the event as the Guest of Honour.

On this occasion the BCSWN announced their official registration with the Department of Social Services (DSS) under the Ministry of Social Welfare (obtained 8 July 2013), allowing the Network to work independently on issues of gender equity in the Civil Service. At the same time, the Network launched its website with the Chief Guest, Dr Shirin Sharmin Chaudhury, MP presenting it to the audience. In addition, the Chairperson of BCSWN, Ms Suraiya Begum ndc handed over the first ever comprehensive Gender Guidelines for the Bangladesh Civil Service to Mr Abdus Sobhan Sikder, Senior Secretary of the Ministry of Public Administration for their consideration and eventual implementation.

The introduction and establishment of the BCS Women Network is a great opportunity to introduce gender equity in the Bangladesh Civil Service, helping it to turn to one of the most modern and gender sensitive Civil Services in Asia. Additionally, it will allow for setting up a supporting platform in mainstreaming gender related issues in various Government and non-government organizations, thus assisting in women empowerment at every level in the country.

Creative Window

নারী

[illegible]

"If women are expected to do the same work as men, we must teach them the same things."
- Plato, The Republic

MALALA

Dr. Sahida Akter
Deputy Secretary

Women can do anything
You have proven it once again
Your world is that you create yourself
Deadly bullet could not stop your step
You are really brave courageous advocate
Have shown the world how to defy death
in achieving rights
You shone light in the heart of womanhood
I am Malala - a slogan, hope and dream of
changing world.

Global Story

Global Gender Gap Report 2013

The Global Gender Gap Index is a framework for capturing the magnitude and scope of gender-based disparities and tracking their progress. The Index benchmarks national gender gaps on economic, political, education and health-based criteria, and provides country rankings that allow for effective comparisons across regions and income groups, and over time. The rankings are designed to create greater awareness among a global audience of the challenges posed by gender gaps and the opportunities created by reducing them.

The Index is designed to measure gender-based gaps in access to resources and opportunities in individual countries rather than the actual levels of the available resources and opportunities in those countries. The Index is constructed to rank countries on their gender gaps not on their development level. Bangladesh has made remarkable progress. It has moved up to position 75 in 2013, from position 86 in 2012.

Rank	Country	Region	Score of 2013
1	Iceland	Europe	0.8731
2	Finland	Europe	0.8421
3	Norway	Europe	0.8417
4	Sweden	Europe	0.8129
5	Philippines	Asia	0.7832
55	Sri Lanka	South Asia	0.7019
75	Bangladesh	South Asia	0.6848
93	Bhutan	South Asia	0.6651
101	India	South Asia	0.6551
121	Nepal	South Asia	0.6053
135	Pakistan	South Asia	0.5459

The table is sorted according to the 2013 ranking. The highest possible score is 1 (equality) and the lowest possible score is 0 (inequality).

Source: http://www.weforum.org

Chief Editor
Zikrur Reja Khanam
Sub-Editors
Nasima Begum
Dr. Sahida Akter
Shirazi Ruby
Mohammad Kamrul Hasan
Design & Graphics
Hiranmay Chanda

Contact
BCS Women Network
BIAM Foundation (4th floor)
63 New Eskaton, Dhaka
Tel: (+88-02) 9362201 (O)
Fax: (+88-02) 8311753
bcswomennetwork@gmail.com
www.bcswomen.net

Civil Service Change Management Programme
UNDP Bangladesh

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১২ উদ্‌যাপনঃ

বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মহীয়সী নারীদের জন্য উৎসর্গীকৃত দিবস সমূহ পালন করে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনসহ নারী কর্মকর্তাদের অনুপ্রাণিত করা বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের অন্যতম কাজ। একটি দেশের সুষম ও স্থায়িত্বশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। নারীর সম্পৃক্ততা ছাড়া এই উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে চলে সরকারি লেঠেল বাহিনীর দমনপীড়ন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোর্ক্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্ব প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়। ক্লারা ছিলেন জার্মান রাজনীতিবিদ, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের এক জন। এর পর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বৎসর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারীদের সম অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হবে। দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ পালিত হতে লাগল। অতঃপর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে 'নারী বর্ষ' ঘোষণা করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ৮ মার্চ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সংগ্রামী নারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনে নারীরা নিজেদের জীবন দিয়ে সকল নারীর অধিকার আদায়ের সূচনা করে গেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর ৮ মার্চ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে।

উল্লেখ্য ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন থিমেটিক বিষয়ে আন্তঃ মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা এবং মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত সময়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলোঃ

- নেটওয়ার্কের বিভিন্ন কমিটি অনুমোদন;
- নেটওয়ার্কের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, মিশন, ভিশন এবং অবজেকটিভ নির্ধারন;
- লোগো নির্বাচন;
- নেটওয়ার্কের নাম সহ রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন;
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের জন্য জেন্ডার গাইড লাইন প্রণয়ন এবং সরকারের কাছে হস্তান্তর;
- জেন্ডার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এ বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত গাইড লাইনের খসড়া প্রণয়ন;
- ওয়েবসাইট প্রণয়ন;
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিউজলেটার প্রকাশ;
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১২ উদযাপন;

নেটওয়ার্ক কর্তৃক গৃহীত ২০১৪ সালের কার্যক্রম

গত ১৮/০৩/২০১৪ তারিখে Gender Training Module for the Public Sector Senior Managers এর মতামত সংগ্রহের জন্য বিয়াম ভবনে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, সচিব, বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি বিসিএস ইউমেন নেটওয়ার্ক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় প্রায় ৩০০ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

Consultation Workshop
Gender Training Module for the Public Sector Senior Managers
Bangladesh Civil Service Women Network

বার্ষিক সাধারণ সভাঃ

বিগত ২৪/০৫/২০১৪ তারিখে নেটওয়ার্কের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা পুলিশ কনভেনশন হল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম ইসমত আরা সাদিক, এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা এবং সারাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ৫১০ সদস্যের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নরূপঃ

ক) ২০১৪ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন

খ) ২০১৩ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব এবং ২০১৪ সালের সম্ভাব্য বাজেট অনুমোদন

গ) গঠনতন্ত্র অনুমোদন এবং ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতির ২টি পদের পরিবর্তে ৩টি পদ অনুমোদন পূর্বক ২০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি অনুমোদনের মাধ্যমে গঠনতন্ত্র সংশোধন।

ঘ) ২০ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে নির্বাহী কমিটির নিয়মিত ২টি সভা (১৭/০২/২০১৪, ২৮/০৮/২০১৪) আহ্বানসহ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নেটওয়ার্ক কর্তৃক গৃহীত ২০১৫ সালের কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৫ উদযাপনঃ

বিগত ০৮/০৩/২০১৫ তারিখে মুক্তি হল, বিদ্যুৎ ভবন, ঢাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন ড. নাসিম আখতার হোসাইন, অধ্যাপক, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের গুরুত্ব এবং নারীদের বর্তমানে করণীয় প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগম এনডিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাডারের ২৫০ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৫

নেটওয়ার্কের অফিস স্থান বরাদ্দ প্রাপ্তি

গত ২৯/০৪/২০১৪ তারিখ ৪৩, কাকরাইল, ঢাকাস্থ পরিত্যক্ত এনেক্স ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট ভবনটির নীচতলার অফিস স্থান হিসেবে সরকারী আবাসন পরিদপ্তর হতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। গত ১৬/০৪/২০১৫ তারিখ ভবনটির নীচতলার অফিস স্থান হিসেবে আবাসন পরিদপ্তর থেকে দখলভার বুঝে নেওয়া হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়,
গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ,
১৭-১২ তলা সরকারী অফিস ভবন,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দখল হস্তান্তর ও গ্রহণ পত্র

অদ্য ১৬/৪/১৫ইং তারিখ বাড়ী নং- ৪৩, কাকরাইল ঢাকাস্থ পরিত্যক্ত এনেক্স ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ৩(তিন) তলা বিশিষ্ট ভবনটির নীচতলার ১৫০০ বর্গফুট কম/বেশী অফিস স্থান বরাদ্দ সংক্রান্ত সরকারী পরিত্যক্ত বাড়ীটি পূর্ত মন্ত্রণালয়/সরকারী আবাসন পরিদপ্তরের স্মারক নং-এএ-[illegible] তারিখ-০৭-০৪-২০১৫ইং নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ঢাকা এর স্মারক নং-রক্ষণাবেক্ষণ/ঢাকা /__________ তারিখ-__________ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ উপ-বিভাগ-৩, ঢাকা এর স্মারক নং-এস, এস-__________ তারিখ-.................... নির্দেশ মোতাবেক উপরোক্ত বাড়ীটির খালি দখলভার উহার বরাদ্দ প্রাপক সভাপতি, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস উইমেন নেটওয়ার্ক, ৪৩, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ ঢাকা/ তাহাকে এর নিকট হইতে নিম্ন লিখিত মালামালসহ খালি দখলভার বুঝাইয়া দেওয়া হইল / বুঝিয়া লওয়া হইল।

মালামালের তালিকাঃ

১.	কমোড লো-ডাউন	১টি
২.	প্যান	×
৩.	বেসিন মিরর ব্রাকেট	১টি
৪.	গ্লাস সেলফ	১টি
৫.	বিবকক	১টি
৬.	সোপকেস	×
৭.	কিচেন সিংক	×
৮.	টাওয়াল রেল	×
৯.	মিরর	১টি
১০.	ফ্যান রেগুলেটর সহ	২টি
১১.	টিউব লাইটের সেট	×
১২.	লাইট সেট	×
১৩.	বৈদ্যুতিক মিটার	×
১৪.	পানির পাম্প	১টি

[illegible]-১৫
দখলভার হস্তান্তরকারী

[illegible]

১৬.৪.১৫
দখলভার গ্রহণকারী

HARUN-OR-RASID
Office Coordinator
BCSWN

স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রোগ্রামঃ

দেশে প্রতিবছর ১ লাখ ২২ হাজার মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং ৯১ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যান। এর মধ্যে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন প্রায় ১৫ হাজার নারী এবং মারা যান প্রায় ৭ হাজার জন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী নারীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের অবস্থান দ্বিতীয়। দিন দিন এই ক্যান্সারের ভয়াবহতা এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে। সঠিক সময়ে ক্যান্সার শনাক্ত করা গেলে এবং সঠিক চিকিৎসা পেলে অসংখ্য অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু বহুলাংশেই এড়ানো সম্ভব এবং দেশকে অপূরনীয় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এ সচেতনতার অভাব বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীদের মধ্যে বিদ্যমান। কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের স্তন ক্যান্সার বিষয়ে সচেতন করা এবং সঠিক সময়ে ক্যান্সার নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি। Cervical and Breast Cancer সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ০৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে সেগুনবাগিচাস্থ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এক Orientation সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। Cervical & Breast Cancer Screening Program in Bangladesh বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক আশরাফুন্নেসা এবং Facts about Breast Cancer বিষয়ে পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সুরাইয়া বেগম এনডিসি, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

এছাড়াও, ২০১৫ সালে নির্বাহী কমিটির ৫টি সভা (০৭/০৪/২০১৫, ০৮/০৭/২০১৫, ১২/০৮/২০১৫, ০৪/১১/২০১৫, ১৫/১২/২০১৫) অনুষ্ঠিত হয়।

নেটওয়ার্ক কর্তৃক গৃহীত ২০১৬ সালের কার্যক্রম

সার্ভিকাল এন্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রীনিং প্রোগ্রামঃ

সারা দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনরত নারী কর্মকর্তাদের স্তন ক্যান্সার বিষয়ে সচেতন করার চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিক অংশ হিসেবে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল সেন্টার ফর সার্ভিক্যাল এন্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রীনিং এন্ড ট্রেনিং প্রকল্প) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় গত ২০ জানুয়ারি ২০১৬ এবং ২৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে দুইটি "সার্ভিক্যাল এন্ড ব্রেষ্ট ক্যান্সার স্ক্রীনিং ক্যাম্প" বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পে নেটওয়ার্কের প্রায় ৩০০ জন সদস্য স্ক্রিনিং টেস্ট করেন।

৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন:

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ১৩/০২/২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (BICC) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সে সাথে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ, ইসমাত আরা সাদিক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী, মতিয়া চৌধুরী কৃষি মন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের অংশ বিশেষ

আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, আমাদের সহকর্মী বৃন্দ, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের প্রিয় সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত সুধী মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম

আজ ১লা ফালগুণ, ফালগুণ মাস আসলেই আমাদের মনটা একটু বেশি রোমান্টিক হয়ে যায়, কাজেই ফাগুনের শুভেচ্ছা সবাইকে জানাচ্ছি। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস উইমেন নেটওয়ার্কের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত

আজকের অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত রয়েছেন সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ফাগুনে যেমন আমাদের ভিতরে একটা আনন্দ, উৎসব, রঙের খেলা শুরু হয় ঠিক পাশাপাশি আবার এই ফেব্রুয়ারি মাসই আমাদের ভাষা আন্দোলনের মাস। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেবার জন্য যে আন্দোলন ১৯৪৮ সালে শুরু হয়েছিল, ৪৮ সালের ১১ই মার্চ থেকে যে আন্দোলনের শুরু, সেটাই পরিণতি লাভ করে ৫২ সালের এই একুশে ফেব্রুয়ারী। ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালির বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করে। আমরা যাদের হারিয়েছি আবার তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আমাদের এই অর্জন। ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই আমাদের স্বাধীনতা। বাঙ্গালী জাতি হিসেবে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাবে, মর্যাদা পাবে, এই আন্দোলন সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ সবকিছুই অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের অর্জন করতে হয়েছে। আমি তাই প্রথমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা ৩০ লক্ষ শহীদ রক্ত দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখ মা বোন তাদের জীবনের সবথেকে অমূল্য সম্পদ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন নির্যাতিত হয়েছিলেন তাদের প্রতিও আমি শ্রদ্ধা জানাই। কারন তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি এবং যাঁর নেতৃত্বে আমাদের ভাষা আন্দোলন সেই ৪৮ থেকে শুরু এবং ৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করে স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি সেই মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে আমাদের নারীরাও কিন্তু পিছিয়ে থাকেনি সেখানেও কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। আমাদের নারী সমাজের উন্নয়ন এটাই সবসময় আমরা বলে থাকি এবং আমরা নারীদের অধিকারের কথা বলি। আমাদের কথা বলে গেছেন কবি নজরুল "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণ কর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর" কাজেই যা কিছু অর্জন সেখানে কিন্তু নারীদের অবদান রয়েছে তার পরেও সমাজে অনেক সময় বৈষম্যের শিকার হয় আমাদের নারী সমাজ। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দেবে অধিকার হে বিধাতা"। কাজেই আমরা যখন অর্জনের কথা চিন্তা করি, সেখানে যেমন আমরা পাই আমাদের প্রতিটি নারীর অবদান। আবার বৈষম্যের শিকারও আমাদের হতে হয়।

আমাদের সমাজের প্রায় অর্ধেক-ত নারী। একটি সমাজ কখনই উন্নত হতে পারে না, যদি সমাজের এই অর্ধেক অংশ অনুন্নত থাকে। কারন অর্ধেক অংশকে অনুন্নত রেখে একটি সমাজ বা রাষ্ট্র কিভাবে উন্নত হতে পারে জন মানুষের ভিতরে সেই সচেতনতা তুলে ধরা এটা একান্ত ভাবে প্রয়োজন এবং মানুষকে এ ব্যাপারে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করা। বাংলাদেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান। ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম। ইসলাম ধর্ম প্রথম যিনি প্রথম গ্রহণ করেছিলেন তিনি কিন্তু ছিলেন একজন নারী বিবি খাদিজা। কাজেই বিবি খাদিজা প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরই হাত ধরে কিন্তু আজ এই ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষের বিকাশ, আবার ইসলাম ধর্মের জন্য যে জিহাদ হয়েছিল সেই জিহাদে যিনি জীবন দিয়েছিলেন তিনিও কিন্তু প্রথম শহীদ একজন নারী বিবি সুমাইয়া। আমাদের নবী করিম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে বিবি আয়েশা রণক্ষেত্রে থাকতেন যুদ্ধে অংশ নিতে। ইসলাম ধর্ম এমন একটি ধর্ম, একমাত্র ধর্ম পৃথিবীতে যে ধর্মে মেয়েদের সম্পদের অধিকার যেমন পিতার সম্পদের অংশীদার করেছে এবং স্বামীর সম্পদের অংশীদারও করেছে। অন্য কোন ধর্মে কিন্তু এই অংশীদারিত্ব দেওয়া নাই। কাজেই অনেক সময় ধর্মের নাম করেও আমাদেরকেও পর্দার আড়ালে রাখার চেষ্টা করা হয় সেখানে আমি বলব সেই অচলায়তন ভেঙ্গেছিলেন বেগম রোকেয়া। মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তিনি যদি সে সময় মেয়েদের শিক্ষার দ্বার উন্মোচন না করতেন আমরা কিন্তু আজ এত দূর আসতে পারতাম না।

আজকে আমাদের বাংলাদেশের কথাই বলি। ৯৬ সালে যখন আমি সরকার গঠন করি তখন আমি এসে দেখলাম আমাদের মেয়েরা যারা সরকারী চাকরি করেন সেখানে তাদের অনেকেরই প্রোমোশনের ব্যাপারে অনেক বাধা; তবে আমি মনে করি এই যে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক একটা সংগঠন গড়ে উঠছে আজকে তার পাঁচ বছর পূর্তী। ২০১০ সালে এই সংগঠন আসলে সুসংগঠিত না হলে কোন দাবি আদায় করা যায় না এটা হলো বাস্তব। কাজেই সে দিক থেকে আমি মনে করি যে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যথেষ্ঠ কাজ করে যাচ্ছে এবং নারীদের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে নারীদের সম্পর্কে সেটাও অনেকটা দূর করতে সক্ষম হবে। আমরা যে নিজেরা পিছিয়ে নেই সেটা দেখব। ৯৬ সালে যখন আমি সরকারে আসলাম আমি দেখলাম আমাদের ডিসির পদে কোন মহিলা নাই, এসপির পদে কোন মহিলা নেই, হাই কোর্ট সেখানে কোন বিচারপতি মহিলা নেই, মানে উচ্চ স্থানে নেই এমনকি আমাদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী সেখানেও কোন মহিলা নেই। একটা যেন ধারণাই ছিল যে সব যায়গায় মেয়েদের পদায়ন করলে তারা পারবেনা। আমার মনে আছে এ নিয়ে আমাকে রীতিমত অনেক তর্ক বিতর্ক করতে হয়েছে। যখন আমি প্রথম ডিসি হিসেবে মেয়েদেরকে পদায়ন করলাম তখন। আর যখন এসপি বানাতে গেলাম তখন যে কত বাঁধা অনেকে বলল মেয়েরা এসপি হয়ে আবার কি করবে। কিন্তু সে মেয়েরাই কিন্তু তাদের দক্ষতার পরিচয় ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছে সে জন্য আমি অভিনন্দন জানাই। আজকে মেয়েরা পিছিয়ে নেই কিন্তু এ সময়টা সবসময় ছিল না। খেলাধূলার প্রতি আপনারা জানেন যে আমার সবসময় আগ্রহ বেশি। ক্রিকেট, ফুটবল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় মেয়েরাও আসুক। আমরা মেয়েদের একটা টিম করলাম প্রমিলা ফুটবল টিম। কিন্তু রাজশাহীতে যখন এই খেলা হবে প্রচণ্ড বাধা সেখানে; কিন্তু মেয়েরা খেলতে পারে নাই এই দিনও আমাদের দেখতে হয়েছে। তবে এখন আর সেই দিন নাই। এখন খেলাধুলা সবকিছুতেই মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে.....

.....

আমি বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সকল সদস্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা

করি এবং এ সংগঠনটা আরো উত্তরোত্তর সমৃদ্ধশালী হোক সেই কামনা করে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আপনাদের এই ধৈর্য্যধরে আমার বক্তব্য শুনার জন্য আবারও আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

- প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নেটওয়ার্কের এক হাজারের অধিক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। রাতের খাবার শেষে ৯.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। দুপুর ৩.০০ ঘটিকা থেকে শুরু হয়ে রাত ৯.০০ ঘটিকা পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরো অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং তাঁর সানুগ্রহ উপস্থিতি নেটওয়ার্কের সদস্য বৃন্দকে উজ্জীবিত করে। একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তিনি নেটওয়ার্কের নির্বাহী কমিটি সহ সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২০১৬

২০১৬
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী

২০১৬

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৬ উদযাপনঃ

০৮/০৩/২০১৬ তারিখে মুক্তি হল, বিদ্যুৎ ভবন ঢাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬ উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মতিয়া চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় বিশেষ অতিথি, হিসেবে ইসমাত আরা সাদেক, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জনাব মাহবুব আহমেদ, সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। ৩০০ এর অধিক জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রোগ্রামে নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় সভাপতিত্ব করেন।

ক নারী দিবস ২০১৬

২০১৬

সীড মানি প্রাপ্তিঃ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের অনুকূলে জুন/২০১৬ মাসে অর্থ বিভাগের অপ্রত্যাশিত ব্যয় ব্যবস্থাপনা খাত হতে ৫.০০ কোটি টাকা সীডমানি হিসেবে পাওয়া যায়। উক্ত অর্থ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের নামে গত ৩০/০৬/২০১৬ তারিখে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকার ১ (এক) বছর মেয়াদী ৫.৫০% হার সুদে একটি এফডিআর (এফ. ডি. আরনং- FDR-100/AB 0723218/10032) জনতা ব্যাংক, নবাব আবদুল গণি রোড, ঢাকা শাখায় খোলা হয় যা প্রতি বছর পুনরায় নবায়ন করা হচ্ছে।

আয়কর বিষয়ক সেমিনারঃ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও গোল্ডেন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমার অগ্রিম প্রস্তুতি ও রিটার্ন তৈরির পদ্ধতি বিষয়ক সেমিনার গত ২৯/০৯/২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেটওয়ার্কের প্রায় ১০০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত ক্যাডারভিত্তিক তথ্যঃ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত বিভিন্ন ক্যাডারের ক্যাডারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপ কার্যক্রমে ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	মহিলা	পুরুষ	শতকরা হার
১	বিসিএস (প্রশাসন)	৪৮০৬	১০২৫	৩৭৮১	২১%
২	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	২৩৪	০৪	১০৪	১.৭%
৩	বিসিএস (কৃষি)	৩২০৪	২৪৫	১৩২০	৭.৬%
৪	বিসিএস (বন)	৭৯	০৬	৬২	৭.৫%
৫	বিসিএস (মৎস্য)	১২৮৫	৯৪	১১৮৩	৭.৩%
৬	বিসিএস (প্রাণীসম্পদ)	১৫৩৯	১৩৭	১২৮৯	৪.৯%
৭	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)	১২০০১	৩২২৫	৮৭৭৬	২৭%
৮	বিসিএস (কারিগরী শিক্ষা)	৭২২	২৯	৩৯৪	৪%
৯	বিসিএস (ইকোনমিক)	৫৩০	১০৬	৩৪৪	২০%
১০	বিসিএস (বাণিজ্য)	৩২	০১	১৭	১%
১১	বিসিএস (পরিসংখ্যান)	১৬৩	১৬	৭৩	৯.৮%
১২	বিসিএস (তথ্য)	৮৩৫	৪৮	৬০৪	৫.৭%
১৩	বিসিএস (জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল)	১৩৬	০৮	২৬	৫.৯%
১৪	বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)	৬৫৭	৫০	৪১৩	৭.৬%
১৫	বিসিএস (টেলিযোগাযোগ)	৫৪৬	০৮	৩৮৮	১.৫%
১৬	বিসিএস (অডিট এন্ড একাউন্টস)	৩৫৫	৭২	-	২০%
১৭	বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী)	৬৫৮	৯২	৩৪৩	১৪%
১৮	বিসিএস (কর)	৯১৪	১০৩	৪৮০	১১.২%
১৯	বিসিএস (পররাষ্ট্র)	২৯২	৫৫	২১৮	১৯%
২০	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	১৪০১০	২৩৬৫	৭৪৬৯	১৭%
২১	বিসিএস (তথ্য-সাধারণ)	২১২	৩৭	১৪৬	১৭.৪%
	বিসিএস (তথ্য-বেতার)	৬৫৭	৮০	৩২২	১২%
২২	বিসিএস (ডাক)	১১৪	২২	১১৯	১১.৩%

২৩	বিসিএস (পুলিশ)	২৫১০	২৩২	১৯৬১	৯%
২৪	বিসিএস (আনসার)	৩১৬	১৬	-	৫%
২৫	বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	৬৬	০৯	৫৩	১৩%
২৬	বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	২৩৯	১৪	২০৮	৯%
২৭	বিসিএস (সমবায়)	১৯১	১৭	১৩১	৯%
২৮	বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)	৩৫৩	৪৬	১৬৩	১৩%
	মোট	৪৭,৮৩৫	৮,১৬২	৩০,৩৮৭	১৭%

এছাড়াও, ২০১৬ সালে নির্বাহী কমিটির ৬ টি সভা ((০২/০১/২০১৬, ১২/০১/২০১৬, ২৪/০২/২০১৬, ১৭/০৪/২০১৬, ০২/০৮/২০১৬, ২৭/১২/২০১৬)) অনুষ্ঠিত হয়।

নেটওয়ার্ক কর্তৃক গৃহীত ২০১৭ সালের কার্যাবলী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপনঃ

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৭ মুন্সিগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার প্রায় ৭০০ সদস্যের উপস্থিতিতে উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠানে নারী দিবসের আলোচনার পাশাপাশি পিঠা উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসক বেগম সায়লা ফারজানার আমন্ত্রণে উক্ত অনুষ্ঠানটি মুন্সিগঞ্জে উদযাপন করা হয়।

আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠা

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালাঃ

বিগত কয়েক বছর ধরে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়াদের মধ্যে দিন দিন নারীর সংখ্যা বাড়ছে। ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে যে ২০২০ জন নিয়োগ পেয়েছেন তাদের মধ্যে ৬৯৯জনই নারী। শতকরা হিসেবে যা ৩৪.৬ শতাংশ। কেবল সংখ্যায় নয়, শিক্ষা ক্যাডার ব্যাতীত ২০টি ক্যাডারে নিয়োগ পরীক্ষার ৮টিতেই প্রথম হয়েছেন নারী। আর শিক্ষার ৩০টি বিভাগের মধ্যে ১৩টিতেই প্রথম হয়েছেন নারী প্রার্থী। এছাড়া প্রথম ১০ কর্মকর্তার মধ্যে নারী ৬ জন। বর্তমানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নারী কর্মকর্তার হার ১৭%। এটিকে আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের জন্য "বিসিএস পরিক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালার" অংশ হিসেবে গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে বিসিএস পরিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কিত একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রায় ৮০০ ছাত্রীর উপস্থিতিতে উক্ত ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। পর্যায়ক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য মেয়েদের হলে এ কর্মশালা আয়োজন করার কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।

এস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালা
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালা

বিসিএস

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালা

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালা

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি

BCSWN
বাস

ঈদ পুনর্মিলনী ২০১৭ উদযাপনঃ

০৯/০৭/২০১৭ তারিখে মুক্তি হল, বিদ্যুৎ ভবন, ঢাকায় ঈদুল ফিতর পরবর্তী ঈদ পুনর্মিলনী ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব মোঃ শফিউল আলম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বিশেষ অতিথি জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ এবং জনাব মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৩০০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে আলোচনা অনুষ্ঠানসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

ঈদ পুনর্মিলনী ২০১৭

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ঃ

পাহাড়ি ঢলে সিলেট বিভাগের বেশির ভাগ এলাকায় আগাম বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ নারী শিশুদের সাহায্যের জন্য নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মতে সিলেট বিভাগীয় কমিশনার ড. মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম বরাবর ১.০০ (এক লক্ষ) টাকার চেক হস্তান্তর করা হয় গত ১৭/০৭/২০১৭ তারিখে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান ঃ

গত ২৭/০৯/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির সভায় মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের আর্থিক সহায়তা হিসেবে ১.০০ লক্ষ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নেটওয়ার্কের মহাসচিব নাসরিন আক্তার, মিয়ানমার থেকে আগত শরণার্থী ক্যাম্প সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। নারী এবং শিশু শরণার্থীদের দুর্গতির কথা বিবেচনায় এনে নেটওয়ার্ক এর ফান্ড থেকে ১.০০ (এক লক্ষ) টাকা এবং UNICEF এর সাথে যোগাযোগ করে তাদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ৫০০ বক্স স্বাস্থ্য কীট বিতরণ করা হয় নভেম্বর ২০১৭ মাসে। টেকনাফ ক্যাম্পে উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি প্রধান অতিথি এবং নেটওয়ার্কের মহাসচিব নাসরিন আক্তার সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এবং আবুল কালাম আজাদ RRC কমিশনার উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৭ উদযাপনঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অডিটোরিয়াম; কাকরাইল - এ গত ২৪/১০/২০১৭ তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বেগম মেহের আফরোজ চুমকী, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং রেক্টর বিপিএটিসি ও সরকারের সচিব ড. এম আসলাম আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগম এনডিসি, সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ৪৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী পর্বে অতিথিবৃন্দের সাথে সিভিল সার্ভিসে নব যোগদানকৃত একজন সদস্য বেগম রুবাইয়া ইয়াসমিন, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সিরাজগঞ্জ তাঁর অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

২য় পর্বে নেটওয়ার্কের কার্যক্রম, বাজেট পর্যালোচনাসহ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ব্যয় অনুমোদন;

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেট অনুমোদন;

গ) গঠনতন্ত্রের ১১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদ এর গঠন এর সংশোধনপূর্বক ১ জন যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষের পদ বৃদ্ধি করে মোট ২১ (একুশ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন;

ঘ) ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদন;

ঙ) ১০ সদস্য বিশিষ্ট নতুন উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন।

এছাড়াও ২০১৭ সালে নির্বাহী কমিটির ৫ টি সভা (১১/০১/২০১৭, ২৮/০২/২০১৭, ২৭/০৯/২০১৭, ১১/১০/২০১৭, ৯/১১/২০১৭) অনুষ্ঠিত হয়।

নেটওয়ার্ক কর্তৃক গৃহীত ২০১৮ সালের কার্যাবলী

শীত বস্ত্র বিতরন ঃ

উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে শীতের প্রকোপে জনজীবন বিপর্যস্থ হওয়ায় নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে ৫ টি জেলার প্রতিটিতে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা করে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদানের নির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মতে সিরাজগঞ্জ, নাটোর, মৌলভীবাজার, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর জেলার জেলা প্রশাসক এবং উপদেষ্টা, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক, জেলা কমিটি বরাবর টাকা প্রেরিত হয় গত ২৫/০১/২০১৮ তারিখে। সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নে প্রদর্শিত হলো ঃ

মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসক সায়লা ফারজানা কর্তৃক শীত বস্ত্র বিতরণ

নাটোর জেলা প্রশাসক শাহিনা খাতুন কর্তৃক প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ

মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক মোঃ তোফায়েল কর্তৃক শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮ উদযাপন ঃ

২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক নারীদিবস ১১/০৩/২০১৮ তারিখে মুক্তি হল, বিদ্যুৎ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ প্রধান অতিথি এবং মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব নজিবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি মুক্ত আলোচনায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনার মাধ্যমে এটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগম এনডিসি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে নেটওয়ার্কের প্রায় ৩০০ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

সদস্যদের আইডি কার্ড প্রস্তুত এবং বিতরন ঃ

সদস্যদের পরিচিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁদের তথ্য সম্বলিত আইডি কার্ড প্রস্তুত করা হয় এবং গত ২ জুলাই ২০১৮ তারিখে নির্বাহী কমিটির সভায় এটি অনুমোদনপূর্বক এর উদ্বোধন করা হয়। আইডি কার্ড বিতরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালা ঃ

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালা কার্যক্রম চালু করা হয়। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় গত ২৭/১০/২০১৮ তারিখে লালমাটিয়া মহিলা কলেজে বিসিএস পরিক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মহিলা শিক্ষার্থীদের বিসিএস পরিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন আ ই ম নেছার উদ্দিন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ঢাকা। বেগম মুনিয়া চৌধুরী, সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত তাঁর অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। উক্ত কর্মশালায় প্রায় ৭০০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

ও লালমাটিয়া মহিলা কলেজ

স্কাউট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম ঃ

স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি শিক্ষামূলক, অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। ছেলেদের পাশাপাশি স্কাউটিং কার্যক্রমে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ স্কাউটস বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় স্কাউটিং কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ সমহারে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহযোগিতায় বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যদের জন্য ০৮/১২/২০১৮ তারিখে মুক্তি হল, বিদ্যুৎ ভবনে অর্ধদিবসব্যাপী একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। মুখ্য সমন্বয়ক, এস ডি জি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১৫৭ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও, ২০১৮ সালে নির্বাহী কমিটির ৫ টি সভা (২৪/০১/২০১৮, ২৮/০২/২০১৮, ০২/০৭/২০১৮, ২৪/০৯/২০১৮, ০২/১২/২০১৮) অনুষ্ঠিত হয়।

নেটওয়ার্ক কর্তৃক গৃহীত ২০১৯ সালের কার্যাবলী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ঃ

পর পর তিনবার জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার মাধ্যমে তিনবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনাকে** ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় গত ০২/০১/২০১৯ তারিখে।

WBB Trust এর সাথে মতবিনিময় সভা ঃ

Work for a Better Bangladesh Trust দীর্ঘদিন তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের ৩৪% লোক তামাক ব্যবহার করে এবং প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে ১ লক্ষ ৬২ হাজারেরও বেশি লোক মারা যায়। সামাজিক এই ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ এ বিষয়ে নেটওয়ার্কের করণীয় সংক্রান্তে WBB Trust এর সহযোগিতায় নেটওয়ার্কের নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। ২৭/০২/২০১৯ তারিখে নেটওয়ার্কের অফিস কক্ষে। নেটওয়ার্কের ৩০ জন সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা বিভাগীয় ওয়ার্কশপ ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদযাপন ঃ

Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়নসহ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তাদের অধিকতরভাবে সম্পৃক্ত করা সংক্রান্ত ঢাকা বিভাগীয় ওয়ার্কশপ এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ যুগপৎভাবে ২৮/০৪/২০১৯ তারিখে মুক্তি হল, বিদ্যুৎ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। SDG বিষয়ে পেপার উপস্থাপন করেন ফারহিনা আহমেদ, যুগ্মসচিব অর্থ বিভাগ। ৪২০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে প্রোগ্রামটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের যুগ্ম মহাসচিবকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন ঃ

মিরপুর পুলিশ স্টাফ কলেজ এর সম্মানিত রেক্টর (অতিরিক্ত আইজিপি) বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর যুগ্ম মহাসচিব রৌশন আরা বেগম এনডিসি কঙ্গোতে মিশন পরিদর্শনকালে গত ০৫-০৫-২০১৯ তারিখে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়। গত ০৯-০৫-২০১৯ তারিখে তাঁর মরদেহ দেশে নিয়ে আসা হলে মরহুমার কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পন করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উদযাপন ঃ

অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ২৯/০৮/২০১৯ তারিখে শোক দিবস ২০১৯ উদযাপন করা হয়। অর্থ বিভাগের সচিব জনাব রউফ তালুকদার উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগম এনডিসি এর সভাপতিত্বে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নেটওয়ার্কের প্রায় ১০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

JDS প্রোগ্রাম বিষয়ক সেমিনার ঃ

Japan International Co-Operation Center এর অনুরোধে JDS- 19 th Batch Masters Degree Program এ নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমীতে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ২১০ জন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে সুরাইয়া বেগম এনডিসি, সভাপতি, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক, নাছিমা বেগম এনডিসি, সিনিয়র সচিব (পি আর এল) এবং ভারপ্রাপ্ত রেক্টর বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী উপস্থিত ছিলেন।

RESOURCE
SHIP (ADS)

রোকেয়া দিবস ২০১৯ উদযাপন ঃ

গত ০৯/১২/২০১৯ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অর্থ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে রোকেয়া দিবস ২০১৯ উদযাপন করা হয়। সুরাইয়া বেগম এনডিসি, সভাপতি বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বেগম রোকেয়ার জীবনী এবং তাঁর রচনাবলীর উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সালমা বেগম, সহকারী অধ্যাপক, সরকারী তিতুমীর কলেজ। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে ১০ জন মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বেগম রোকেয়া সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন। প্রায় ৫০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

এছাড়াও, ২০১৯ সালে নির্বাহী কমিটির ৫ টি সভা (৬/০২/২০১৯, ২৭/০৮/২০১৯, ১৩/১১/২০১৯, ২৮/১১/২০১৯, ২৩/১২/২০১৯) অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকাশনাসমূহ ঃ

এ পর্যন্ত নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে 'স্বজন' নামে ৫টি সাহিত্য প্রকাশনা / বই প্রকাশ করা হয়।

- ২৪ মে ২০১৪ তারিখে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে স্বজন- প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। বইটিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস উইমেন নেটওয়ার্কের গঠনতন্ত্র, মহাসচিবের বার্ষিক প্রতিবেদন, কোষাধ্যক্ষ এর প্রতিবেদন এবং সদস্যদের পরিচিতি প্রকাশ করা হয়।

- ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে স্বজন- দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। বইটিতে মহাসচিবের বার্ষিক প্রতিবেদন, কোষাধ্যক্ষ এর প্রতিবেদন, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের গঠনতন্ত্র, নিবন্ধ, বিভিন্ন কবিতা ও গল্প, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের কিছু কার্যক্রম এবং সদস্য পরিচিতি প্রকাশ করা হয়।

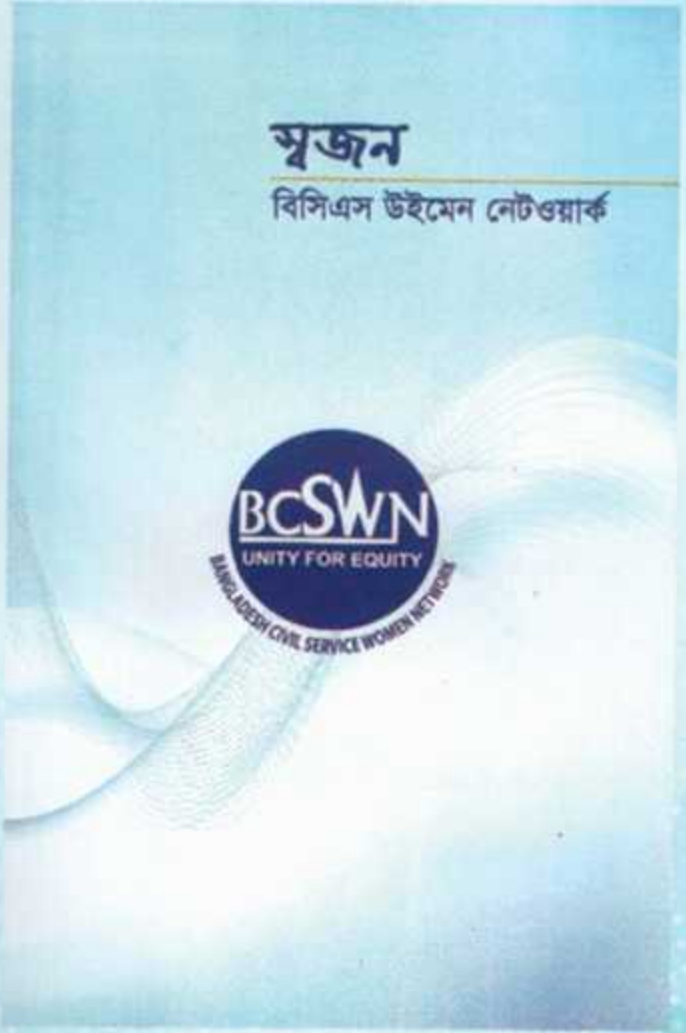

- ১৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ২য় বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে স্বজন- তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বইটিতে মহাসচিবের বার্ষিক প্রতিবেদন, কোষাধ্যক্ষ এর প্রতিবেদন, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের গঠনতন্ত্র, নিবন্ধ, বিভিন্ন কবিতা ও গল্প, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের কিছু কার্যক্রম প্রকাশিত হয়।

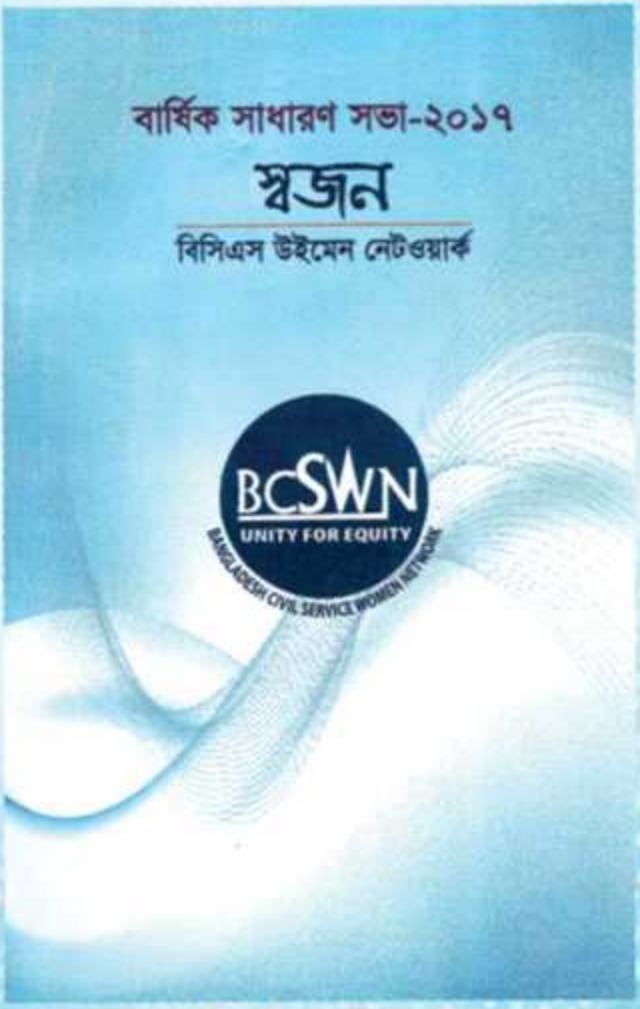

- ১১ মার্চ ২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে স্বজন সাহিত্য সাময়িকী চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বইটিতে কবিতা, প্রবন্ধ এবং নেটওয়ার্কের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রকাশ করা হয়।

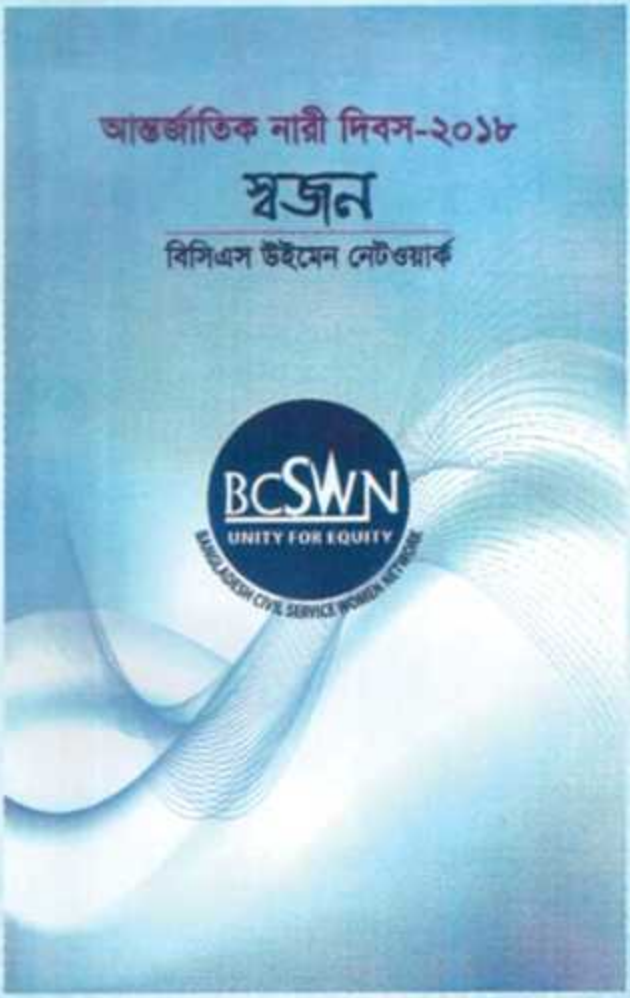

- ০৮ মার্চ ২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে স্বজন সাহিত্য সাময়িকী পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। বইটিতে কবিতা, প্রবন্ধ এবং নেটওয়ার্কের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রতিটি প্রকাশনাই নেটওয়ার্কের সদস্যদের লেখা সম্বলিত।

চলমান কার্যক্রমসমূহ ঃ

- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে নেটওয়ার্ক কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রমের তালিকা এতদসংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে ০৮/০৮/২০২০ তারিখে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিতব্য অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক কে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।
- সিভিল সার্ভিসে নারী কর্মকর্তাদের ড্রেস কোড নির্ধারণ বিষয়ে গঠিত উপ-কমিটি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা এখনো চলমান।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Gender Studies বিভাগের সাথে নেটওয়ার্কের একটি MOU স্বাক্ষরের বিষয়টি পরীক্ষাধীন রয়েছে।
- সরকারের উচ্চ পদে (যুগ্ম সচিব/ অতিরিক্ত সচিব/ সচিব/ গ্রেড-১/ সমমান) সদস্যদের পদোন্নতিতে তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদে পদায়িত হওয়ায় বেগম নাছিমা বেগম এনডিসি, সাবেক সিনিয়র সচিবকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের মহাসচিব ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

মুখ্য সমন্বয়ক এসডিজি পদে পদায়িত হওয়ায় বেগম জুয়েনা আজিজ, সিনিয়র সচিব কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ায় ড. মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ।

গ্রেড ১ পদে পদোন্নতি পাওয়ায় অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বেগম তাহমিনা বেগম কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ায় বেগম ফারহিনা আহমেদ কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সভাপতি ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ায় বেগম সায়লা ফারজানা কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সভাপতি ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ায় বেগম শেখ মোমেনা মনি কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সভাপতি ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সম্পাদনায়

নাসরিন আক্তার

মহাসচিব, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ও সরকারের সাবেক সচিব

বিসিএস উইমেন নেটওর্য়াকের যুগ্ম মহাসচিব রৌশন আরা, অতিরিক্ত আইজিপি এর স্মরণে

সিভিল সার্ভিসের সদস্যগণের পরস্পরকে চেনা জানার উপায় হচ্ছে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, এসিডি, এস এস সি, এনডিসি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ অথবা কোন উপজেলায়, জেলায় বা মন্ত্রণালয়ে একই সময়ে কর্মরত থাকার সুবাদে অথবা ক্যাডার ভিত্তিক বা ব্যাচ ভিত্তিক সংগঠনের সহায়তায়। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস উইমেন নেটওয়ার্ক ২০১০ সালে সকল ক্যাডারের নারী কর্মকর্তাদের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নেটওয়ার্কটি প্রথা ভেঙ্গে সকল ক্যাডারের নারী কর্মকর্তাদের মিলন মেলায় পরিণত হয় গত ১০ বছরে। সচিবালয় থেকে মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত সিনিয়র জুনিয়র সকলেই আপন হয়ে ওঠে এই প্ল্যাটফর্মে রৌশন আরা যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তার মিষ্টি ব্যবহার দায়িত্ব পালনের আন্তরিকতায় খুব সহজেই আপনজন হয়ে উঠেছিলেন সকলের। গত ৫ মে ২০১৯ তারিখে মুন্সিগঞ্জের ডিসি সায়লার একটি ফোনে মূহুর্তেই সব বদলে যায়। রৌশন বহুদূরের দেশ কঙ্গোর কিনসাসা থেকে দূরে আরও বহুদূরে পথে পাড়ি জমিয়েছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালের ১৪ জন নারী নিয়োগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশে নারীর পদযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে প্রশাসন ক্যাডারে প্রথম মেয়েদের প্রবেশের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। মেয়েদের প্রশাসন ক্যাডারে প্রবেশে দেশের অন্যান্য সেক্টরেও এর প্রভাব পড়তে শুরু করে। বিসিএস পুলিশ ক্যাডারে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ দেয়া হয় ১৯৮৪

ব্যাচে। '৮৪ ব্যাচে দুজন নারী কর্মকর্তা উত্তীর্ণ হয় একজন ফাতেমা বেগম, অতিরিক্ত আইজিপি (অবসরপ্রাপ্ত) এবং অন্যজন সম্ভবত উম্মেহানি যিনি শুনেছি ক্যাডার পরিবর্তনের চেষ্টা তদবিরে ব্যর্থ হয়ে চাকুরীই ছেড়ে দেন।

ফাতেমা বেগম প্রথম থেকেই একা পুলিশের পোশাকে সারদায় ট্রেনিং, ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্র চালনা করে নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করেছেন। তিনি একাই সকল ভ্রুকুটি কে উপেক্ষা করে, সকল বাঁধার পাহাড় পেরিয়ে যেতে থাকেন। পরের বছর ১৯৮৫ সালের ব্যাচে যোগ দেন রৌশন আরাসহ চার জন। ফাতেমা যে পথে আলো জ্বেলেছেন তার সলিতা উঁচু করেন- ফুঁক দিয়ে আরো উজ্জ্বল করেন এই চারজন পুলিশ কর্মকর্তা। চাকুরিতে যোগদান করে কর্মদক্ষতা প্রমাণ করার পূর্বেই পুলিশ সার্ভিসে কোন অজানা কারণে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ বন্ধ করে দেয়া হয়। দশ বছর ধরে এই পাঁচজন কর্মকর্তাকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে যোগ্যতা, দক্ষতা; আন্তরিকতায় তাঁরা পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে কোন অংশেই কম নন। তাঁদের দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ার দশ বছর পর ১৯৯৮ সালে পুণরায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের হাত ধরে শুরু হয় পুলিশ ক্যাডারের নারী কর্মকর্তা নিয়োগ এবং একই বছরে বাংলাদেশের প্রথম নারী পুলিশ সুপার হিসেবে রৌশন আরা মুন্সিগঞ্জ জেলায় পদায়িত হন।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই রৌশন হয়ে ওঠে পুলিশ ক্যাডার কর্মকর্তাদের ফোকাল পয়েন্ট। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্য সংগ্রহ, প্রতিটি সভায় যোগদান এবং বড় বড় অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জিং কাজ করে দেয়ায় রৌশন আরা ছিল আমাদের আস্থা ও ভরসার স্থল, একজন চৌকস কর্মকর্তা। এখনো এদেশের মানুষ পুলিশের পোশাক দেখলে ভয় পায় বা সমীহ করে সে কারণেই রৌশনকেই বেছে নেয়া হতো। যে কাজগুলি অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য অপ্রিয় বা ঝামেলাপূর্ণ রৌশন নির্দ্বিধায় কাঁধে তুলে নিয়ে সে দায়িত্ব পালন করত নিখুঁতভাবে।

সকল কাজই তিনি দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করতেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কাজের সুবাধে রৌশনের সাথে ঘনিষ্ঠতাও বাড়তে থাকে বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব থাকাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান, দাপ্তরিক কাজ বা নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে তার সহযোগিতা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। পুলিশ সপ্তাহ, সারদা পুলিশ প্যারেড, পাসিং আউট, বিভিন্ন বিশেষ দিন বা রাষ্ট্রীয় দিবসে, সামাজিক অনুষ্ঠানে রৌশন ছিল অতি আপনজন ও সকল কাজের সারথী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬-২০০০ সালে নারী উন্নয়ন বা ক্ষমতায়নের হাজারো পদক্ষেপে মধ্যে নারী জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়নের পাশাপাশি নারী পুলিশ সুপার (এসপি) হিসেবে রৌশনকে দায়িত্ব দেন মুন্সীগঞ্জ জেলায়। অনেক প্রতিকূলতা অনেক বাঁধা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একরকম জোর করেই রৌশনকে পুলিশ সুপারের দায়িত্ব প্রদান করেন। মুন্সিগঞ্জের এসপি রৌশন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর দক্ষতা, নিষ্ঠা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিতে থাকেন। পুলিশ সুপার হিসেবে রৌশন নিজেই ডাকাত ধরে ফেলে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অতি গর্বের সাথে উচ্চারণ করতেন- বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। আমাদেরও গর্বে বুক ভরে যেত সেই উচ্চারণে। একে তো নারী কর্মকর্তা উপরন্তু বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এর সক্রিয় কর্মী হওয়ায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৃতীয় বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে যায়। সেদিন গণভবন ছিল লোকে লোকারণ্য। ভিতরে ঢোকার পাশ শেষ হয়ে যাওয়ায় সহকর্মীদের ভিতরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল - সেদিন রৌশনই ছিল বরাবরের মতো ত্রাতা - তাঁর পোশাকের কারণে সম্ভব হয়েছিল হাজার হাজার মানুষের ভিতর থেকে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সহকর্মীদের গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানানোর বিরল সুযোগ।

তৃতীয় বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

তাঁর কঙ্গো সফরটি প্রথম থেকেই বাধাগ্রস্থ হতে থাকে। ফাইল অনুমোদনে দেরী হওয়ায় মূল মেডেল প্যারেড অনুষ্ঠানটি ধরতে পারেননি তিনি। বাসা থেকে বের হতে গিয়েও কি যেন করা শেষ হয়নি বলে দু'বার ফিরে ফিরে আসেন। হয়তো বা নিজের হাতে গোছানো অতি প্রিয় বাসাটির মায়া ছাড়তে এই সময় নেয়া ! প্লেনে উঠতে গিয়েও মেয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে বলে আবার ফিরে আসেন। প্লেন লেইট, কানেকটিং ফ্লাইট মিস এবং লাগেজ মিসিং-সব অঘটনই এ যাত্রায় সঙ্গী ছিল। ৩০ এপ্রিল কঙ্গো পৌঁছার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত পৌঁছান ৩ মে তারিখ রাতে। ৪ মে তারিখ কঙ্গো'র রাজধানীর কিনসাসার আশে পাশে দর্শণীয় স্থান ভিজিট করেন, উপভোগ করেন এ পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে।

ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি স্বামী এবং মেয়ে মুনাহাকে নিয়ে রৌশন এর ছিল সুখী-পারিবারিক জীবন। স্বামীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা হওয়ায় বিভিন্ন জেলায় জেলায় নিজ কর্মস্থলে মেসে থেকেই মেয়েসহ দায়িত্ব পালন করতেন। মাত্র বছর কয়েক হয়েছে ঢাকায় বাসা করেছেন। মেয়েও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ট্রিপল ই হতে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছে। একমাত্র মেয়েই ছিল তার শাড়ীর সাথে গয়না মিলানো বা ছাদে একসাথে বৃষ্টিতে ভেজারও পার্টনার। শুনেছি মনের মত সাজিয়ে বিয়ে দেবেন বলে যখনই দেশের বাইরে গিয়েছেন মেয়ের গয়না বা অন্য পছন্দের জিনিস কিনতেন সুযোগ পেলেই। কিন্তু কে জানতো সে আনন্দের সময়টুকু তিনি আর পাবেন না। রৌশন আরা অফিসের নিয়োগ সক্রান্ত পরীক্ষার খাতা সারারাত ধরে দেখে পরদিন মৃত্যু সন্তান প্রসব করেছেন। আজিমপুরে সেই সন্তানের ও তার মা-বাবার কবরের পাশে সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন রৌশন। মেয়ে মুনাহা অসুস্থ থাকায় তার স্বামী তাকে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। কথা ছিল কঙ্গো থেকে ফেরার পথে সন্তানের চিকিৎসার জন্য পাশে থাকবেন এবং সিঙ্গাপুর হয়ে ফেরত আসবেন। সে সংক্রান্ত ফাইল অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন মন্ত্রণালয়ে সেটিরও আর প্রয়োজন হয়নি।

বিসিএস উইমেন নেটওর্য়াকে সহকর্মীদের সাথে ২৮-০৪-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের রৌশনের সর্বশেষ প্রোগ্রাম।

আজ রৌশনকে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি, শ্রদ্ধা জানাই তাঁর সকল সহকর্মীদেরও যারা তাঁর কাজে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সেটি পূরণ হবার নয়। বিভিন্ন ক্যাডারের নারী কর্মকর্তারা এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজ করছে কিন্তু পুলিশের উচ্চ পর্যায়ে এখন আর কেউ নেই। কতদিনে যারা এডিশনাল ডিআইজি রয়েছেন তারা সিঁড়ি ভেঙ্গে রওশনের জায়গা স্পর্শ করবে, কে জানে? এই শূন্যতা পূরণ হবে কি? আমাদের আরো একদশক অপেক্ষায় থাকতে হবে।

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন
ও
সভাপতি
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

আত্মজ-এর পরিচয় সন্তান, পুত্র-কন্যা নয়

গত ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত দোলার গল্প পড়তে পড়তে ভাবছিলাম একুশ শতকের বাংলাদেশে এখনও দোলার বাবার মতো বাবারা রয়েছেন।

দোলা একজন ইয়ং লিডার। বয়স পনেরো। রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুর রাজাবাজার আইডিয়াল কলেজের ছাত্রী। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বর্ষে পড়ে। সে বাংলাদেশ জাতীয় শিশু ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকেই দোলা এই সংগঠনের সাথে জড়িত। শিশুকাল থেকেই সামাজিক দায়িত্ববোধ তাকে তাড়িয়ে বেড়াতো। সে তার বন্ধুদের সহায়তায় পাশের এলাকার ১২ বছর বয়সী এক শিশুর বাল্যবিয়ে বন্ধ করে। গত ৮ থেকে ১৪ অক্টোবর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে ওয়ার্ল্ড ভিশন গ্লোবাল এর আয়োজনে সাত দিনব্যাপী 'হাউ চিল্ড্রেন আর পার্টিসিপেটিং এন্ড কন্ট্রিবিউটিং টু চাইল্ড ম্যারেজ' অর্থাৎ শিশুরা কিভাবে শিশু বিবাহ বন্ধে ভূমিকা রাখতে পারে এসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে শিশুদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দোলা অংশ নেয়।

অবশ্য এজন্য তাকে বাছাই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নির্বাচিত হতে হয়েছে। মিষ্টি চেহারার দোলা সুদৃশ্য অডিটরিয়ামের সামনে দৃপ্ত চোখে, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বক্তৃতা দেয়। তার আগামী চলার পথ প্রশস্ত করে। সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসায় বিদেশের মাটিতে নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে হয়। কিন্তু এতকিছুর পরও দোলার খুব মন খারাপ। বন্ধুদের অনেকের বাবা ফোন করে দোলাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু নিজের বাবা একটিবারের জন্যও ফোন করেননি। দেশে ফিরে বাবার কুশল জানতে চাইলে তিনি কোনো উত্তর করেননি। দোলার বাবার কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন, তিনি কি বুঝতে পারেন? তার কন্যার অসামান্য প্রতিভার কথা। আমি তো দিব্যি চোখে দেখতে পাচ্ছি আগামীর নেতৃত্বে এ শিশু একদিন বড় জায়গা করে নিবে। এরকম একটি সন্তানকে কোন বিবেচনায় তিনি অবহেলায় ঠেলে দিচ্ছেন! তার উত্তর তিনিই ভালো জানেন। কারণ দোলা কন্যা হয়ে জন্মেছে এর দায় তো দোলার নয়। এ দায় কিন্তু দোলার বাবার, বিজ্ঞানে এটি পরীক্ষিত

সত্য। মাতৃগর্ভে পুত্র সন্তানের আগমনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব যেমন পিতার। তেমনি পুত্র সন্তান না জন্মানো এর দায়ও পিতার। নারী-পুরুষের সমতার এই যুগে তিনি এখনো মান্ধাতার আমলের মানসিকতা নিয়ে একটি পুত্রসন্তানের আসায় কার্যত জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছেন। তিনি হয়তো জানেন না, আমাদের দেশে বহু দম্পতি রয়েছেন যারা শুধুমাত্র একটি কন্যা সন্তান নিয়েই মহাখুশি। তাদের সকল আশা-আকাঙ্খার কেন্দ্রবিন্দু তাদের এই আদরের সন্তান। তারা পুত্রের আশায় দ্বিতীয় সন্তানের জন্য চেষ্টাও করেননি। অনেকের আবার দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। তারা সেখানেই থেমে গেছেন। তৃতীয় সন্তান নিয়ে পরিবারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটাননি।

দোলার বাবাকে অনুরোধ করছি দোলার দিকে একবার চোখ তুলে তাকান। দেখবেন নিজের অজান্তেই চোখের কোল ভেসে যাবে। মনে হবে কি ভুল করেছেন এতদিন। স্নেহবঞ্চিত করেছেন শুধু দোলাকে! নাকি নিজের অজান্তেই কন্যাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দেয়ার পিতৃহৃদয়ের সুখের যে তৃপ্তি, তার থেকে বঞ্চিত করেছেন নিজেকে। অনেক দেরি হয়ে গেছে বাবা! আর বিলম্ব নয়, একে একে সবাইকে, একসাথে সবাইকে স্নেহের মায়াডোরে বুকে টেনে নিন। তা নাহলে অনেক বড় খেসারত দিতে হতে পারে। আর যে ক্ষতি কখনোই পূরণ হবার নয়। আমি এখানে একটি গল্পের কথা তুলে ধরতে চাই।

অনেকটা দোলার গল্পের কাছাকাছি। সময় সঠিক মনে নেই সম্ভবত ২০-২৫ বছর আগের ঘটনা। টিভিতে দেখা একটি সিরিয়াল। যতটুকু মনে আছে, এক দম্পতির পরপর পাঁচটি মেয়ে। একটি পুত্রের আশায় স্ত্রীকে পর পর গর্ভবতী হতে হয়। পাঁচ কন্যার পর তারা আর কন্যা সন্তানের জন্ম দিতে চাননি। কিন্তু পুত্রের প্রত্যাশা শেষ হয় না। এবার নতুন ব্যবস্থা সন্তান গর্ভে আসার একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তারা টেস্ট করে যখনই জানতে পারেন আগত সন্তান কন্যা হবে। তখন তারা বিলম্ব না করে গর্ভপাত ঘটান। এরকম বেশ কবার গর্ভপাত ঘটানোর পর তাদের জীবিত কন্যাদের মধ্যে একধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তারা ভাবে তাদের পিতা-মাতার পুত্রের দরকার, কন্যা নয়। প্রতিবাদ হিসেবে পাঁচ বোন মিলে এক কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়। তারা বাবা-মার কাছে একটি চিরকুট লিখে, 'তোমাদের পুত্রের দরকার, কন্যা নয়। তাই আমরা স্বেচ্ছায় তোমাদের ছেড়ে চলে গেলাম।' এই চিরকুট লেখা শেষ করে পাঁচ বোন একসাথে বিষপানে আত্মহত্যা করে।

বর্তমানে নারী-পুরুষ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল। আর এটা কিন্তু শুধু কথার কথা নয়, বাস্তবতা। শতবর্ষ আগে বেগম রোকেয়া নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যে স্বপ্ন বুনে গেছেন সে স্বপ্নের আজ অতিক্রমণ ঘটেছে। ১৯৯১ সাল থেকে অদ্যাবধি মাঝখানে দু'বছরের তত্ত্বাবধায়কের আমল বাদ দিলে পুরোটা সময় জুড়েই সরকার প্রধান, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা সকলেই নারী।

২০১৩ সাল থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংসদ পরিচালনা করছেন একজন নারী স্পিকার। বিচার বিভাগের আপিল বিভাগের ৭ জন বিচারকের মধ্যে একজন নারী বিচারক রয়েছেন হাইকোর্ট বিভাগ এবং অধস্তন আদালতের বিচারকগণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিচারকার্য সম্পাদন করছেন। আপিল বিভাগের মর্যাদাসম্পন্ন তিনটি কমিশন প্রধানের মধ্যে একজন নারী দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া প্রশাসনে সিনিয়র সচিব/সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব, মাঠ প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মতো চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারী কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত সফলতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। একটু চোখ কান খোলা রেখে একবার ভাবুন তো তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত কোন পেশায় নারীরা কাজ করছে না? কোথায় নারীরা ব্যর্থ হচ্ছে? আমি সেদিন খবরের কাগজে ছবিসহ একটি প্রতিবেদনে দেখতে পেলাম একজন নারী রীতিমতো পুরুষের সমান তালে গরু জবাই করছেন। তিনি গরুর চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কেটে বিক্রি করেন। খাঁটি বাংলায় যে পেশাদারকে কসাই বলা হয়। একজন নারী সেই সাহসী পেশা বেছে নিয়েছেন। নারীরা আজ মাছ ধরছেন, কেউ কেউ বাজারে বসে মাছ বিক্রি করছেন। কেউবা ছেলেদের চুল কাটার মত চ্যালেঞ্জিং পেশা বেছে নিয়েছেন। যে সকল নারীরা সাহসের সাথে এগিয়ে এসে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এসকল পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরকে আমি সালাম জানাই। এ সকল কাজে সমাজের কুসংস্কারের আগল ভাঙার কাজটি করার সাহস তারা দেখিয়েছেন। আমরা যারা সিভিল সার্ভিসের কর্মী, তাদের চেয়ে তৃণমূলের নারীদের এসব চ্যালেঞ্জিং পেশাকে কোন অংশেই খাটো করে দেখা যাবে না। এতসব দেখার পরেও কেন এখনো বাবাদের পুত্রের প্রত্যাশায় দিন গুনতে হয়।

কোনো বাবারা চোখ খুলে সামাজিক বিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন না, তা আমার বোধে আসেনা। এখনো সমাজে এমন পিতা রয়ে গেছেন ভেবে নিজের কর্ম

দক্ষতার ওপরই প্রশ্ন আসে। আমরা কেন বাবা-মাকে শেখাতে পারলাম না সন্তানকে পুত্র কন্যা হিসেবে নয়, সন্তান হিসেবে পরিচিতি দিতে। একটি পুত্র সন্তান জন্মের অপেক্ষায় থাকেন পিতা। সন্তান ভূমিষ্ঠের পর পুত্র না হলে তার চারপাশ ঘিরে থাকে নিকষ কাল অন্ধকার। বিঘ্নতায় ভোগের। স্ত্রী-কন্যার উপর খড়গহস্ত হতে দ্বিধা করেন না। কেন? কেন? কেন? এই প্রশ্ন তাড়িয়ে বেড়ায় আমাকে। বেগম রোকেয়া তার লেখনিতে নারীর পাশে পুরুষকে সহযাত্রী হিসেবে চেয়েছেন। অবহেলায় উত্তরণে কন্যাদের শিক্ষিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সকল ক্ষেত্রে নারীর যোগ্যতাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকারের সার্বজনীনতায় নারী পুরুষ সবাই সমান। জন্ম থেকেই মানুষের যে অধিকার জন্মায়, তা কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

নাছিমা বেগম এনডিসি
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবধিকার কমিশন
(সাবেক সিনিয়র সচিব)

প্রার্থনায় তবু দু'হাত তুলেছি

আমি আজ তাদের মধ্যে একজনকে মনে করতে চাই,
যিনি আমার জন্মকে অবধারিত করেছিলেন
আমার মাকে ভালোবেসে,
কিছুকাল মাত্র আগেই আমার মা
তার প্রথম স্বপ্ন সারথি পুত্র-সন্তানকে
হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বলা চলে খুব দ্রুতই
তার গর্ভে গুঁজে নিয়েছিলেন আমাকে;
বুকের মধ্যে তোলপাড় করা শোকাগ্নিতে
জল ঢেলে দিতে দিতে,
আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন নয় মাস দশদিন,
আমি কিন্তু কিছুতেই প্রস্তুত ছিলাম না আসবো বলে.....
অনেক সাধাসাধি করে আনলেন আমাকে,
কিন্তু যখনই দেখলেন আমি পুত্র নই,
কন্যা হয়ে জন্মেছি সীতার মতো
তখন আমার পিতার হাসি মিলিয়ে গেলো দূরে,
যদিও সন্তান হারানো তপ্ত বুকে
মা পেলেন নিশি রাইতের চাঁন....,
তিনি আশ্বস্ত হলেন বটে,
কিন্তু স্বামীর মুখে হাসি ফোটাতে না পারার
বেদনাকুটু ঝুলে থাকলো তার চিবুক জুড়ে।
চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো পূর্ণ হাসিতে কাঁপিয়ে দিতে
পারলেন না পৃথিবীর লিঙ্গ-সমতাকে।
ফলে আগামীর জন্যে উলের কাটায় স্বপ্ন বুনে গেলেন নিরলস,
আমি হলাম তার নিমিত্ত পুতুল।
বলুনতো কেমন লাগে???

এই জন্ম-জলধি পার হতে।
এই অনাহত, রবাহত জীবন পেয়ে আমি তবু
এই পৃথিবীর এতো কিছু পেলাম!!
এতো কিছু পেলাম।
আনন্দে আত্মহারা শব্দটির প্রকৃত মানেও খুঁজে পেলাম--
ভাবা কি যায় ???
জীবন আমাকে ঋণী করে,
জয়ী করে দিলো ফের
মহাজীবনের সারস্বত জ্ঞানে.....
আজ তাই সারা রাত ঘুমের কবরে,
স্বপ্নের ভেতর সব কাজ ফেলে দিয়ে
তাঁর কবরের পাশে ঘুরঘুর করে
কাটিয়েছি সময়।
তাঁর আত্মাকে ভালোবেসে
দু'হাতে খাবার তুলে দিয়েছি সেই অভুক্ত পাতে।
যাকে জীবনে কেউ কোনোদিন দেখলো না,
সেই বিশ্বাসের পানেই প্রার্থনার দু'হাত তুলেছি।

প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ
সাবেক চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

উড়ে যায় স্ফুলিঙ্গ, পরাণে গহন ক্ষত

তখনো শীতার্ত অন্ধকারে পেঁচা ঘুমে জেগে ছিল
পরাভূত মানুষেরা
শৃঙ্খলিত আকাশে ভয়ার্ত তারাদের খসে পড়া
হাজার সমুদ্র, নদী ও আলোকবর্ষ পার হয়ে
এলেন পিতা শেখ মুজিবুর রহমান
জাদুকরী লণ্ঠন হাতে
ভুতুড়ে অন্ধকার আর খানা খন্দ পার হয়ে,
ঘাসের কান্না ছুঁয়ে বলে উঠলেন- 'স্বদেশ'
নিস্তরঙ্গ নদীর বুক থেকে একদল বালিহাঁস
সার্বভৌম আকাশে উচ্ছ্বাসে উড়ে এল
ত্রস্ত হরিণেরা ভিড় করে আসে স্বপ্নঘুমে
এ এক নতুন অভয়ারণ্য ।
নতজানু বৃক্ষের সারি বুক ভরা অক্সিজেন নিয়ে
দীপ্র আশ্বাসে দাঁড়ায় ঋজু হয়ে
মৃত নদী জাগে প্রণয়ের জোয়ারে জোয়ারে ।
প্রথম প্রেমের বেদনার মতো উষ্ণতায়
থরো থরো স্বপ্ন কবুতর বুকে
আচ্ছন্ন জনতা যেন কোটি সূর্যের মিছিল
বারুদের ঘ্রাণে স্বপ্ন ও দ্রোহের যুগলবন্দী
আলোর সঙ্গীত হয়ে ফোটে
আহা! অমন বর্ণময় নক্ষত্র ঝলক
পৃথিবী দেখেনি আগে ।

মানচিত্র জুড়ে প্রশান্তির পারাবার নেমে আসে
অপরূপ নতুন জন্মের অমোঘ ঋণ পরিশোধের আগেই
ভ্রান্তির কালঘুমে পড়ে থাকি বেহুশ বিভোর ।
কালো রাত্রির কালো অন্ধকারে
কাল সাপ ফনা তুলে বেহুলার ঘরে
হা করা কালো গহ্বরে ঢুকে যায় চরাচর
সকালের সফেদ আকাশ ঢাকে কালো পঙ্গপাল

উড়ে যায় স্ফুলিঙ্গ, পরাণে গহন ক্ষত
রক্ত ঝরে, রক্ত ঝরে, বৃষ্টির মতো রক্ত ঝরে
জাগো লাল কমল, জাগো নীল কমল
রাক্ষসের হাতে মৃত্যু কাঁদে
অবিশ্বাস্য বিশ্বাসঘাতকতায় জনকের হত্যা দৃশ্য পর্দা জুড়ে
হায়! অমন করুণ নক্ষত্র পতন
পৃথিবী দেখেনি আগে..... ।

লুৎফুন নাহার বেগম
অতিরিক্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

আর কিছু বাকি নেই

কোন কোন সময় কোথায় যেন গ্রহণ লাগে
ঠিক কোথায় তা নিরূপণ করা যায় না
শুধু ভাল না লাগার ক্ষণ বেড়ে যায়
ভালবাসা অথবা অবহেলা এগুলো
সিন্দুকে ভরে যতন করে রেখে যাও
ঐ যে তারার আঁকা পথ ধরে হেটে যাও
অনেক পুরোনো ক্ষিরির গাছের সামনে দাড়াও
কে কারে ডাকে ছায়া নাকি কায়া?
দুঃখ নেই, আনন্দ নেই,
হতাশা নেই, স্বপ্ন নেই
কোথাও কেউ নেই
কোথাও কিচ্ছু নেই
নিউরন ধরে চলে যাও
যেতে যেতে বলে যাও এসব যা দেখছো
তার কিছুই সত্য নয়
ভ্রমণের এই আঁকা পথ
সেই কবে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে
আর কিছু বাকি নেই।

শাহীনা খাতুন
যুগ্মসচিব
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

ধ্রুপদী ভালবাসা

তুমি মুখ তুলে চেয়েছো বলে
পাখিদের মতো আমিও বলি
আত্মমগ্ন মানুষ হে
একবার নিজের ভেতরে দেখো
কেমন করে ঝরে গেছে দিন
মুছে গেছে প্রেম
আমাকে খোঁজ না তুমি আর

তবুও মনে মনে কথা বলি
একবার তোমাকে ছুঁতে চাই
বিবর্ণ বিষন্নতা ভুলে
ভালবাসার ফানুস হয়ে
বিস্মৃতির অতল থেকে
ফিরে এসে তোমার আকাশে
আরেকবার বিলীন হতে চাই

তোমার চুলেও আজ
আমার মতো রজতরেখা
ধ্রুপদী যে ভালবাসা
একদিন মন ভেঙে ছিল
আজ সে জানান দিতে চায়
প্রজাপতি, পাখি আর আমাদের
গল্পের কোন শেষ নেই

তুমি মুখ তুলে চেয়েছো বলে
বসন্ত এসেছে চারিধার
তুমি হেসেছো বলে
পাখিরাও বলে, ভালবাসি বারবার

শেখ মোমেনা মনি
যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ

নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ: প্রত্যাশা আর প্রাপ্তি

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে অমিত সম্ভাবনার বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। নতুন প্রজন্ম পাবে উন্নত বাংলাদেশ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২৮টি ক্যাডারের নারী কর্মকর্তারা। এমন একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী নারীদের সিভিল সার্ভিসে যোগদানের তেমন আগ্রহ ছিল না। এমনকি তাঁদের সুযোগও ছিল সীমিত। কিন্তু এখন সময় পাল্টেছে। নারীরা এখন শুধু প্রতিনিধিত্ব করছে না, তাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছে। তবে সকল ক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে নানা চ্যালেঞ্জের। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রায় সকল ক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তা এগিয়ে যাচ্ছে সাফল্যের সাথে। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এমনই একটি প্লাটফর্ম যেখান হতে এ সকল নারী কর্মকর্তা পায় যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অদম্য উৎসাহ। পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করার মানসিকতা তৈরীতে নেটওয়ার্ক পালন করছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, মাঠ পর্যায়ে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সক্ষমতা তৈরী, সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ প্রত্যেকটি বিষয়ে সকল ক্যাডারের নারী কর্মকর্তাদের অনুপ্রেরণায় এক নাম বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক।

এক কথায় বলতে গেলে নারী কর্মকর্তাদের প্রেরণার মূল উৎস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমানে আমাদের জিডিপি প্রায় ৮ আর মাথাপিছু আয় ১৯০০ ডলারের বেশি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং দিকনির্দেশনায় গত এক দশকে বাংলাদেশের এ অভূতপূর্ব অর্জনে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নারী কর্মকর্তাদের রয়েছে অসামান্য অবদান। কি উন্নয়নমূলক কাজ, কি সেবামূলক কাজ, কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জঙ্গীবাদ দমন, চিকিৎসা, শিক্ষা সব ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এবং অর্জিত সাফল্যকে বর্তমান সময়ে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ফলে নারী কর্মকর্তাদের কর্মের স্পৃহা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য,

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য, জনসাধারণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য, দারিদ্র বিমোচনসহ দুঃস্থদের পাশে থাকার ক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তাদের রয়েছে অসীম ধৈর্য, সাহস আর আগ্রহ।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২৭ টি ক্যাডারের নারী কর্মকর্তাদের সংগঠন "বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক"। সিভিল সার্ভিস উইমেন নেটওয়ার্ক ২৮ টি ক্যাডারের নারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, পলিসি তৈরীর ক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সুপিরিয়র পদে তাদের পদায়ন ইত্যাদি moto নিয়ে কাজ করে। মূলতঃ ২০১০ সাল হতে এ নেটওয়ার্কের পথচলা। বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় ২১০০ জন। এ দশ বছরে যতটা পথ পাড়ি দেওয়ার প্রত্যাশা ছিল নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে সে প্রত্যাশা পুরণ হয়নি। তবে এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নারী কর্মকর্তাদের নানা বাধা বিপত্তি মোকাবেলার পাশাপাশি তাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, দক্ষতা ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে মোটিভেট করা হয়। বিভিন্ন ক্যাডারের মাঠ পর্যায়ের এবং কেন্দ্র পর্যায়ের নারী কর্মকর্তারা অত্যন্ত দক্ষতা, dedication নিয়ে সরকারের উন্নয়নমূলক, সেবামূলক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করছে। উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে মেধার স্বাক্ষর রাখছে। তাদের যে কোন সাফল্যের স্বীকৃতি, কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের সম্ভাবনা ও সমস্যা বিবেচনায় তাদের পদায়নের বিষয়ে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নেটওয়ার্কের পক্ষ হতে ভূমিকা রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

একটা সময় ছিল যখন সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের কোন টার্গেট ছিল না। এখন সিভিল সার্ভিসের প্রত্যেকটি সেক্টরে এমনকি প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য রয়েছে কর্মপরিকল্পনা। সিভিল সার্ভিসের নারী কর্মকর্তারা এ সকল সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সমন্ধে অবহিত হয়েই তাঁদের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করে চলছে। বর্তমানে বিভিন্ন সেক্টরের মাঠ পর্যায়ে কিংবা সদর দপ্তরে যে সকল নারী কর্মকর্তারা কাজ করছে তাদের প্রতিনিয়ত তাঁর পুরুষ সহকর্মীদের সাথে একটি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। পেশাদারিত্ব আর দক্ষতার সাথে কাজ করেই তাদের টিকে থাকতে হচ্ছে।

একটি দেশের উন্নয়নের তাৎপর্যপূর্ণ সূচক হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। তৃণমূল হতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে এ

অংশগ্রহণ প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা যায়, গত এক দশকে তৃণমূল হতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীরা পিছিয়ে আছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ শুধু সমাধিকার এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে না, নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সে প্রতিষ্ঠানেরও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সে কারণে SDG এবং 7th five year plan এ নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে পৃথকভাবে টার্গেট ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলতঃ SDGর target 5.5 এবং 5c এ নারী কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

Sustainably Development Goal (SDG)
Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls.

Target 5.5: Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life.

5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls al all level.

SDGর এ সকল টার্গেটগুলো 7th five year plan অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে অর্জন করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

- Increase participation and decision making
- Improve institutional capacity, accountability and oversight
- Regular monitoring of progress of women's empowerment and gender equality based on projects/programme targets.

এ তিনটি কর্মপরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রগতি মনিটরের কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' এই শ্লোগান নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রণয়ন করা হয়েছে তার ৩.১২ লক্ষ্য হচ্ছে "নারীর ক্ষমতায়ন"। এই ইস্তেহারের লক্ষ্য ও পরিকল্পনায় রয়েছে "প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে নারীর অধিক সংখ্যায় নিয়োগের নীতি আরও বৃদ্ধি করা হবে।"

SDGর goals ও targets, 7th five year plan এর actions এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহার অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে সিভিল সার্ভিসের নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	বর্তমান কর্মস্থল	মন্তব্য
১.	বেগম জুবেদা আজিজ	মুখ্য সমন্বয়ক	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	অবসর প্রাপ্ত সিনিয়র সচিব
২.	বেগম সাহিদা আহমেদ চৌধুরী	সিনিয়র সচিব	সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন	
৩.	বেগম কামরুন নাহার	সচিব	তথ্য মন্ত্রণালয়	
৪.	বেগম হোসনে আরা বেগম, এনডিসি	সচিব	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	
৫.	বেগম কাজী রওশন আক্তার	সচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
৬.	বেগম শামীমা নার্গিস	সচিব	পরিকল্পনা কমিশন	
৭.	বেগম উম্মুল হাসনা	সচিব	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	
৮.	ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম	সচিব	খাদ্য মন্ত্রণালয়	
৯.	বেগম বদরুন নেছা	সচিব	রেক্টর, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী	

মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার পদে কর্মরতদের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও কর্মস্থল	মন্তব্য
১.	বেগম নাজিয়া শিরিন	জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার	
২.	মোছা: সুলতানা পারভীন	জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম	
৩.	বেগম আনার কলি মাহবুব	জেলা প্রশাসক, শেরপুর	
৪.	সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন	জেলা প্রশাসক, নরসিংদী	
৫.	বেগম সাবিনা ইয়াসমিন	জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়	
৬.	বেগম শাহিদা সুলতানা	জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ	
৭.	দিলসাদ বেগম	জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী	
৮.	বেগম আনজুমান আরা	জেলা প্রশাসক, নড়াইল	
৯.	শামসুন্নাহার পিপিএম	পুলিশ সুপার, গাজীপুর	
১০.	আবিনা সুলতানা, বিপিএম পিপিএম	পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট	
১১.	জেরিন আখতার, বিপিএম	পুলিশ সুপার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা	
১২.	ফাতিহা ইয়াসমিন	পুলিশ সুপার, ঝালকাঠি	

এক সময় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের শীর্ষ পর্যায়ে কাজ করে এখন দুটি বিধিবদ্ধ সংস্থায় আছেন আরো দুজন তারকা নারী কর্মকর্তা :

নাছিমা বেগম, এনডিসি, মাননীয় চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং সুরাইয়া বেগম এনডিসি, মাননীয় তথ্য কমিশনার।

বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন ইউনিটেও বাংলাদেশ সিভিল

সার্ভিসের নারী কর্মকর্তারা পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করছে।

রাষ্ট্রদূত হিসেবে বর্তমানে ৮ জন নারী কর্মকর্তা বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত।

ক্রমিক নং	নাম	নাম কর্মস্থল
১.	মিজ রাবার ফাতিহা	জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি
২.	মিজ সাদিয়া মুনা তাসনিম	বাংলাদেশ দূতাবাস, যুক্তরাজ্য
৩.	মিজ আবিদা ইসলাম	বাংলাদেশ দূতাবাস, দক্ষিণ কোরিয়া
৪.	মিজ সামিনা নাজ	বাংলাদেশ দূতাবাস, ভিয়েতনাম
৫.	মিজ নাহিদা সোবহান	বাংলাদেশ দূতাবাস, জর্ডান
৬.	মিজ মাশফি বিনতে শামস	বাংলাদেশ দূতাবাস, নেপাল
৭.	মিজ রেজিনা আহমেদ	বাংলাদেশ দূতাবাস, মৌরিতাস
৮.	মিজ সুলতানা লায়লা হোসেন	বাংলাদেশ দূতাবাস, মরক্কো

উপরে বর্ণিত শীর্ষপদে পদায়িত কর্মকর্তারা সাফল্যের সাথে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে কাজ করে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধিতে এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তাঁদের ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর এর শীর্ষপদে আনুপাতিক হারে নারী কর্মকর্তাদের পদায়ন না করলে SDGর goals ও targets, 7th five year plan এর actions এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়ন দূরহ হয়ে পড়বে। কর্মক্ষেত্রে একধরণের বৈষম্য তৈরী হবে।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক প্রশাসনিক কর্মকান্ডে নারী ও পুরুষ কর্মকর্তাদের বৈষম্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারী কর্মকর্তাদের পদায়নের হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে SDGর goals ও targets, 7th five year plan এর actions এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়ন হলে নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি পাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিকনির্দেশনায় নারী কর্মকর্তারা আরো সাফল্যের সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবে। এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সায়লা ফারজানা
যুগ্মসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

আমি যেন অর্জুন হই তোমার

বললেন- "বদলে দিস,
দেখিয়ে দিস মেয়েরাও পারে।"
তার স্নেহলিঙ্গনে বদলে গেল
আমার সমগ্র সত্ত্বা।
কী এক মন্ত্র দিলেন বুকের ভেতর
আমি সংক্রমিত হলাম তাঁর স্বপ্নে।
কী এক ভালবাসা দিলেন-
আমি প্রেমিক হলাম দেশ ও দশের।

তুমি তো নিজেও জান না কেমন করে
ভাবনার জগতে ঝড় তোল তুমি।
কেমন করে রক্তের ভিতরে
আগুনের বীজ বুনে দাও।
শান্ত নদীটিকে হঠাৎ প্লাবিত করো
তুমুল উন্মাদনায়,
ভাঙচুর হয় তার অন্তরে বাইরে।
ফসলের ডাক বুকে নিয়ে সে
বয়ে চলে এক প্রান্তর থেকে
অন্য জনপদে।

স্বপ্ন বোন তুমি নিরবে নির্জনে, নিভৃতে
মহীরুহ হতে দাও তাকে আপন গহীনে।
তারপর ছড়িয়ে দাও সে স্বপ্ন
৫৬ হাজার বর্গমাইলের প্রতিটি প্রাণে।
"সোনার বাংলাদেশ" নামের সে স্বপ্ন
নতুন যুদ্ধে যেতে ডাক দেয় আমাকে।
সে যুদ্ধ যাত্রায় কৃষ্ণ-সারথী আমার তুমি,
আশীর্বাদ দাও হে সর্বমঙ্গলময়ী,
আমি যেন অর্জুন হই তোমার।

উম্মে সালমা তানজিয়া,
যুগ্মসচিব,
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

যখন পাখির ডানায় উড়ি

খুব চুপচাপ বিষন্ন- একটি দুপুর বেলার গল্প-ইশকুল ছুটি, লম্বা ছুটি। বাড়ির পড়া শেষ হয়ে যায় দুদিনেই। কিন্তু ইশকুল ছুটি তো ছুটিই। গরমের ছুটি বড় দীর্ঘ হয়। চারপাশে চুপচাপ, কেমন নীরবতা, খা খা একলা দুপুর। সেই দুপুরে কেন ছাই মন খারাপ হয় অকারণে কে জানে! দুঃখ ছুঁয়ে যায় কিশোরী আমাকে-দুঃখের হাত দীর্ঘ, দুঃখ ছোঁয়া আমার নির্জন ঘর, ছাদ, চিলতে বরান্দা ও জানালা। ঠিক তখন আকাশ নীল শাড়ি পড়ে বেড়াতে আসে আর আমি কলোনীর জীর্ণ জানালায় তার আঁচল দেখি। নীল শুধু নীল। হঠাৎ আকাশটা কেন সমুদ্র হয়ে ওঠে, নীল আরো নীল? হাতে আসে আলেক্সান্দার বেলায়েভের 'উভচর মানুষ' নামে অপূর্ব এক বই। এটি কি সায়েন্স ফিকশন? উপন্যাস? রূপকথা? এটি এক কথায় সব। সমুদ্র দেখা হয়নি তখনো। দেখলাম বই-এর পাতায়।

গভীর সমুদ্রে ঢেউ এর পাহাড়ে ডলফিনের পিঠে শাঁখ বাজিয়ে ছুটে চলে দরিয়ার দানো। আর্জেন্টিনার দ্বীপে তখন জেলেরা ভয়েই অস্থির-ওইরে ভেসে উঠেছে দরিয়ার দানো। কেউ তাকে পুরো দেখেনি-ঝাপসা চোখে দেখা-আবছা আবছা দেখা কিন্তু ভয়ংকর সে রূপ। লেখক অপূর্ব মুন্সিয়ানায় জানিয়েছেন এক অসুস্থ শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে বিজ্ঞানী সালভাদর কিভাবে বানিয়েছেন এক উভচর মানব-ইকথিয়ান্ডর। হাঙ্গরের মত কানকো আর মাছের মত ফুলকো ওকে দিয়েছে আশ্চর্য ক্ষমতা-সে জলে স্থলে দু'টোতেই সমান বাস করতে পারে। এই বই পড়ায় কি যে আনন্দ হয়, যেন পাই সমুদ্রে ছুটে চলার বিস্ময়কর অনুভূতি! এটি শুধু রোমাঞ্চকর কাহিনি নয়, অপূর্ব-এক প্রেমগাথা।

ইকথিয়ান্ডর যখন মাটির পৃথিবীর গুভিয়েরেকে, মানে লোভী ব্যবসায়ী জুরিতার বউকে ভালবাসে তখন কেন ঝাপসা হয়ে পড়ে এত কাছের লেখাগুলো। হোক তছনছ, হতে পারে বালিকা হৃদয়। কে কাঁদে তখন? কেউ জানে না, আমার সাথে কাঁদে পুরো পৃথিবী।

ইকথিয়ান্ডর দুঃখী প্রেমিক, সে শুধু গুভিয়েরেকে হারায় না-হারিয়ে ফেলে মাটিতে থাকার অভিযোজন ক্ষমতাও ওদিকে কাহিনি এগিয়ে যায়, বিজ্ঞানী সালভাদরের বিরুদ্ধে বসে বিচার সভা। মানুষের অঙ্গবিকৃতি আর ঈশ্বর বিদ্রোহের মত গুরুতর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। দুঃখের এখানেই শেষ নয়, লোভী ব্যবসায়ী বালজার কেমন করে হয়ে ওঠে ভালবাসায় কাতর পিতা।

সাগরের ঢেউ ভিজে হেঁটে চলেছে সেই অদ্ভুত বালজার, চোখ তার সমুদ্রের দিকে। সে ডুকরে উঠছে, 'ইকথিয়াণ্ডর পুত্র আমার।' পুত্র হারানোর বেদনায় নুয়ে পড়া এক বুড়োকে কি গভীর মমতায় নির্মাণ করেছেন লেখক। বইটি যখন শেষ হয়, এখনো মনে আছে, বৃষ্টি তখন গান ধরেছে-চারপাশের খোলা মাঠে-বাতাসের সাথে গাছদের যেন চলছে মুল যুদ্ধ। জানালার এপাশে কিশোরী আমি আর জানালার ওপাশে সাতশ রাজহাঁস যেন কেঁদে চলেছে। এর পরে নিজ চোখে কত সমুদ্র দেখেছি-কিন্তু আমার আসল সমুদ্র দর্শন হয়েছে বেলায়েভের বইতে। তখন বই পড়া দিনগুলো ছিল বড় আনন্দের। সারাদিন কেমন পাগল-পাগল, আলোছায়া আলোছায়া-যেন সাজাই কবিতা, ওড়াই ঘুড়ি কি পায়রা। সারাদিন কেমন ঘোরলাগা আর ঝিম ধরা সময়। বই এর কাহিনিতে ভেসে যায় দিনরাত, ভাসুক সব। ইশকুল, পড়া, শাসন। মেঘরোদ্দুর-দিনমান মেঘরোদ্দুর। জলঘুঙ্কুর আবার কখন রোদ্র উপুর দুপুর আমার। আমাদের শৈশবের নিস্তরঙ্গ দুপুরের দুয়ার খুলে দেবদূতের মত সব বই আসে-গোর্কীর আমার ছেলেবেলা, 'পৃথিবীর পাঠশালা' পৃথিবীর পথে'। বরিস পলে ভয়ের 'মানুষের মত মানু'। ভেরা পানোভার 'পিতাপুত্র'। অসাধারণ এক একটা বই এক একটা অন্য রকম পৃথিবী। তখন আমি পাখির ডানায় উড়ি। কলোনী পেরিয়ে ঢাকা এমনকি দেশ ছাড়িয়ে অন্য আকাশ দেখি, গোগলের দুনিয়া দেখি, গাইদারের সাথে তিমুরের দলবলে একজন হয়ে যাই। দেখি ব্যঙ্গমা আর ব্যাঙ্গামীর দেশ কিংবা ঠাকুমার ঝুলির পরে 'লিটল হাউজ অব দ্যা প্রেইরির' তুষার রাজ্য সাদা। যেখানে ছোট্ট শহরের ছোট্ট কুটিরে বাবা চার্লস ঘোর শীত রাত্রিরে বেহালায় সুর তোলেন। বাইরে তখোন পাতাহীন বৃক্ষরা মাথায় তুষার টুপি পড়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেমন। ওদিকে ঘরের ভেতর লক্ষী মেয়েরা লরা আর মেরী কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলা করে। মায়ের চুলায় তৈরি হচ্ছে সীম বীচির গরম স্যুপ। দূরে কোথাও মিসিসিপি নদী জমে গেছে বরফ হয়ে। আহ সুন্দর বড্ড সুন্দর সে বর্ণনা। কখন যেন কঠিন সব বই আকর্ষণ করতে থাকে। মায়ের বুক শেলফের মানিক বন্দোপাধ্যায় পড়ি লুকিয়ে। দেখি শ্রমজীবী মানুষের জীবন কাহিনি। 'পদ্মা নদীর মাঝিতে মানিক বন্দোপাধ্যায় যখন বলেন ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্র পল্লীতে, এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না'। হঠাৎ পৃথিবী কেমন পাল্টে যায়। যেন হয়ে উঠি অনেক বড়। একদিন মা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' গিল্পগুচ্ছ হাতে দিয়ে বলেন, শুদ্ধ সাহিত্যের সেরা হলো রবি সাহিত্য। তখন দিনমান গল্পগুচ্ছ পড়ছি যেন মনের ভেতর ফুঠে উঠছে নতুন এক দৃষ্টি। আমার চেনা পৃথিবী ওলোট পালট করে দিল গল্পগুচ্ছ। রবিঠাকুরই শেখালেন ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণি সকল বিভাজনকে অতিক্রম করে

আলোকিত হয়ে উঠতে পারে প্রকৃত মানুষ। মানুষই পারে কল্যাণের মঙ্গলদ্বীপ জ্বালাতে। মানুষ হয়ে উঠতে পারে এক একটা বাতিঘর।

বইগুলো সব যাদুকর, এক লহমায় আমাকে রূপান্তর করে নানা চরিত্রে। বিভূতিভূষণ আর তারাশংকরে কেটে যায় মুগ্ধ, বড় মুগ্ধ দিনরাত্রি। পথের পাঁচালির দুর্গা, পুতুল দুর্গা তখন হাজারটা দুর্গা হয়ে সামনে দাঁড়ায়। কালো কালো অক্ষরি দেখি-অভাবী আর দরিদ্র মানুষের আসল দুনিয়া। প্রকৃতিকে কেমন করে অনুবাদ করতে হয় তা শেখায় বিভূতিভূষণ। শত কোটি নমস্কার তোমায় বিভূতিভূষণ। শাহরিয়ার কবির আমার সব সময়কার পছন্দ। আমাদের শৈশবে তখন 'আবুদের অ্যাডভেঞ্চার' 'নুলিয়া ছড়ির সোনার পাহাড়' 'একাত্তরের যীশু, 'নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা' সৃষ্টি করে চলেছে অপূর্ব এক ঘোর। বইগুলো সব বায়োস্কোপ-আমার নেশা কাটে না। আমরা তখন শিখে গেছি কেমন করে বদ্ধ ঘরে ওড়া যায়, বই আমাদের দিয়েছে দুটি ডানা, দিয়েছে মুক্ত আকাশ। কোন কোন রাত নির্ঘুম, কারণ শেষ হয়নি নিকোলাই অস্ত্রভস্কির মর্মস্পর্শী সাহিত্য 'ইস্পাত'। বড় অল্প বয়সে এ সাহিত্যের স্পর্শ পাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার রুশদের জীবন কাহিনির অসামান্য দলিল এ বই। বই পড়তে পড়তে কখন যেন সকাল হয়, সেদিন চড়ুই পাখি ভোর নামে। কলোনীর জীর্ণ জানালায় চিক চিক করতে করতে আহলাদে 'সুপ্রভাত' জানায় ক্ষুদে পাখিরা। তৈরি হই ইশকুলের জন্য-কবিতার মত আমরা কুন্তলে গেঁথে নেই আর একটি রৌদ্রময় দিন।

ফাতেমা রহিম ভীনা
যুগ্ম-সচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্ররা

বাংলা সাহিত্যের প্রধান তিনটি যুগেই নারীকেন্দ্রিক গল্প, উপন্যাস, কবিতা রচিত হয়েছে । ইতিহাসবিদ ব্যাশাম বলেছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীকে দেখা হতো একাধারে দেবী ও ক্রীতদাসীরূপে, সম্ভনারী গণিকা হিসেবে। নারী সম্পর্কে বিপরীতধর্মী চিত্র ও পরস্পর বিরোধী মনোভাবের সত্যতা দেখা যায় শাস্ত্রীয় নির্দেশে, সামাজিক আচরণে এবং সাহিত্যিক রূপায়ণে। তবে পরস্পর বিরোধী হলেও দুই রূপই সামাজিক সত্য বহন করে। বাংলা সাহিত্যে নারীদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় মূলত আঠারো শতকের মধ্যভাগ হতে। এ সময়ে মানুষের জীবন ছিল এক চরম ক্রান্তিলগ্নে। নারীর অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। 'নারী শিক্ষা' কে মেনে নেয়া অসম্ভব ছিল, বাল্য বিবাহের প্রচলিত ধারাকে রোধ করা অসাধ্য ছিল এবং বিধবা বিবাহ তো ছিল প্রায়ই স্বপ্নের মতো। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে সাহিত্যের ইতিহাসে একটা ঝোড়ো যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়। সাগর পার থেকে উড়ে আসা এক নতুন হাওয়ার ঝঞ্ঝায় তখন হাজারো বছরের ভারতীয় অচলায়তনে সাড়া জাগিয়ে বদলে দিচ্ছে এদেশের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মানচিত্রকে। রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপের সামাজিক পরিবর্তনের ছোঁয়া উপমহাদেশের নারী ও নারীর প্রতি পুরুষের মনস্তত্ত্বের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। আমূল বদলে যাচ্ছিল ভাবনা চিন্তা, জীবনধারণ ও জীবনদর্শনের মূল ধারণাগুলো। রেনেসাঁর একটা প্রধান দিক ছিলো মেয়েদের জীবন দর্শনে এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা: সমাজ ও সংসারে পুরুষের যৌনদাসী ও অন্তঃপুরের কর্মদাসী থেকে তার আত্মচেতনা সম্পন্ন ও দোষেগুণে মেশা পূর্ণ মানুষের ভূমিকায় উত্তরণ। তাই নারীকেন্দ্রিক রচনাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মূলত বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকদের নারীর অপাংক্তেয় অবস্থা সম্পর্কে সংবেদনশীল করে তোলা, অর্থাৎ সমাজ সংস্কার। বাংলা সাহিত্যের চার কালজয়ী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্রের লেখায় স্থান পেয়েছে নারী চরিত্রের শক্তিমত্তা। সেই সময়ের সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পুরুষ শাসনের ফলে নারীর মানসিক নির্যাতন ও ক্ষয়ের ওপর। মূলত উচ্চ, ও কমপক্ষে মধ্যবিত্ত সমাজের মহিলারা এবং তাদের জীবনগাঁথা।

প্রথম পর্ব
বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেই সার্থক আধুনিক উপন্যাসের জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। অতুলনীয়ভাবে, নতুন আলোয় বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষায়, মননে, সৃজনশীলতায়, বাঙালির চিত্তকে অভিষিক্ত করলেন। ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৭ সাল--এই সময়টা, বলতে পারেন বাংলার নবজাগরণের তুঙ্গমুহূর্ত। বাঙালির অন্তঃপুরের দরজা তখনও সেভাবে সমাজের উঠোনের দিকে হাট করে খুলে যায়নি। সেই উত্তুঙ্গ সময়ের মধ্যে বসে চৌদ্দোটা উপন্যাস লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'রজনী', 'দেবী চৌধুরাণী', 'কপাল কুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ' 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র' মতো কালজয়ী উপন্যাস সৃষ্টি করে আজও তিনি পাঠক কূলের কাছে সমাদৃত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর উপন্যাসে স্তিমিত লাজুক, স্বকীয়তা বিহীন নারীত্বের বিকল্প হয়ে দেখা যায় স্বাধীন, সক্রিয়, সবলা রমণী চরিত্র। ব্যক্তিজীবন, সমাজ-সংসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিজ দেহের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীর চিরাচরিত মনোভাব আমূল বদলে যায় তাঁর লেখায়। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের আয়েশা সেবা করতে গিয়ে ভালোবেসে ফেলে শত্রুপক্ষের বিধর্মী জগৎসিংহকে; এবং পরিবারের চাপানো বাগদান অস্বীকার করে। সেই সময়ের বাস্তবতায় এ চরিত্রের নিজের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত আধুনিক সমাজের এক অনন্য উদাহরণ। অন্যদিকে বিষবৃক্ষর অনাথ ও বিধবা কুন্দনন্দিনী তৎকালীন হিন্দু সমাজের চাপানো কৃচ্ছ আর বঞ্চনাকে না মেনে হয়েছে বিদ্রোহী। পেতে চেয়েছে সেই সব কিছু, যা থেকে বঞ্চিত থাকত বিধবারা। আবার সামাজিকভাবে অবৈধ সম্পর্কের জালে দ্বিধান্বিত নগেন্দ্র একবার যখন কুন্দনন্দিনী আরেকবার সূর্যমুখীতে দিশেহারা, বঙ্কিম তখন উপস্থাপন করেছেন দৃঢ়চেতা দুই নারী চরিত্রকে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী সমাজকে অনেক নতুনত্বের স্বাদ দিলেও রক্ষণশীল ধারায় কিছুটা পেছনের দিকেও ঠেলে দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলোর প্রচলিত সমাজব্যবস্থা থেকে কোনভাবেই আলাদা ছিল না। বিশেষ করে 'বিষবৃক্ষের' 'কুন্দনন্দিনী' এবং 'কৃষ্ণকান্ত উইলের রোহিণী চরিত্র যা সমকালীন অঙ্গনকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয় সে চরিত্রগুলোকে সামাজিক অভিশাপ থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। কারণ বিদ্যমান সমাজ একেবারেই প্রতিকূলে ছিল। সমকালীন সমাজ, নারী জাতির সামাজিক শৃঙ্খল, উপনিবেশিক শাসন এবং

ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির যোগসাজশ সব মিলিয়ে অবিভক্ত বাংলা তখন এক চরম টানাপোড়েনে। পুরুষশাসিত সমাজ, এই পরিবর্তনের মুখোমুখি হবার জন্য শাসনের পাশাপাশি ছাপাখানাকেও একটা বড় হাতিয়ার করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে তখন। অজস্র প্রবন্ধ ও পুস্তিকাতে, ব্যঙ্গ রচনায় তখন চলেছে নব্য সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরা যাতে তাদের পরিচিত ভূমিকা ছেড়ে একেবারে ভেসে না যায় সেটা নিশ্চিত করবার চেষ্টা। মিস বিনো বিবি, বিধবাবিবাহ নাটক, বঙ্গগৃহ, মেজো বৌ, সুলোচনা, গৃহলক্ষ্মী ইত্যাদি অসংখ্য সাহিত্যকীর্তির নাম করা যায় এ প্রসঙ্গে। সৃষ্টিশীল মানুষের উপরও পড়ে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব। নতুন-পুরনোর দ্বন্দ্ব সংঘাত যেমন সামাজিক অবয়বে একইভাবে সাহিত্য- সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও। সুতরাং স্বকীয় চেতনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া কিংবা কিছুটা পশ্চাৎমুখী হওয়া যুগেরই অনিবার্য পরিণতি। আর তাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অদ্ভুত শিল্পসত্তায় সমৃদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্টিশীল আঙ্গিনাকে তৎকালীন সমাজ আলোকেই চিত্রিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বাস্তব সমাজ কাঠামো, ইংরেজী শিক্ষার নতুন আবহ এবং এর প্রতিক্রিয়া, নতুন যুগের হাওয়া এসব কোন কিছুকেই অতিক্রম করা শুধুমাত্র একজন প্রতিভাবান সৃষ্টিশীল মানুষের পক্ষে সত্যিই পর্বত সমান বাধা ছিল।

দ্বিতীয় পর্ব
রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমী চেতনায় যখন পুরো বাঙালী উদ্দীপ্ত সেই সুবর্ণ সময়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। এ সময়ে সমাজ ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই নারীর প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তবে সেটা পুরুষ বৃক্ষে জড়িয়ে ওঠা লতা হিসেবে নয়, স্বাতন্ত্র্যে দীপ্তিময় নারীমূর্তি হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলো নারীকেন্দ্রিক হলেও পুরুষতন্ত্রের কাছে নারী আত্মসমর্পিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রগুলো সেখানে আত্মপ্রত্যয়, আত্মগরিমায় উজ্জ্বল। উনিশ শতকের লেখকের কাছে জীবনের সংজ্ঞা ছিল কামনা ও অপূর্ণতা, মিলন ও বিরহ, মৃত্যু ও জন্ম--ইত্যাদি কিছু ঘটনা ও অনুভূতির একটি স্রোত মাত্র। জীবন নামের ধারাটা তাই তাঁদের দৃষ্টিতে গিয়ে মিলত মিলনের মধুরতায় অথবা মৃত্যুর সমাধিক্ষেত্রে। [১] বিশ শতকের গোড়ায় জীবনকে নিয়ে সেই সরল ধারণা ক্রমশ বদলাতে শুরু করে।

সমাজ ও সাহিত্যের একটা নতুন পর্বের শুরু, এ কথা অনস্বীকার্য। দৃষ্টির আড়ালে যে গভীর গোপন মনের রসায়ন নীরবে সেই বহিরঙ্গের স্রোতের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে চলে, মগ্ন চৈতন্যের সেই লুকানো কারখানার সন্ধানে নেমেছেন মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক থেকে শুরু করে সৃজনশীল সাহিত্যিকরাও।

বিশ শতকের 'সবুজপত্রের যুগে তিনি নতুন যুগের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছেন। সেই যুগে তাঁর চোখে নারীর অবস্থান অনেক সংহত ও সপ্রতিভ। 'আমার মনে হয় পৃথিবীতে নতুন যুগ এসেছে। ...ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে।...কল্পান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে-- প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। তাদের মুখের ওপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয় -- যে ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে [২] রবীন্দ্রনাথ নারীকে এঁকেছেন শব্দ তুলির হরেক রকম আঁচড়ে। কখনও সেই নারী সুখে বহুবর্ণা উজ্জ্বল, কখনও দুঃখে সাদা-কালো-মলিন, কখনও বা ধূসর জীর্ণ। তবে যাই হোক না কেন, সবটুকুই তারই আবিষ্কার। সেই আবিষ্কার রবীন্দ্রমনের, রবির কিরণের ঝলকানিতে। তিনি তো বলেছেনই'

'আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা

তুমি আমারই, তুমি আমারই মম জীবন-মরণ বিহারী'

সমকালীন সমাজ ও লোকাচারে পিষ্ট বাঙালি নারীর রূঢ় বাস্তবতার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মুক্তি' কবিতায় এক গৃহবধূর দুর্বিষহ জীবনের হাহাকারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মুক্তি' কবিতায় বিদ্রোহিনীর কণ্ঠে সংসারের একঘেঁয়েমিপনার বিরুদ্ধে শোনা যায়-

"একটানা এক ক্লান্ত সুরে,

বাইশ বছর রয়েছি,

সেই এক চাকাতেই বাঁধা

পাকের ঘোরে আধা"

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেই আমরা প্রথম নারীবাদের অঙ্কুর দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে পূর্বসূরিদের চোখেই নারীকে দেখেন এবং পুরুষের প্রেরণা ও প্রেয়সী রূপেই আঁকার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলোতে চঞ্চল ও অস্থিরমতি নারীকে চিত্রিত করলেও 'সবুজপত্র' যুগের নারীদের সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে চিত্রায়িত করেছেন। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এক ভিন্নতর উপলব্ধিতে স্নাত হয়েছেন। কারণ, ইংল্যান্ডের মর্মমূল আহত জীবন জিজ্ঞাসা, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিজনিত দায়িত্ববোধ, সভ্যতা বিষয়ক অমঙ্গল আশঙ্কা, স্বদেশের অবমাননাকর সমালোচনা ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয় এসবের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় সূক্ষ্ম মননশীল রবীন্দ্র চেতনা যুগ যন্ত্রণা ও সৃষ্টিবেদনার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুর্ণজন্ম লাভ করে বিপুল বেগে ধাবিত হলো সৃষ্টির নতুন ধারণায়, জীবনালোকিত নতুন তটসীমায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে তাঁর সাহিত্যশিল্প বা সবুজপত্র যুগের সাহিত্যকর্ম নবতর বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এবং এ পর্বের নায়িকারা তাদের আচরণ ও উচ্চারণের দায়ভার নিজেরাই বহন করেছে। উনিশ শতকে নারীর অধিকার যখন অনেকটাই অকল্পনীয়, তখন রবীন্দ্রনাথ নারীকে তুলে এনেছেন তাঁর লেখনীর কেন্দ্রীয় চরিত্রে। নারীকে উপস্থাপন করেছেন : স্বাধীনচেতা, সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন ও সাহসী হিসেবে। বারে বারে তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন 'সিস্টেমে'র বিরুদ্ধে। নারীকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। তাঁর লেখায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদীরূপ তুলে এনেছেন। "নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী, রবীন্দ্র কাব্যে"- সাহিত্যে আজও নারী মুক্তির ঠিকানা। তাঁর চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬-১৯৩৭) শৌর্যে বিক্রমে পুরুষের সমকক্ষ। সে পুরুষালী বিদ্যায় শিক্ষিত, এমনকি পুরুষের বেশে সজ্জিত। আজকের যুগ হলে চিত্রাঙ্গদাকে নির্দ্বিধায় ক্রস ড্রেসার বলা যেত। তাও শেষ পর্যন্ত চিত্রাঙ্গদাকে তার প্রেমিকের কাছে সহকর্মিনী হবার অনুমতি চাইতে হয়:

"যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সঙ্কটে সম্পদে, সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে"। রবীন্দ্রনাথের শ্যামা (১৯৪০-১৯৪১) নারীর পক্ষে যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, তাই করেছে। ভালবাসার পাত্র শুধু বেছে নেওয়াই নয়, তাকে নিজের করে পেতে যেন তেন প্রকারেণ সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়েছে। শ্যামার আগ্রাসী প্রেমের পরিণতি হয়েছে ধ্বংসে। তার চেয়ে বড় কথা, এই দুই নারী চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্য মেয়েদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাননি বা চাননি বলেই মনে হয়। শ্যামা চিত্রাঙ্গদার উত্তরণের সঙ্গে বাকী দশজন মেয়ের অবস্থা জড়িয়ে ফেলেননি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস হাতেগোনা অল্প কয়েকটি। করুণা উপন্যাসের করুণা, 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের বিনোদিনী, 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, 'গোরা' উপন্যাসে সুচরিতা, চতুরঙ্গের 'দামিনী' ও ঘরে বাইরে'র বিমলা, 'যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুদিনী চরিত্রগুলোর প্রত্যেকে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন। 'চোখের বালি (১৯০৩) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক আধুনিক সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসে দেখা যায় অনন্য নারী বাল্যবিধবা বিনোদিনীর, সাহসকিতার এক স্বতন্ত্র সত্তায় উজ্জ্বল। তার চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাংক্ষার জাগরণ এবং তার মানসিক পরিবর্তনের টানাপোড়েন এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য চরিত্রটি। বৈধব্য নারী জীবনের এক অভিশাপ, দুর্ভাগ্য বলেই ব্যাখ্যা করেছেনে প্রাজ্ঞন সাহিত্যকেরা এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র ও রোহিণীর জীবন তৃষ্ণাকে স্বভাবে সর্মথন করতে পারবেন। এই উপন্যাসের মাধ্যমে মনোবিশ্লেষণের বৈপ্লবিক নতুনত্ব সঞ্চার করেছিলেন তিনি বাংলা উপন্যাস মাধ্যমে। মহেন্দ্র, আশা, বিহারী ও বিনোদিনী? দুজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের মনোদৈহিক চাহিদা ও সংকটের সমস্যা কীভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে তার গ্রন্থিমোচন হলো, বাঙালি সমাজ ও পারিবারিক জীবনের যুগসঞ্চিত সংস্কারে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আঘাত দিলেন, তার এক বিচিত্র, বলিষ্ঠ বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। [৩]

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে (১৯১৬) উপন্যাস রচনা করলেও এখানে তিনি নারী-স্বাধীনতা ও অধিকার-বিষয়ক তাঁর কিছু জিজ্ঞাসার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি জিজ্ঞাসাই ছিল যে, সমাজ বিশেষ করে সংসারে স্বামী যদি নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় জীবনাচরণের ক্ষেত্রে, সেই অধিকার বহন করার জন্য নারী কতখানি প্রস্তুত। কারণ মেনে নেয়া বা মানিয়ে নেয়ার চাইতেও অনেক কঠিন কাজ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নিজস্বতা বজায় রেখে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা। [৪]

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ (১৯২৯) উপন্যাস সূক্ষ্ম বনেদি আভিজাত্যবোধ এবং উঠতি ধনীর অর্থের স্থূলতর কাহিনী। হঠাৎ ধনাগমে স্ফীত শিক্ষাসংস্কৃতি-বিবর্জিত মধুসূদন মার্জিত আভিজাত্যে বর্ধিত পড়তি ঘরের স্নিগ্ধ মেয়ে কুমুদিনীকে বিয়ে করল। একদিকে কুমুদিনীর চরিত্রে তার অগ্রজ বিপ্রদাসের স্নিগ্ধমধুর আভিজাত্যমিত প্রভাব, আর একদিকে স্থূলর চির মধুসূদনের স্থূলতর আকাঙ্খার অশুচি পীড়ন। দাদা বিপ্রদাসকে উদ্দেশ্য করে নারীত্বের পূর্ণ

মর্যাদায় মানুষ হিসেবে বাঁচার প্রত্যয় ঘোষণা করে: 'দাদা সেইদিন তুমি আমাকেও স্বাধীন করে নিও। ততদিন ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোয়ানো যায়না।' [পরিচ্ছেদ ৭৫]

[-৫৭] এই মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের মধ্যে চমৎকারভাবে কুমুদিনী বা কুমু চরিত্রকে তুলে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চতুরঙ্গ (১৯১৫) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক জীবন রহস্য আবৃত 'দামিনী' নামের এক নারী চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন। বিধবা দামিনী যেন সত্যই আকাশের দামিনী ঝলক। শচীশ-দামিনীর প্রেমের এক বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের টানাপোড়েনে আবহমান বাংলার সহজিয়া সাধনার পার্থিব ও অপার্থিব প্রেম চেতনার যুগপৎ প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে।

রবীন্দ্রনাথের রোমাঞ্চ-আশ্রিত উপন্যাস শেষের কবিতা (১৯২৯)। এ উপন্যাসেই চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যের আর এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল নায়িকা লাবণ্য। লাবণ্য এসেছে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সমাজে নারীবন্দীর গতানুগতিক প্রথা ভাঙা আধুনিক ভূমিকায়, এক মুক্ত, স্বাধীন এবং আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে। প্রেমের পাশাপাশি লাবণ্যের এই পরিচয়টাই উপন্যাসের সম্পদ। লাবণ্য এসেছে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সমাজে নারীবন্দীর গতানুগতিক প্রথাভাঙা আধুনিক ভূমিকায়, এক মুক্ত, স্বাধীন এবং আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে। প্রেমের পাশাপাশি লাবণ্যের এই পরিচয়টাই উপন্যাসের সম্পদ। অমিতের কথায়, বন্যা-তুমি অনন্যা।

চার অধ্যায় (১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাস প্রকাশের পর 'কৈফিয়ত' শীর্ষক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ জানান : "যেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যানবস্তু বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা! নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়ক নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর" করে তা নয়, নির্ভর করে চারিদিকের অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের উপরও। নদী আপন বিশেষ রূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ, আর একদিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্তের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে

চেয়েছে।" এলা চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রণয়ন করেছেন যুক্তিবাদী ও আধুনিক মন আর বিজ্ঞানবাদী চেতনা। এই এলা জানে, নারীজাতি আর পুরুষজাতির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টতই শারীরবৃত্তীয়। যে-কারণে নারী পুরুষের মধ্যে মানসিক দূরত্ব না-রেখে যে যার যোগ্যতা অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলেই পেয়ে যাবে নিজের আসন। রবীন্দ্রনাথ এলা চরিত্রের মধ্যে অরূপরতন প্রেমের সন্ধানের পাশাপাশি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আদর্শ নারীর মনন প্রতিষ্ঠা করতেও ভোলেননি। এলাকে রবীন্দ্রনাথ যুক্তি, বুদ্ধি, প্রগতি আর দেশপ্রেমের চেতনা দিয়ে অসাধারণ নারীতে পরিণত করলেও সে যে নারী সে-সত্যকে এড়িয়ে যাননি। তাই উপন্যাসের শেষে এলা সব দলীয় শৃঙ্খলা ভেঙে ব্যক্তি-প্রেমের সেই শান্ত সৌম্য ধারণার কাছে ফিরে আসে।

রবীন্দ্রনাথের এই নারী ভাবনা আরও দৃপ্ত হয়ে ওঠে 'রক্ত করবী'র নন্দিনীর ধানী রঙের আঁচলের ছায়ায় আচ্ছন্ন সমগ্র নাটক তথা তাঁর সমস্ত চরিত্র। নন্দিনীর মায়াভরা চোখের দিকে তাকিয়েই বিশু গেয়ে উঠতে পারে, ভালোবাসি, ভালোবাসি/এইসুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি। নারী এখানে প্রমাণ এবং ভালোবাসার প্রতীক, যে যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবতাকে বিজেতা ঘোষণা করে।

নারী চরিত্রের অনন্য মহিমা চিহ্নিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলোতে। গ্রামীণ জীবন-নির্ভর গল্পগুলোতে নারীরা একদিকে উদ্বেলিত হয়েছে হৃদয়ের স্নেহ-ভালোবাসা ও প্রীতির প্রত্যাশায় অন্যদিকে শ্রেণীভেদ, জাতিগত বিপর্যয় প্রভৃতি কারণে হয়েছে নিষ্পেষিত। রবীন্দ্রসাহিত্যের সব নারীই মুক্তির মশাল জ্বেলে উদ্ভাসিত হয়েছেন। এরকম যেমন জীবিত ও মৃত গল্পের কাদম্বিনী , 'হৈমন্তী' গল্পের হৈমন্তী, 'দেনা পাওনা'য় নিরুপমা, 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণাল, 'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলা, 'বোষ্টমী' গল্পের 'আনন্দী বোষ্টমী'। আজকের নারীর এই এগিয়ে যাওয়ার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভিত্তিভূমি তৈরিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা খাটো করে দেখার উপায় নেই। সৌভিক রেজার 'রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে এক মুখচ্ছবি' প্রবন্ধে উদ্ধৃত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা দিয়ে এই লেখার ইতি টানা যাক- "সর্বভূমিতে তাঁর বিচরণ, সর্বক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপ্তি, সর্বদেশে তাঁর অধিষ্ঠান, সর্বমানবীয় আস্বাদে ও আকুলতায় তাঁর শিল্পীসত্তার পুষ্টি, সর্বজনের অন্তরে তাঁর অধিকার।" এখনও রবীন্দ্র কাব্যে-সাহিত্যেই মেলে নারী মুক্তির ঠিকানা।

তথ্যপঞ্জি

১. দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, "বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মেয়েরা" https://www.parabaas.com/rabindranath/articles/pDebjyoti.html [১৪-১-২০২০]

২. 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা' কালান্তর, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থালয় বিভাগ, পৃ. ৩৪১-৩৪২

৩. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,' মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পূর্ণমুদ্রিত নতুন সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ৪৯৯

৪. সৈয়দা নাজনীন আখতার, "প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য : জেন্ডার ও নারীবাদী পাঠ"। দ্র. সেলিনা হোসেন, [সম্পাদিত] 'সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, মার্চ ২০০৭, পৃ. ২৮৮

সুস্মিতা সোম, 'রবীন্দ্রভুবনে পরম-প্রেম-প্রকৃতি', এম এস পাবলিকেশন, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, মালদা বইমেলা, ২০০৯, পৃ. ১৯২

৫. সোহরাব হোসেন, "বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারী চরিত্র"। দ্র. ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত), 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', রত্নাবলী, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ৫৪

৬. মাসুদুল হক, রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে নারী http://bnps.org/journal/16/Masudul%20Haque.pdf [১৩-১-২০২০]

৪. কালান্তর, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৬২৪

নায়লা আহমেদ
উপসচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

"কোনও খানে নেই"

জানি আমি আছি
তোমার সকল প্রাত্যহিকতায়
দিন শুরুর শুভ কামনায়.....
দুপুরের দৈনন্দিনতায়
বিকেলের রোদ ভেজা শুভ্রতায়
সবখানে আছি আমি,
অথচ কোনও খানে নেই।
আমি তোমার গল্পে আছি,
চিন্তায় নেই;
শব্দের সুতীব্র উচ্চারণে আছি;
নৈশব্দের মায়াময় চেতনায় নেই!
স্বপ্নের বিবরণে আছি,
কল্পনার গহীনে নেই,
আমি সবখানে আছি
অথচ, কোনও খানে নেই!
ইচ্ছে হলেই তুমি ভুলতে পারো
আমার আজন্ম লালিত ভালোবাসা
প্রতিদিনের বিরতিহীন খুঁজে চলা!
নিমিষেই করতে পারো তুচ্ছ.....
অনুভূতির সাত সমুদ্র!
আমি তোমার সবখানে আছি
অথচ, কোনও খানে নেই!!

(নাঈমা হোসেন)
উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

জীবাশ্ম ভালবাসা

এখানে সেখানে পড়ে আছে স্মৃতিগুলো,
ওই তো ওখানে, মেঝেতে দাগ লেগেছে তোমার ঘ্রাণে

শাড়ী থেকে সুরমায়,
বিছানা আর বালিশে,
চুল থেকে চশমায়।

সোনা রোদ টুকু যেখানটায় প্রথম আলো ফেলে
অলিন্দের যে কোণ টুকুতে প্রথম কিরণ এসে ছুঁয়ে যায়,
ঠিক সেখানটায় তোমার দাগ লেগে আছে।

দোয়েলটা যেখানে মাঝে মাঝেই এসে বসে,
আর যেখানে টুপটাপ ঝরে পড়ে শিউলি
লেগেই আছে তোমার ঘ্রাণ সেখানটায়।
নরম পাঁপড়ির মতো ঠোঁট দুটোতে
যখন তোমার তরল আদর জমে,
মধুময় ঘ্রাণে ভরে যায় দিগ্বিদিক,
ভেজাসুখে প্রাণ পায় ফিরে
আর মরিবার সাধ হয় তার,
এখনো সেখানে স্মৃতির দাগই লেগে যায়।

স্মৃতির ঘ্রাণ মিশে আছে পাউডারের ঐ কৌটায়
চিবুক আর চিরুনিতে,
আংগুলে আর আয়নায়।

যত্নে তোলা স্মৃতি
পুড়ি না আমি, বরং স্মৃতি পোড়ায়
পুড়িয়ে পুড়িয়ে জীবাশ্ম করে তুলেছে
আমায়, ভালোবাসায়!

সুলতানা ইয়াসমীন
উপসচিব
সড়ক ও পরিবহন

অবয়ব

বয়স কতইবা হবে, ত্রিশ কিংবা বত্রিশ! ছিপছিপে চেহারা ছবি, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, পরনে আধা ময়লা সবুজ পাড়ের শাড়ী, পায়ে এক জোড়া চটি, নাম মিনারা বেগম, ট্রেনের অপেক্ষায় দেওয়ানগঞ্জ রেল স্টেশনে বসে আছে তাও ঘন্টার উপরে। উন্মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে এদিক ওদিক তাকায়। স্টেশনের বাতির আলোয় তার চোখগুলো চিক্ চিক্ করে। দেওয়ানগঞ্জের গোবিন্দপুরই তার গ্রাম। গন্তব্য তার ঢাকা-পাশের গ্রামের এক আত্মীয়ের বাসায় কাজে যাওয়া। সাথে একটি পুটলি যাতে তার একটা ছেঁড়া শাড়ী, তার সোনামানিক রবিউলের একটা শার্ট, রবিউলের বাবার প্রথম বয়সে দেওয়া একটা আয়না ও খালি স্নোর কৌটা।

বাড়ির পাশে যমুনা নদী, তার এক চালা ডেরা, অসুস্থ শ্বাশুড়ী, চেনা পথ সব ছেড়ে যেতে মাঝে মাঝে চোখটা ছল ছল করে, পরক্ষণেই তা আবার মিলিয়ে যায়। ধীরে ধীরে রাত বাড়ে দেওয়ানগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী রাতের শেষ ট্রেনে উঠে বসে। পাশের সীটের তার বাবার বয়সী একজন ট্রেনে উঠেই ঘুম। এই

দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে গাদাগাদি করে সবাই বসেই যায়। যে যার মত ঘুমানোর জন্য ব্যস্ত। ব্যস্ত ট্রেনের হকাররাও; কেউবা গরম ডিম, বন, কেউ পান সিগারেট, কেউবা চা বিক্রি করছে, যে যার মত। দিনের শেষের পাল্লা ভারের প্রতিযোগিতায় মত্ত তারা। দু-তিন সীট পরে একজন অল্পবয়সী বাচ্চার মা উঠেছে মাঝে মাঝে বাচ্চাটি কান্না শুরু করছে। বাচ্চার কান্না মায়ের অস্বস্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। হেমন্তের রাত, আকাশ রাঙিয়ে থালার মত চাঁদটা আরও উজ্জ্বল হতে থাকে। মিনারার চোখ লেগে আসে, ট্রেনের দুলুনি, হুইসেল তার তন্দ্রা আরও বাড়িয়ে দেয়।

হঠাৎ পাশের কামরায় হট্টগোল শোনা যায়। ধুপ ধাপ আওয়াজ। সবকিছু ছাপিয়ে ১২/১৩ বৎসর বয়সের একটা ছেলের কণ্ঠে মাগো মাগো বলে আর্ত-চিৎকার। মিনারার পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠে। নাড়ীর মধ্যে একটা টান অনুভব করে-আহারে বেচারা। কোন মায়ের নাড়ী ছেড়া ধন। ধুপ ধুপ আওয়াজ আর ছেলেটা মাগো মাগো চিৎকারে পরিবেশটা একটু নড়ে চড়ে উঠে। কিছু বুঝার আগেই পা বাড়ায় পাশের কামড়ার দিকে। টি টির কর্কশ স্বরের চিৎকারে সে সম্বিৎ ফিরে পায়, বুঝতে বাকী নেই সেই ছোকরাটা একটি ছিচকে পকেটমার। সবাই যে যার মত এক হাত দেখে নিচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে থাকে কিন্তু মিনারার নাড়ীর মোচড়টা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। পৃথিবীর সকল মায়ের জন্য তার কষ্ট হয়, ভীষণ কষ্ট। অকৃত্রিম এক করুনায় মনে হয় রবিউল তাকে একবারে ছেড়ে গিয়ে ভালই করেছে। তা না হলে হত দরিদ্র বাপ ছাড়া পোলাটারও বেঁচে থাকার তাগিদে হয়ত কারো পকেটে হাত ঢুকাতে হত। এত কষ্টের মাঝেও তার একটু সুখ অনুভূত হয়। এই মিশ্র অনুভূতিই সবাই পায় না, অভাগারা পায় বেশী, নিজের মত করে।

মাকে তার মনে নেই, সবার কাছ থেকে শুনে তার একটা অবয়ব বুকে ধারণ করেছে মিনারা। মিনারার বয়স ৩ কিংবা ৪ বৎসর, দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দিতে চিরতরে সন্তানসহ হারিয়ে যায় মা। হারিয়ে যাওয়ার যে অর্থ সেই অর্থ বুঝার আগেই হতদরিদ্র বাবার ঘরে দ্বিতীয় স্ত্রী আসে-সন্তান সন্ততিতে ঘর ভরে যায়, অভাব বাড়ে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে তার প্রতি ভালবাসাহীনতা, সেই ঘরে সে মিশে গেলেও মানিয়ে নিতে পারেনি, কিছুটা অযত্ন কিছুটা নিজে না মানতে পারায়।

তারপরও কেটে যায় দিন রাত বছর। অল্প বয়সেই বাবা বিয়ে দেয় পাশের

গ্রামে দিনমজুর চাঁন মিয়ার কাছে। জীবন এবার হেসে উঠে। চাঁন মিয়া তাকে খুব ভালবাসে। বছর দুই না যেতেই ঘর ভরে রবির আলো ঢুকে, তাই ছেলেটার নাম দেয় রবিউল। চাঁন মিয়াও রবিউলের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠে। জানের টুকরাদের ফেলে ঢাকায় যায়, রিক্সা চালায়। ঢাকা থেকে প্রথম বার ফেরার পথে চাঁন মিয়া তার জন্য একটা শাড়ী, পুটলির ভেতর থাকা আয়না আর স্নো এর কৌটা নিয়ে এসেছিল, কি যে খুশী মিনারা। আকাশ ভাঙ্গা সুখ! সেই ভালবাসার, সেই সুখের খালি স্নো এর কৌটাটা এখনো তাই বয়ে বেড়ায় সব সময়।

আস্তে আস্তে চাঁন মিয়া পাল্টাতে থাকে, অনেক দিন বাড়ী আসে না, তাদের কোন খোঁজ নেয় না, শুনতে পায় ঢাকায় গার্মেন্টসের এক মেয়েকে বিয়ে করেছে-বিশ্বাস হতে চায় না। অবিশ্বাসের দোলায় থাকতে থাকতে একদিন চাঁন মিয়া নতুন বউকে নিয়ে ঘরে ফিরে শাশুড়ীর লাগোয়া এক চালা ডেরায়, যে ডেরায় সে স্বপ্ন বুনেছিল। চাঁন মিয়ার উপর তীব্র অভিমানে সে রাতে রবিউলকে প্রচণ্ড মেরেছিল, এখন মনে হলে তার বুক ধরে আসে, কি যে অসম্ভব কেঁদেছিল সে, আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে, কান্না করে নিজেকে সামলে নিয়েছিল চিরতরে।

ট্রেন আরো জোরে চলে, মিনারার ভাবনাগুলোও এলোমেলো হতে থাকে, তাকে শুধু তাড়িয়ে বেড়ায়। বাবা মারা যাওয়ায় তার বাবার ঘরে আর ফেরা হয় না, শাশুড়ীর কাছে ছেলে সমেত থেকে যায়। কষ্ট পায়, অভিমানী মিনারা আর চাঁন মিয়ার দিকে ফিরেও তাকায় না। চাঁন মিয়া তার নতুন বউ সমেত ঢাকায়

চলে আসে, মিনারাও স্বপ্ন দেখে অন্যভাবে, সবার স্বপ্ন আসলে থেকেই যায় শুধু তার রং বদলায়। তার স্বপ্ন এবার তার রবিউল। বন্যা কবলিত দেওয়ানগঞ্জের লোকজন অতি দরিদ্র। এবাড়ী ওবাড়ী কাজ করেও তিন পেটের ভাতই জোগাড় হয় না। এভাবেই তাই আগেও এসেছিল নাড়ীছেড়া ধনের ভবিষ্যত চিন্তায় ট্রেনে চেপে ঢাকায়। স্বপ্নে বিভোর। ছেলেতো তাকে ছেড়ে যাবে না-সেতো তার নাড়ী ছেড়া ধন। ভাল না থাকার মত করে ভাল থাকা মানিয়ে নেওয়া যায়। এভাবে কেটে যায় আর তিন চার বছর। রবিউল তখন ছয় বৎসর পার করেছে। একদিন বাসায় গৃহকর্ত্রী জানায় বাড়ী থেকে তার ফোন এসেছে। সে বাড়ী আসে। যমুনা লাগোয়া গোবিন্দপুর গ্রামের ছেলেরা প্রতিদিনকার মত যমুনাতে গোসলে যায়। রবিউল ও যায়। সবাই ফিরে শুধু তার রবিউল আর ফিরেনি। কি অদ্ভুত কারণে যখন রবিউলের নিথর দেহ ফেরত পেল সে কাঁদেনি, চাঁন মিয়াও আসে, তাকে জড়িয়ে ধরে কিন্তু ভাবলেশহীন ভাবে সে শুধু দূরে তাকিয়ে থাকে। কেন যেন তার ভালবাসাগুলো স্থায়ী হয় না। কিছুই মিলাতে পারে না। তার আর কোথাও ফেরা হয় না। না স্বামী, না ছেলে, কেউ পাশে থাকে না-সে তবুও থেকে যায় শাশুড়ীর সাথে। এক আধ বেলা খেয়ে না খেয়ে চালিয়ে যায় জীবন। তার আর কোন স্বপ্ন নেই, নেই কোন স্বপ্নের রং-শুধুই স্মৃতি আকঁড়ে বেঁচে থাকা।

তার সকল চিন্তা ছেদ্ করে ট্রেন ময়মনসিংহ স্টেশন এসেছে। রাতের আধার ডিঙ্গিয়ে আবার সরব হয় স্টেশন। কিছু লোক নেমে যায়। আরো কিছু লোক ট্রেনে উঠে। ট্রেন ময়মনসিংহ শহর ছেড়ে যায়। রাত বাড়ে। সবাই আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু মিনারার চোখে ঘুম নেই, মিনারাকে তার জীবন ভাবিয়ে তুলে।

কিছুক্ষণ পর টের পায় তার পায়ের কাছে গুটিশুটি মেরে বসে আছে ময়লা জামা পড়া শ্যাম বর্ণের একটা ১২/১৩ বৎসরের ছেলে। কম্পার্টমেন্টের মৃদু আলোয় দেখতে পায় ছেলেটার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। শার্টটা ছেড়া, আবলো থাবলো মুখ, মাঝে মধ্যে আঘাতের চিহ্ন। বুঝতে বাকী রইল না এই সেই ছিচকে পকেটমার। ছেলেটা মাঝে মধ্যে ব্যাথায় ডুঁকরে উঠে। মিনারা আবারো তীব্র নাড়ীর টান অনুভব করে। বেঁচে থাকলে রবিউলও হয়ত এই বয়সেরই হত। মাথায় হাত বুলায় সে। তার সেই আশ্বস্ত হাতের ছোয়ায় ছেলেটির চোখ ছলছল করতে থাকে। ভালবাসাহীন লোকেরা বুঝি এত অল্প ভালোবাসায় বিমোহিত হয়। একটা বিভ্রান্তি পেয়ে বসে তাকে-সেতো রবিউলই। জীবন ছুবির হয়, সব কিছুই হেরে যায় একজন মায়ের কাছে। মিনারার সব কষ্ট মিলে যায়। কি যে অদ্ভুত আবেগে তাকে আদর করে সে। কেন যেন, সম্পর্কহীনতার সম্পর্কগুলো কেমন যেন হয়। না নাড়ীর টান, না মনের টান। কোথায় যেন সেই অনুভব। ট্রেন গফরগাঁও পার হয়। সমস্বরে দুলুনি আর আর হুইসেলে বিকট আওয়াজ দিয়ে ট্রেন দ্রুত বেগে এগিয়ে যায় তার নিজস্ব গন্তব্যে।

এভাবে কতক্ষণ কাটে বুঝতে পারেনি। এতক্ষণে ছেলেটিও চোখ বন্ধ করেছে। কিযে শান্ত, স্থির, আশ্বস্ত তার মুখ। যেন বৈশাখী ঝড়ের পর বিধ্বস্ত প্রকৃতির মাঝে বেঁচে যাওয়া মুক্ত প্রাণের খেলা। মিনারা তার হাতটি চেপে রাখে-যেন আজন্ম এ স্পর্শটা সে বুকে লালন করছে। বুকের গহীণে হু হু করতে থাকে। ট্রেন শ্রীপুর শালবনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। আকাশের চাঁদের আলোয়

শালবনকে এক মায়াবী বেদনার রাতের মূর্তপ্রতীক মনে হতে থাকে। অন্ধকার আরো নিকষ হয়, কম্পার্টমেন্টের সবাই যে যার মত ঘুম। হয়ত কিছুক্ষণ পর ফিরে যাবে যে যার গন্তব্যহীন গন্তব্যে। মাঝের কিছু সময়ের বিক্ষিপ্ততা, ভালাবাসা আর প্রাণের এক অদ্ভূত সংমিশ্রণে মিনারার ঘুম আসে না। পৃথিবীর সব মায়ের জন্য তার কষ্ট বাড়তে থাকে। আকাশ ছাপিয়ে জোৎস্না, অন্ধকার, আলো আধারী খেলা, এত সুন্দর পৃথিবী, পৃথিবীর সব মায়েরা ভাল থাকুক-এই প্রত্যাশা নিয়ে জেগে থাকে এক মা

আছমা সুলতানা (বন্যা)
উপসচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুক্তি আন্দোলনে নারী

"কোন রনে কত খুন দিল নর
লেখা আছে ইতিহাসে।
কতনারী দিল সিঁথির সিঁদুর
লেখা নাই তার পাশে।"
=কাজী নজরুল ইসলাম=

শুধু কি সিঁথির সিঁদুর!! ইজ্জত, প্রাণ, নাড়ি ছেঁড়া ধন সন্তানকে এবং স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়া কোনটি বিসর্জন করেনি নারী? কতটুকু স্বীকৃতি আছে ইতিহাসে?

বিশ শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশক থেকে নারী আন্দোলন ও নারী উন্নয়নের নেত্রীরা নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সুদৃষ্টি স্পষ্ট হয়েছে ১৯৯৭ সালে। এ বছরেই প্রথমবারের মত বলা হয়েছিল-স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অসামান্য অবদান রেখেছেন। অথচ স্বাধীনতার নিকটবর্তী সময়ে নারীর বীরত্বকে আড়াল করে, তাঁদের ধর্ষিত হওয়ার কাহিনী আর পুনর্বাসন নিয়ে ব্যস্ততা দেখা যায়। নারীর যুদ্ধে অবদান বলতে তাঁর ধর্ষিত হওয়া, তাঁর স্বামী সন্তানের যুদ্ধে যাওয়া, স্বামী-সন্তান হারা হওয়া এসবকেই বুঝি। কিন্তু বাঙালির ইতিহাসে নারীদের যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের নজির ৭১' এর বহু আগে থেকেই শুরু হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমি কয়েক'শ বছরব্যাপী বিস্তৃত। সেই বিস্তৃত সময় ধরে আমাদের নারীরা সশস্ত্র যুদ্ধ করেছেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে লীলা নাগ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দের, কল্পনা দত্ত অসীম সাহসের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁরা মানুষের অধিকার সংরক্ষণে সশস্ত্র যুদ্ধ অবতীর্ণ হন। তাই তাঁরা একই সাথে মানবাধিকার, স্বাধিকার ও মুক্তিকামী সৈনিক। আমাদের বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন ছিলেন নারীর মানবাধিকারের অন্যতম প্রবক্তা-যিনি আমৃত্যু লড়েছেন নারীর রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে। তিনি নারীর হৃদয়ে যে চেতনা স্থাপন করেছিলেন-তারই পথ ধরে বাঙালী নারীরা ৪৭, ৫২, ৬৬, ৬৯, ৭১-এ সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থানে পৌছেছেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল, ভাষা থেকে ভূ-খন্ড তৈরির কান্ডারি। এ আন্দোলনের সঙ্গে জাতিসত্তার ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই আন্দোলনেও নারীরা অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু ক'জনা তাঁদের অবদানকে হৃদয়ে ধারণ করি! কিংবা ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে ফুল দেবার সময় তাঁদের মুখগুলো ক'জনের মনের জানালায় উঁকি দেয়।

মমতাজ বেগম, বেগম জাহান আরা, সানজিদা খাতুন, শরিফা খাতুন, নিলুফার আহমেদ ডলি, নার্গিস আখতার, ডা. কুলসুম বেগম, তাহমিদা সাঈদা, নাদেরা বেগম, সোফিয়া খান, শামসুন্নাহার আহসান, সুফিয়া কবির, হালিমা খাতুন, প্রতিভা মুৎসুদ্দি প্রমুখ অসামান্য নারীরা সাংগঠনিক তৎপরতা আর মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করে আমাদের ঋণী করে গিয়েছেন।

অতঃপর ৬৬, ৬৯ পেরিয়ে ৭১ এ পদার্পন। দেশের সব জেলায় নারীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব নারীরাই নিয়েছিলেন। নারীরা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের হাজার বছরের পরাধীনতার গ্লানি মোচনে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। তাঁরা কখনও একক বা বিচ্ছিন্নভাবে, কখনো সংগঠিতভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমি কয়েক'শ বছরব্যাপী বিস্তৃত। সেই বিস্তৃত পরিসরের অংশ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের বিজয়ে নারী জনগোষ্ঠীর অবদান পুরুষের সমকৃতিত্বেরই পরিচয় বহন করে-সেটা আজ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রমাণিত। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিটি ধাপে সৃজনশীল, দক্ষ, অকুতোভয় বীর, যোদ্ধা ও সংগঠক হিসেবে নারীর অবদান উল্লেখ করবার মত। আজ এই বিজয়ের মাসে অন্তরের গভীর থেকে, বিনত মস্তকে তাঁদের ও তাঁদের পরিবারকে জানাই-কৃতজ্ঞতা আর অন্তহীন ভালবাসা।

আখতার জাহান শাম্মী
সহকারি অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা
সরকারি আদমজীনগর এম, ডব্লিউ কলেজ
নারায়ণগঞ্জ।

নারী নিরাপত্তা ঃ উদ্বেগ নয়, উত্তরণ জরুরি

ভূমিকাঃ

নারীর সমার্থক শব্দগুলো হচ্ছে স্ত্রী, মেয়ে, রমণী, মানবী, মহিলা, ললনা, অঙ্গনা, কামিনী, অবলা, আওরত, জেনানা, বনিতা, শব্রী ইত্যাদি। নারী নিরাপত্তা বলতে আমরা বুঝি তাদের সুরক্ষা বা বিপদ শূন্যতা। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে মর্যাদার সাথে বসবাস করার জন্য নারীর সুরক্ষা প্রয়োজন। কেননা নারীর নিরাপত্তাহীনতা খুবই নৈমিত্তিক ও পুনঃপৌনিক। বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষের সমানাধিকারকে নিশ্চিত করেছে। সংবিধানের ২৯ (১) অনুচ্ছেদে আছে, "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের সমতা থাকবে।" সংবিধানের ২৯ (৩) অনুচ্ছেদে আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। "কিন্তু সমাজে নারী- পুরুষের চরম বৈষম্য দেখা যায়। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন।

প্রতিনিয়ত নারীকে ঘরে-বাইরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হচ্ছে। যেমন, নগরে নারীর একা চলাচলে নিরাপত্তার অভাব যানবাহনে চলাচলে নিরাপত্তাহীনতা, প্রতিনিয়ত যৌন হয়রানি ও আইনের সঠিক প্রয়োগের অনিশ্চয়তা নারীর স্বাধীন চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে ঘিরে নাগরিক ভাবনাগুলোর সমন্বয় সাধন এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি হয়ে পড়েছে।

নারী নিরাপত্তাঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

মোটাদাগে নারীরা নিম্নলিখিত ইস্যুগুলোতেই অনিরাপদ বোধ করে থাকে ঃ

-ইভটিজিং
-যৌন হয়রানি
-শ্লীলতাহানি
-ধর্ষণ
-মানসম্মানের ভয়ে আত্মহত্যা প্রবণতা
-অবৈধ সম্পর্ক
-পরিবারের অমতে বিবাহ

-পারিবারিক অশান্তি
-পরকীয়া
-এমনকি সমস্যা তালাক পর্যন্তও গড়িয়ে থাকে।

অনিরাপদ বলতে শুধুমাত্র যৌন হয়রানিকেই আমরা অভিহিত করতে পারি না, বরং যৌন হয়রানিমূলক ইঙ্গিত, ইভটিজিং, অশালীন মন্তব্য এসব কিছুই নারীর জন্য অনিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এরকম নানা বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার ভয়ে অনেকেই নিজেকে কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে রাখেন আর কেউ কেউ এসবের শিকার হয়েও চক্ষুলজ্জা, সমাজের অপ্রত্যাশিত দৃষ্টিভঙ্গি অথবা আয়ের উৎস হারানোর আশংকায় চুপ করে যায়। রাস্তাঘাট, গণপরিবহন, বিপণি বিতান, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। তারা আজ আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। তারা এ ধরনের ঘটনায় পুলিশের সাহায্য-সহযোগিতা নেয়াকে বিড়ম্বনা মনে করেন।

নারী নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনসমূহঃ

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণের সনদ জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ধর্মীয় বিধান পরিপালনসহ সাধারণ আইনের পাশাপাশি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(২০১৩ সালের সংশোধনীসহ), যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন, ২০১৭, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ প্রভৃতি আইন ও বিধিবিধান প্রয়োগের ফলে কর্মক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘরে বাইরে সমানতালে নারীঃ

যে কাজগুলো নিয়মিত ঘরে করা হয়, কিন্তু তার স্বীকৃতি, মূল্যায়ন ও আর্থিক মূল্য নেই, যেমন-পরিবারের প্রতি ভালবাসা, ঘর সাজানো, সন্তান লালন পালন, পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের দেখাশোনা করা, বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি কাজকেই গৃহস্থালির কাজ বলা হয়। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্ক শহরে একটি পোশাক কারখানায় নারী শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি ও শ্রমের দাবিতে আন্দোলন, ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কে পোশাক শ্রমিক ইউনিয়নের নারীরা ১৪ দিন ধরে প্রতিবাদ সমাবেশ করে যে অধিকার আদায় করেন তার সুফল স্বরূপ আজ বর্তমান বিশ্বে ২২ জন নারী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা, পাকিস্তানে মালালা ইউসুফ জাইয়ের নোবেল পুরস্কার লাভ, নিশাত মজুমদারের হিমালয় পর্বত জয়, সালমারা আজ বিশ্ব

ক্রিকেট জয়ের গৌরব, জুয়েনা আজিজের জ্যেষ্ঠ সচিব, প্রায় ৯০ এর দশক থেকে বাংলাদেশ পুলিশে বিভিন্ন জেলাতে নারী পুলিশ সুপার পদায়ন, মুনজারিন রাইয়ান ও ক্যাপ্টেন আলিয়া মান্নানদের বিমান বাংলাদেশের বোয়িং ৭৮৭ ড্রিম লাইনার 'আকাশ বীণার' ফার্স্ট অফিসার হয়ে ওঠা, বাগেরহাটের মেয়ে মিরোনা আজ ফুটবল কোচ হওয়া, সাবিনা ইয়াসমিনদের উবারে মোটর সাইকেল চালিয়ে যাত্রী বহন করে জীবিকা নির্বাহ করা, কিশোরগঞ্জের সাবরিনারা আজ হাওড়ের মুক্ত পরিবেশ ছেড়ে বাংলাদেশ পুলিশে যোগ দিয়ে পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাও সহিংসতা বন্ধে ১৮ ঘণ্টা ডিউটি করা। বাংলাদেশে বেগম রোকেয়ার উত্তরসুরিরা আজ কর্মক্ষেত্রে নানা দিগন্তে সফল।

নারী অনিরাপত্তার সাধারণ পরিসংখ্যানঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে ব্যাংকিং সেক্টরে ২২% নারী নিয়োজিত, গার্মেন্টস শিল্পে ৯০% নারী শ্রমিক কাজ করে বৈদেশিক রেমিটেন্স আয় করে। বাংলাদেশের মোট উদ্যোক্তার ৩২% নারী, ২০১৩ সালে উচ্চ পদে নারীর সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ২০১৭ সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার- (৮ মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা প্রথম, ১৩তম, প্রথম আলোর প্রতিবেদন)। ২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ) উপলক্ষে প্রকাশিত দেশের নারী নির্যাতনের বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একটি জাতীয় দৈনিকের দীর্ঘ অনুসন্ধান বলে, নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক ৯৭ শতাংশ মামলায় সাজা নেই। সমাজ চিত্র বলছে, দেশে এখনও ৮৭ শতাংশ নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার; ৯২ শতাংশ নারী গণপরিবহনে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হচ্ছে, বাল্যবিয়ের হার ৫০ শতাংশের ওপরে। নারী সমাজের নির্দিষ্ট একটা শ্রেণি রাজনীতিতে, প্রশাসনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সক্রিয়। এই সীমিত সক্রিয়তা দিয়ে নারী সমাজের প্রকৃত ক্ষমতায়ন হচ্ছে না বলেই নারীরা পদে পদে নিগৃহীত হচ্ছে।

নারী নিরাপত্তাহীনতার চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ ঃ

সমাজের সাধারণ নারীরা তথা গার্মেন্টসের সুবিধা বঞ্চিত বা দরিদ্র ঘরের নারী ও মেয়েদের অবস্থা বেশি করুণ। বাদ যায় না উচ্চ শিক্ষিত কর্মজীবি নারীরাও। প্রথমতঃ তারা ঘটনার শিকার হলে সমাজ উল্টো তাদের দোষী করে থাকে। পথেঘাট, দোকানপাট, বিপণি বিতান বা পার্কে মেয়েদের বখাটেরা উত্যক্ত করে থাকে। এমনকি অফিসের সহকর্মী বা বসেরা কাজের নামে নারী

পেশাজীবীদের অহরহ বিরক্ত করে থাকেন। এটাও একধরনের যৌন হয়রানি। উল্লেখ্য, অবাধ মেলামেশা, না জেনে শুনে বখাটে বা সন্ত্রাসীদের সাথে সখ্য গড়ে তোলা, অবাধ চলাফেরা ও অশ্লীল পোশাক, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদির কারণেও অহরহ যৌন হয়রানির সুযোগ ঘটে এবং নারীরা বিড়ম্বনার শিকার হন। এ ছাড়া সিনেমা, মডেলিং, অভিনয়, আড্ডা ইত্যাদির নামে ঘনিষ্ঠতা থেকে নারী তার সর্বস্ব হারিয়ে ফেলতে পারেন। কোনো নারী বা মেয়ে তাদের বন্ধু বা সহপাঠীদের সাথে ঘুরে বেড়ানোর মাধ্যমে অজান্তে নেশাজাতীয় ড্রিংকস খেলে তখনই বিপত্তি। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা ব্ল্যাক মেইলের ফাঁদে পড়ে থাকে। বন্ধুরা তাদের আপত্তিকর ভিডিও চিত্রগুলো বাজারে ছেড়ে দেয়ার কথা জানিয়ে টাকা দাবি করে জিম্মি করে। এক্ষেত্রে নারীরা ও তাদের পরিবার বড়ই অসহায়। অনেক নারীর পরিবার এসব ঘটনার ব্যাপারে লজ্জালজ্জার কারণে পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে চায় না। সহপাঠী বন্ধু বা বখাটেদের উৎপাতে অনেক নারী শেষে আত্মহত্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাদের সমাজে নারীর নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব, তারাই রক্ষক হয়ে ভক্ষক সাজে। শিক্ষক, গৃহকর্তা, পুলিশ, স্বামী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মী, বিত্তশালীসহ সমাজকে মনে রাখতে হবে, নারীরা কোনোভাবেই ভোগের বস্তু নয়। এসব অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে ঘিরে সবার ভাবনাগুলোর সমন্বয় সাধন এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

আন্তর্জাতিক বিশ্বে নারী সমস্যার ভয়াবহ চিত্র :

- ইংল্যান্ডে প্রতি ৪ জনে তিন জন মেয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হন। বেশির ভাগ নির্যাতনকারী হয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা সহকর্মী।
- ভারতে নারী ভ্রূণ হত্যা এবং নারী সন্তান হত্যার জন্য বিগত শতকে ৫০ মিলিয়ন নিখোঁজ রয়েছে। ২০০০ সালে পারিবারিক সম্মান রক্ষার নামে ১০০০ নারীকে খুন বা অনার কিলিং করা হয়েছে।
- বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কমপক্ষে ১২.৫ লাখ অবিবাহিত কিশোরী গর্ভ ধারণ করে।
- সুসভ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি হাজারে ৩০৭ জন নারী সহকর্মীদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। সেখানে প্রতি মিনিটে একজন নারী হারায় তার সম্ভ্রম।

- জার্মানীতে কর্মস্থলে শতকরা ৭২ জনের মত মহিলা জীবনে একবার কিংবা একাধিকবার বিভিন্ন মাত্রার যৌন নির্যাতনের শিকার হন।
- লুক্সেমবার্গে জীবনে অন্তত একবার ৭৮% মেয়ের যৌন নির্যাতনের শিকার হন।

(সূত্র : ইন্টারনেট)

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর মর্যাদাঃ

আমাদের দেশে পুরুষত্ব মানে ক্ষমতা, আধিপত্য, অভিভাবকত্ব। সু-লেখক নাসির হেলাল রচিত নবী রাসুলের জীবন কথা প্রথম খন্ড বইয়ের ২৩-২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন আদম (আঃ) এর বাম পাঁজরের একখানা হাড় খুলে নিয়ে সৃষ্টি করলেন অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী বিবি হাওয়াকে। তাই আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণ কর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।" এছাড়াও পবিত্র কুরআনে সূরা আন নিসা'তে নারীদের মর্যাদা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নারী নিরাপত্তাহীনতার উৎসসমূহ :

নারীর নিরাপত্তা সমস্যাগুলো প্রধানত তিনটি উৎস হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

১. পারিবারিক সমস্যা :

এ সমস্যাটিরও রয়েছে কয়েকটি ভাগ।

ক. মানসিক নির্যাতন : পরিবারে একজন নারীকে বিভিন্নভাবে মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

খ. শারীরিক নির্যাতন : মানসিক নির্যাতনের পরবর্তী ধাপ হিসাবে বহু নারীকেই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। স্বামীর হাতে তো বটেই এমনকি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের হাতে নারীকে অত্যাচারিত হতে হয়।

গ. পারিবারিক বৈষম্য : পারিবারিক পরিবেশে নারীকে চরম লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হতে হয়। পরিবারের সমস্ত ভাল জিনিস পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। বাকস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা প্রভৃতির অধিকার কেবল পুরুষেরই থাকে।

ঘ. যৌতুক : যৌতুক হচ্ছে সমাজের একটি সংক্রামক ব্যাধি। যৌতুকের শুরু সামান্য উপহার উপঢৌকন থেকে কিন্তু এর পরিণতি প্রত্যাশা সারা জীবনের কান্না বয়ে আনে।

ঙ. তালাক : বর্তমান সমাজে পুরুষ ইচ্ছামত নারীকে তালাক প্রদান করে নারীকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দেয়। প্রতি বছর কয়েক হাজার নারী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে বাবার বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে তারা অন্ধকার জগতেও পা বাড়ায়।

চ নারীর অবমূল্যায়ন : পারিবারিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই নারীর অবদান, পরিশ্রম, কষ্টকে খাটো করে দেখা হয়। অনেক সময় চাকরিজীবী মহিলার বেতনের টাকাটি পর্যন্ত স্বামী জোর করে নিয়ে নেয়। ন্যূনতম খরচের স্বাধীনতাও তার থাকে না।

ছ. পরকীয়া : পরকীয়া হলো বিবাহিত ব্যক্তির অন্য কারো সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা। পর্দাহীনতা, অবাধ মেলামেশা ও মিডিয়ার কারণে আমাদের সমাজে পরকীয়া একটি সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

২. সামাজিক সমস্যা :

ক. ইভটিজিং : ইভটিজিং প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথে ঘাটে উত্ত্যক্ত করা বা পুরুষ দ্বারা নারী নিগ্রহ নির্দেশক একটি কাব্যিক শব্দ মূলত ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালে ব্যবহৃত হয়। এটি এক ধরনের যৌন আগ্রাসন যার মধ্যে রয়েছে যৌন ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য, প্রকাশ্যে অযাচিত স্পর্শ, শিস দেয়া বা শরীরের সংবেদনশীল অংশে হস্তক্ষেপ।

খ. ধর্ষণ/গণধর্ষণ : নারীর চূড়ান্ত অবমাননা হচ্ছে ধর্ষণ বা গণধর্ষণ। বর্তমানে নারী ধর্ষণের হার সমাজে মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে চলন্ত বাসে গার্মেন্ট কর্মী গণধর্ষণের ঘটনায় নারী নিপীড়নের মারাত্মক ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে।

গ. এসিড সন্ত্রাস : এসিড সন্ত্রাস সমাজের একটি বড় মাপের সমস্যা যা নারীকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়। পুরুষের খারাপ আহ্বানে সাড়া না দিলেই অধিকাংশ সময় মেয়েদের এসিড নিক্ষেপের শিকার হতে হয়।

ঘ. খুন : নারীরা বর্তমান সময়ে অহরহ খুনের সহজ শিকার। আমাদের দেশে প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় নারীর লাশের খবর থাকেই।

ঙ. যৌন নির্যাতন : বর্তমান সমাজে নারীরা মৌখিক ও শারীরিক উভয়ভাবেই যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। মেয়ে শিশুরাও এর ব্যতিক্রম নয়।

চ. সামাজিক বৈষম্য : সামাজিকভাবে একজন নারীকে মারাত্মক বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হয়। একজন পুরুষের তুলনায় সর্বক্ষেত্রেই নারী অনেক কম সুযোগ ভোগ করে থাকে।

ছ. পৃথক শিক্ষাঙ্গন ও কর্মক্ষেত্রের অভাব : পৃথক শিক্ষাঙ্গান ও কর্মক্ষেত্রের অভাব নারী সমাজকে প্রতিনিয়ত কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি করছে। এর মাধ্যমে নারী তার পুরুষ সহপাঠী এবং সহকর্মীদের চোখে সুলভ হয়ে যায়।

৩. অর্থনৈতিক সমস্যা :

ক. সম্পত্তির অধিকারবঞ্চিত : অধিকাংশ পরিবারগুলোতে নারীর কোন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে না। স্বামীরা তাদের হাতে আয়ের কোন অংশ তুলে দেয় না। ফলে নারী চাকরি ক্ষেত্রে যেতে বাধ্য হয়।

খ. উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈষম্য : চাকরিক্ষেত্রে যেয়েও নারী বৈষম্যের শিকার হয় চরমভাবে। ভাল পদগুলো থাকে পুরুষদের দখলে। কর্মক্ষেত্রে নারী মূলত কাজের যন্ত্রের পাশাপাশি পুরুষের দৃষ্টির মনোরঞ্জনের পাত্রে পরিণত হয়, অনেক ক্ষেত্রে পরিণত হয় ভোগের পণ্যে।

গ. উত্তরাধিকার বঞ্চিত : বর্তমানে উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে অনেক পরিবারেই নারীকে বঞ্চিত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ সম্পত্তি দিয়েই নিষ্পত্তি করা হয় আবার কখনেও কখনও সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত করা হয়।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারী নিরাপত্তাহীনতার কারণসমূহ :

নারীর অনিরাপত্তার প্রসার এবং নারীর মর্যাদা ও অধিকার ভূলুণ্ঠিত হবার সকল কারণ বিশ্লেষণ করে প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি কারণ নিম্নরূপঃ

- ইসলাম প্রদত্ত বিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনই বিশ্বের সমস্ত নারী সমস্যার মূল কারণ।
- মহান আল্লাহ প্রদত্ত নারীর মর্যাদা ও অধিকারের ব্যাপারে অসচেতনতা ।
- তাক্ওয়া বা আল্লাহ ভীতির অভাব ।
- সমাজে নারীর সঠিক অবস্থান নির্ধারণে ব্যর্থতা ।
- মূল্যবোধের অবনতি ও নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ।
- নারীবান্ধব সুস্থ সমাজ গঠনে উদ্যোগ গ্রহণকারীর অভাব।
- অশ্লীল লেখনী, সিনেমা, পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতা ।
- তথাকথিত নারী স্বাধীনতা ।
- নিজের সম্মান মর্যাদার প্রতি নারীর উদাসীনতা।

সমস্যার প্রতিকারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ :

নারী আজ ঘরে বাইরে সর্বত্র ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি। মানবজাতির মুক্তি সনদ একমাত্র আল-কুরআনই পারে নারী সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে। ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে তাতে আরোহণের মাধ্যমেই নারী পেতে তার কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা।

নিম্নে নারী সমস্যা সমাধানে ইসলামী দৃষ্টিকোণ আলোকপাত করা হলোঃ

১. যথাসম্ভব গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান : মহান আল্লাহ তায়ালা নারীকে গৃহের শোভা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনের (সূরা : আননূর-৩১) এর ৩০ ও ৩১ নং আয়াতে নারীদের নিজ শরীরের হেফাজত বা পর্দা করার কথা বলা হয়েছে।

২. বহিরাঙ্গনে ইসলামী নীতিমালার অনুসরণ : প্রগতিবাদীদের মিথ্যা দাবি অনুযায়ী ইসলাম কখনোই নারীকে ঘরের কোণে অবদ্ধ করে রাখে না। বরং প্রয়োজনে অবশ্যই নারীর ঘরের বাইরে বের হবার অনুমতি রয়েছে। তবে তাকে নিম্নোক্ত আয়াতের অনুসরণ করে ঘরের বাইরে বের হতে হবে- "আর মুমিন নারীদের বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে (সূরা : আননূর-৩১)। "আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না" (সূরা : আল আহযাব-৩২)।

নারী নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আমাদের করণীয়ঃ

নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের করণীয় অনেক কিছুই আছে। কিছু জরুরি বিষয় এখানে তুলে ধরা হলোঃ

মানসিকতার পরিবর্তনঃ দেশে নারীর নিরাপত্তাহীনতা প্রকট আকারে আছে। এ ক্ষেত্রে দেশের মানুষকে সচেতন করা যেতে পারে। মানুষের মানসিকতা ও আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সর্বত্র আচরণ পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা দিতে হবে।

পারিবারিক শিক্ষা ও সহায়ক পরিবেশঃ নারী তো ঘরেও নিরাপদ নন। ঘর থেকে একজন শিশুকে আচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা দিতে হবে।ঘরে মা-বাবাসহ বড়দের আচরণ পরিশীলিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। কারণ, পরিবারের আচরণ শিশুদের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। পারিবারিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার থেকে একজন মানুষ যদি

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সততার শিক্ষা পায়, সে বাইরের পরিবেশে অবশ্যই নারীকে সম্মান করবে। পারিবারিক শিক্ষার পরই আসে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকেরা মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা দেবেন।

গণপরিবহনে নারী নিরাপত্তাঃ গণপরিবহনে নারীদের নিরাপত্তা দেওয়া সময়ের অন্যতম দাবী। একজন নারী যখন অসম্মানিত হন, তিনি কিন্তু পুলিশের কাছে যেতে চান না। নারীবান্ধব পুলিশি ব্যবস্থা এক্ষেত্রে বেশ কার্যকর। চালকের সহকারীরা নারীদের গাড়িতে ওঠানো-নামানোর সময় কিছু অশোভন আচরণ করেন এবং যাত্রীদের দ্বারাও নারীরা নির্যাতিত হন। নারীদের জন্য আলাদা বাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রচলিত আইনে নারীর সুরক্ষাঃ নারী সুরক্ষার পর্যাপ্ত আইন আছে। কিন্তু এগুলো সম্পর্কে অনেকে জানেন না। আর বাস্তবে আইন প্রয়োগ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আইনের কীভাবে সঠিক প্রয়োগ করা যায়, তার উদ্যোগটা জরুরি। শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তবে এ বাহিনীকে আরও জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে। পারিবারিক সুরক্ষার আইন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা জরুরি। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে আইনের বিভিন্ন বিষয় প্রচার করতে হবে।

হটলাইন ব্যবহারঃ কোনো নারী বিপদ আপদে ১০৯২১ নম্বরে ফোন করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাঁকে সাহায্য করবে। কিন্তু অধিকাংশ নারী নম্বরটি জানেন না। নম্বরটি গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা দরকার। এছাড়া পুলিশের ৯৯৯ জরুরী সেবাও নেয়া যেতে পারে।

বৈষম্য দূরীকরণঃ দেশের উন্নতির সঙ্গে নারী-পুরুষের বৈষম্য বেড়েছে। উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অনেক বৈষম্য রয়েছে। এসব বৈষম্য দূর করতে না পারলে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার ধারণাঃ শিক্ষার মধ্যে আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টিও থাকা দরকার। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারী সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার, এনজিও, সাধারণ মানুষ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নারীর সমানাধিকার, তাঁর প্রতি সম্মানবোধ পরিবার থেকে এ শিক্ষাগুলো হওয়া উচিত।

সচেতনতামূলক তথ্য প্রচারঃ বিলবোর্ড ও বাসের গায়ে নারীর প্রতি সচেতনতামূলক তথ্য দিতে হবে। শহরের প্রতিটি বিলবোর্ডে নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা-বিষয়ক একটা তথ্য থাকতে হবে। এতে নাগরিক ও করপোরেট খাতের নারীর প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

কাঠামোগত পরিবর্তন ঃ শহরের কাঠামোগত অনেক পরিবর্তন আনতে হবে। যেমনঃ পাবলিক টয়লেট, পরিবহন, রাস্তার বাতি,কর্মস্থলে দিবাযত্ন কেন্দ্র ইত্যাদি।

সচেতনতাই বড় কথাঃ

তাই শুধু আইনের অপেক্ষা নয়, আইনকে সামনে রেখে নিজেকেই নিজের হাতিয়ার করতে হবে। কোন অবমাননাকেই চুপ করে মেনে নেওয়াটা কোনো সমাধান নয়, বরং প্রতিহত করাটা গর্বের। একজন প্রতিবাদ করলে বাকি দশজনের জন্য সেটা অনুপ্রেরণা। এরকম কিছু কর্মস্থলে ঘটলে নিজে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিহত করতে হবে অথবা সকল বিশ্বস্ত সহকর্মীর সাথে আলোচনা করতে হবে অথবা ভরসাযোগ্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বলতে হবে। সবাই বিকৃত মস্তিষ্কের হয় না। তারা প্রশ্রয় পায় শুধু প্রতিবাদ না করে সহ্য করে গেলে।

উপসংহারঃ

আজকাল ঘরে-বাইরে, নগরে-গ্রামে সব জায়গায় নারী নিরাপত্তাহীনতায় আছেন। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এটা অনেক পুরোনো সমস্যা। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে এ সমস্যা চলতেই থাকবে। এর বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে। গণমাধ্যমের একটা ব্যাপক ভূমিকা আছে। পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টি আনতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিশু বয়স থেকেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিষয়টি শেখাতে হবে। স্কুল শিক্ষকেরা ভুক্তভোগী নারীর পাশে দাঁড়াচ্ছেন কি না, বাসের যাত্রীরা নারীর পাশে দাঁড়াচ্ছেন কি না এসব জায়গায় পরিবর্তন আনতে হবে। সারা দেশের মানুষ যদি এভাবে এগিয়ে আসে, তাহলে ঘরে-বাইরে, নগরে-গ্রামে সর্বত্র নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। সর্বোপরি বিদ্যমান আইনের কঠোর ও নিরপেক্ষ প্রয়োগই হতে পারে নারী সুরক্ষার অন্যতম হাতিয়ার।

মোসাঃ সিদ্দিকা বেগম
পুলিশ সুপার
১১ এপিবিএন, উত্তরা, ঢাকা

আর্তনাদ

দেখা হয়না কতো দিন .....
ঘাস আর শিশির মাখানো
আয়েশী সকাল বেলা,
শেষ বিকেলে গোধূলীর ডাকে
পাখিদের ঘড়ে ফেরা!

লেখা হয়না কতো কাল.....
বর্ষণ মুখর ঝড়ো হওয়ার
প্রতিবাদী চিৎকার,
কিশোর বেলার হাড়ানো সাথীদের
বেদনার মহাকাব্য!

পড়া হয়না কতো প্রহর.....
প্রিয় 'বনলতা সেন',
কিংবা সুনীলের 'অর্ধেক জীবন',
আমার মিথুনের-বিরহী চিঠি
ক্ষয়ে যাওয়া, জীর্ণ, হলদেটে কাগজের দুঃখী অক্ষরগুলো!

শোনা হয়না কতো রাত.....
সোনালী খড়ের বিছানো মাচায়
সুপারী বনের মাতাল হাওয়ায়
চাঁদ-জোছনার মাখানো মায়ায়
জ্বীন-পরীদের অলীক গল্প!

বিরামহীন এই ছুটে চলা
যাপিত জীবনের খেরোখাতায়,
আজ কেবলি শূন্যতা!
আমার ভেতর আমাকে পাওয়ার
তীব্র ব্যাকুলতা!
আমি আজ ফিরে পেতে চাই,
সবুজ ঘাসের মায়ায় মোড়ানো

আমার কিশোর বেলা।
ধানসিঁড়ি আর সুগন্ধার
পাড় ভাঙ্গনের খেলা।
কালের স্বাক্ষী দাঁড়িয়ে থাকা
বিশাল বটের ছায়া!
লিখে যেতে চাই চেনা প্রাঙ্গণের
হাহাকারের ইতিহাস
এভাবেই আমার
বর্ণমালারা বেঁচে রবে বার মাস।

ড. হোসনে আরা বেগম মার্জনা
সহযোগী অধ্যাপক, সমাজকর্ম
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
সরকারি কলেজ, উত্তরা, ঢাকা।

বাংলাদেশে হ্যাশ ট্যাগ মী টু আন্দোলন

সাম্প্রতিক কালে হ্যাশ ট্যাগ (#) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন প্রত্যয় (concept) এবং বিশেষ করে টুইটার ও ইন্সটাগ্রামে হ্যাশ ট্যাগ (#) এর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে আলোচনা এবং সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতামত নেয়ার কিংবা তাদের আলোচনায় অন্তভুর্ক্ত করার এক চমৎকার উপায় হ্যাশ ট্যাগ (#)।

হ্যাশ ট্যাগ মী টু (# Me Too) আন্দোলন কী

হ্যাশ ট্যাগ মী টু আন্দোলন বলতে বোঝায় নারীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া যৌন হেনস্তার বিরুদ্ধে সচেতনভাবে মুখ খোলার একটি প্রয়াস। একে নারীদের একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনও বলা যায়, যেখানে তারা এই ধরনের সমস্যা নিয়ে মুখ খুলছেন যাতে করে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা অন্য কারো সাথে না ঘটে এবং অপরাধী ব্যক্তির কর্মকাণ্ড আড়ালে না থেকে যেন তার ভালো মানুষের আড়ালের মুখোশ উন্মোচিত হয় সকলের সামনে। পাশাপাশি ঐ তথাকথিত পুরুষটির দ্বারা যাতে নারীরা আর কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার না হন সেই পদক্ষেপ নেয়া।

হ্যাশ ট্যাগ মী টু (# Me Too) আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

০১. হ্যাশ ট্যাগ মী টু ডিজিটাল তথা বিশ্বায়নের যুগে সোশ্যাল নেটওয়ার্কভিত্তিক একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন যা সোশ্যাল নেটওয়ার্কে হ্যাশ ট্যাগ (#) সম্বলিত হওয়ার সুবাদে সারাবিশ্বের এ সংক্রান্ত যাবতীয় পোস্টের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে।

০২. এটি যৌন নিপীড়িত ব্যক্তির নিজ অভিজ্ঞতা এবং তা তার নিজের সোশ্যাল আইডি থেকে করা বয়ান বা ভাষ্য। তাই অন্য কারোর অভিজ্ঞতা কেউ লিখে পোস্ট করলে বা করতে চাইলে সেটি কোনোভাবেই হ্যাশ ট্যাগ মী টু এর অধীন আন্দোলনের অংশ হবে না।

০৩. হ্যাশ ট্যাগ মী টু (# Me Too) হলো সেই আন্দোলন যেখানে নিপীড়িত ব্যক্তি মূলত তার নিজের ভেতরে রাখা দুর্বিষহ বেদনাকে জনসম্মুখে প্রকাশ করছেন। এখানে মূখ্য উদ্দেশ্য হলো কষ্টটা শেয়ার করে মনের ভেতরে থাকা কষ্টের পাষাণভার থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

০৪. এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের সাথে ঘটে যাওয়া নিপীড়নের জন্য নিপীড়ককে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করছেন। তাই সুনির্দিষ্টভাবে নিপীড়ককে চিহ্নিত না করলে সে লেখা হ্যাশ ট্যাগ মী টু-এ মূল মোটিভ ভুক্ত হয় না।

০৫. এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণ নিজ দায়িত্বে নিজেদের সাথে ঘটে যাওয়া নিপীড়নের বিবরণ লিখেন যাতে সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ ট্যাবু ভাঙ্গার সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী ইঙ্গিত থাকে।

০৬. এই আন্দোলন এক অর্থে সমাজে বিদ্যমান অভব্য কিছু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আন্দোলন।

০৭. বিশ্বব্যাপী এই অন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণের কেউই প্রাথমিকভাবে তার সাথে ঘটে যাওয়া কোনো নিগ্রহের বিচার চাইতে কোনো আইনের আশ্রয় নিতে যাননি বা কোনো সংস্থা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতেও প্রাথমিকভাবে গিয়েছেন এমনও দেখা যায়নি।

০৮. এই আন্দোলন হল সমাজে বিদ্যমান ভালো মানুষের মুখোশ পড়া নিপীড়কদের মুখোশ উন্মোচনের আন্দোলন। এই মুখোশ উন্মোচন সমাজের সামনে, রাষ্ট্রের সামনে; বৃহত্তর অর্থে সমাজ মনস্তত্ত্বের সামনে।

০৯. এই আন্দোলন হল নিপীড়ককে সামাজিক আদালতের মাধ্যমে ফিল্টার করে নেয়া অর্থাৎ নিপীড়ককে পরিশুদ্ধ করার সুযোগ দেয়া বা সচেতন করার প্রয়াস।

১০. এই আন্দোলন সমাজে বিদ্যমান নিপীড়ন-উৎসাহী রীতিনীতিগুলোকে বাতিল করার এবং সুস্থ চেতনা-প্রদায়ী ও সুন্দরভাবনা-উৎসারিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার আন্দোলন।

১১. এই আন্দোলন নিপীড়িত ব্যক্তির স্বউদ্যোগে ও স্বউদ্যোমে সমাজে বিদ্যমান যৌন নিপীড়ন-উৎসাহী যাবতীয় অন্যায় চর্চার আগল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার আন্দোলন।

১২. এই আন্দোলন হল নিপীড়িত ব্যক্তি নিপীড়নের শিকার হওয়াকে নিজের অপরাধ বা নিজের সংকোচ ভেবে নিশ্চুপ না থাকার আন্দোলন। বরং এটি সেই আন্দোলন যাতে সুস্পষ্টভাবে নিপীড়ককে চিহ্নিত করে এবং সংকোচ-লজ্জা-অন্যায় সেই নিপীড়কের বলে চিহ্নিত করার আন্দোলন।

মোট কথা, এই হ্যাশ ট্যাগ মী টু (# Me Too) আন্দোলন সুস্থ, সুন্দর, যৌন নিপীড়নমুক্ত সমাজ নিশ্চিত করার আন্দোলন।

যৌন নিপীড়ন ও হ্যাশ ট্যাগ মী টু আন্দোলন কি এক

যদিও যৌন নিপীড়ন ও # মী টু আন্দোলন একই বিষয় তথাপি এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো মী টু আন্দোলনের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ফাহমিদুল হক এর মতে, মী টু আন্দোলনের তিনটি প্রেক্ষাপট হলো:

০১. আলোচিত ব্যক্তি বর্গ : এই # মী টু আন্দোলনে যাদের নাম উঠে এসেছে তাদের সবাই কোন না কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত। যিনি ভিকটিম এবং যিনি অভিযুক্ত তারা দুজনেই তারকা বা তারকা না হলেও কোন না কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই মানুষ এই বিষয়টার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এতোটা আলোচিত হয়েছে।

০২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম : # মী টু আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার পেছনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলেরই পারসোনাল স্পেস থাকায় পুরানো হলেও যে কেউ চাইলেই তাদের অভিযোগ দায়ের করতে পারে এবং মানুষ স্বাধীনভাবে তার প্রতিক্রিয়াও জানাতে পারে।

০৩. বলিউড : সাধারণত আর্ন্তজাতিক কোন বিষয়ে নাড়াচাড়া হলেই এর উপর অন্যান্য দেশের প্রভাব পড়ে। যেমন-ভারতের মুম্বাই ছবি-পাড়ার প্রভাব। বলিউডে যা কিছু হয় তার একটা প্রভাব বা প্রতিফলন বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে দেখা যায়।

হ্যাশ ট্যাগ মী টু (# Me Too) আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

হ্যাশ ট্যাগ মী টু আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন সমাজকর্মী টারানা বার্ক। ১৯৯৭ সালে টারানা বার্ক যখন ১৩ বছরের এক কিশোরীর মুখে তার ওপর ঘটে যাওয়া যৌন নির্যাতনের অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলেন তখনই তাঁর বুকের ভেতর জন্ম নিয়েছিল 'মী টু'। পরে যৌন হিংসার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচার আন্দোলনের নাম দেন মি টু, মানে আমিও যৌন হেনস্তার শিকার। অযুতকাল ধরে মেয়েরা পৃথিবীর সর্বত্র যৌন হিংসার শিকার হয়ে আসছে। তারপর ২০০৬ সালে গড়ে তোলা কৃষ্ণাঙ্গ বার্কের ঐ আন্দোলনকে শেতাঙ্গ নারীরা সমর্থন করেননি। কিন্তু গত বছরের (২০১৮) অক্টোবরে নতুন করে হ্যাশ ট্যাগ মী টু (# Me Too) গড়ে তোলেন মার্কিন অভিনেত্রী অ্যালিসা মিলানো।

হলিউডের মুভি-মুঘল হার্ভে উইনস্টেইনের যৌন কেলেঙ্কারির খবর ফাঁসের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে এই উদ্যোগ নেন তিনি। অ্যালিসার টুইটের মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৫৩ হাজারের বেশী মানুষ তাতে কমেন্ট করেন। হাজার হাজার নারী # মী টু লিখে নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া নিপীড়নের কথা তুলে ধরেন। আর এই প্রচার শুরুর ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে ১ কোটি ২০ লাখেরও বেশী মানুষ বিষয়টি নিয়ে পোস্ট দিয়েছেন ও কমেন্ট করেছেন ফেসবুকে। শুরুর মাত্র ২ দিনে ১০ লাখের বেশিবার এই হ্যাশট্যাগ দিয়ে টুইট করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে যুক্ত হচ্ছে বহু নারী।

বাংলাদেশে হ্যাশ ট্যাগ মী টু আন্দোলন

কেবল যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্য নয়, ভারতও # মী টু আন্দোলনের জোয়ারে ভাসছে। এই আন্দোলনে যারা শরিক হয়েছেন তাদের বেশীরভাগই সংবাদ মাধ্যম ও বিনোদর জগতের ব্যক্তি এবং যাদের বিরুদ্ধে আভিযোগ তারাও সংবাদ মাধ্যম ও বিনোদন জগতের। বাংলাদেশে হ্যাশ ট্যাগ মী টু আন্দোলন এখন পর্যন্ত যতটুকু সাড়া পাওয়া গেছে তা দেখলে কে বলবে দেশটিতে নারী-পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান: ১০০:১০৩ অথবা ভেবে নেয়া যেতে পারে এই দেশে নারী ও শিশুর প্রতি যৌন হয়রানি হয় না, তাই কারও মুখ খোলার প্রয়োজন হয় না বা এ দেশের পুরুষদের সবাই নিতান্তই সচ্চরিত্রের মানুষ! কিন্তু গবেষণা বলছে ভিন্ন কথা। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের চাইল্ড অ্যাডোলেসেন্ট অ্যাড ফ্যামিলি সাইক্রিয়াট্রি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে যৌন হয়রানির শিকার শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন। তাঁর গবেষণায় উঠে এসেছে, ৭৫ শতাংশ যৌন হয়রানির ঘটনাই ঘটে পরিবারের ঘনিষ্ঠজন, বন্ধু বা আত্মীয়দের মাধ্যমে। আর ছেলেশিশুরাও যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। প্রতি ৬ জন ছেলেশিশুর মধ্যে ১ জন যৌন হয়রানির শিকার। মেয়ে শিশুদের মধ্যে তা প্রতি ৪ জনে ১ জন। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এর মতে, যৌন নিপীড়নের শিকার শিশুদের মধ্যে ৯৫ শতাংশ মেয়ে আর ৫ শতাংশ ছেলে। শিশুদের যৌন হয়রানির মধ্যে ধর্ষণ ছাড়াও তাদের ওপর নানা ধরনের শারীরিক আক্রমণ, বলাৎকার, শরীরের স্পর্শকাতর স্থান ও যৌনাঙ্গে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ অন্যতম বিষয়। দুই বছর আগে করা নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা (ভিএডব্লিউ) শীর্ষক এক জরিপে বলা হয়েছে, ২২ শতাংশ নারী বলেছেন,

তারা কর্মক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১১ শতাংশ, গাড়ি, সড়ক ও রাস্তায় ১০ শতাংশ নারীকে শারীরিক নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়েছে। এছাড়া দেশের সংবাদ মাধ্যম ও বিনোদন জগতের ব্যক্তিবর্গরাও এর বাইরে নয়। বলা হয়, নির্যাতনের তথ্য-উপাত্তের বাইরে আরও বহুগুণ নির্যাতনের ঘটনা ঘটে যা অপ্রকাশিত। কিন্তু দেশে হ্যাশ ট্যাগ মী টু (# Me Too) আন্দোলনের যে সাড়া দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় এ আন্দোলন সফল হওয়া দুরূহ। কেননা এখানে নিপীড়নের শিকারের চেয়ে নিপীড়কের প্রতি জনসমসর্থন বেশী থাকে। মনে করা হয়, ছেলেরা তো একটু-আধটু 'দুষ্টুমি' করবেই। নারীকে যৌন হয়রানি করা যেন পুরুষের জন্মগত অধিকার! কিন্তু সময় এসেছে এর প্রতিবাদ করার। মুখোশ খুলে যাক নিপীড়কের। কাজেই প্রতিষ্ঠা পাক হ্যাশ ট্যাগ মী টু (# Me Too) আন্দোলন। কেননা এই আন্দোলন যে সমাজে বিদ্যমান কিছু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আন্দোলন।

ড.আলেয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)
সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা।

Technological evolution of Forensic DNA Profiling

DNA profiling, one of the great discoveries of the late 20th century, has revolutionized forensic investigations. Forensic DNA analysis which helps to convict criminals, exonerates the wrongly accused, and identify victims of crime, disasters, and war. Current standard methods is based on short tandem repeats (STRs) as well as lineage markers (Y chromosome, mitochondrial DNA)aq. The term DNA fingerprinting - or genetic fingerprinting - is applied to thescientific process whereby samples of DNA are collected, collated and used to match other samples of DNA, which may

have been found at the scene of a crime.

DNA forensic lab in CID started their journey in August, 2011 through a project. Then it took its first cases from netrokona in 15th January, 2014. Now a day's DNA lab is working with the vital cases like Murder, paternity testing, rape, matching, dead body identification. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated this lab in 23rd January 2017. In 2018 High Court has come up with 18 guide lines for ensuring protection and justice for the victims. It has written here that DNA tests must be conducted in all rape or sexual assault cases, and the DNA and other samples should be sent to lab within 48 hours of the occurrences. After thisorder the number of cases gradually increasing day by day. In 2014 DNA Lab has received 205 cases and after the ending of 2019 it is 1893. So huge number of cases are
increasing as well as sample also.

FORENSIC DNA LABORATORY OF BANGLADESH POLICE, CID

Number of cases from 2014 to 2019

Type of cases	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (upto 29.12.19)	Total
Rape	90	123	151	270	511	923	2068
Paternity	31	98	112	148	220	310	919
DBI	64	153	221	290	362	579	1669
Matching	20	25	40	41	49	58	233
Total Case	205	399	524	749	1142	1870	4889

DNA profiling can be used to determine paternity (comparing DNA of offspring against potential fathers) and also in forensic investigations (identifying suspects or victims based on crime-scene DNA) to get evidence to be used in a court case. DNA paternity testing is the use of DNA profiles to determine whether an individual is the biological parent of another individual. Paternity testing can be especially important when the rights and

duties of the father are in issue and a child's paternity is in doubt. In case of dead body identification case we demand for claimer from concerned people so that we can easily do matches among the collected sample.

DNA is unique. Because it is unique, the ability to examine DNA found at a crime scene is a very useful forensic tool. Through this technology Bangladesh police is getting a good investigation tool. A powerful criminal justice tool: deoxyribonucleic acid, or DNA. DNA evidence provided a major breakthrough in a series of crimes that had remained unsolved for years. DNA can be used to identify criminals with incredible accuracy when biological evidence exists. By the same token, DNA can be used to clear suspects and exonerate persons mistakenly accused or convicted of crimes. In all, DNA technology is increasingly vital to ensuring accuracy and fairness in the criminal justice system.

Syeda sharmin Akter
ASP
DNA Laboratory of Bangladesh Police CID

অবহেলিত নারীর সুস্বাস্থ্যঃ উপেক্ষিত সুস্থ প্রজন্ম

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে বহুল প্রচলিত এক প্রবাদ। আর তাই হয়ত আমরা শুধু রমণীর গুণ আর সংসারের সুখটা দেখি। এর মাঝে রমণীর সুখটা বিলীন। প্রতিদিনের কর্মযজ্ঞে ক'জন নারীরা সময় সুযোগ পান নিজের দিকে তাকানোর? আর যদি কেউ হয়ে থাকেন কর্মজীবী তাহলে তো ষোলকলা পূর্ণ। ফুরসৎ নেই চোখ মেলে তাকাবার।

অথচ একটা সুস্থ জাতি ও স্থির অর্থনীতির জন্যেও নারীর সুস্থতা ভীষণ প্রয়োজন। একজন নারী তাঁর পুরো জীবদ্দশায় তিনটি চরিত্রের রূপদান করেন। তারমাঝে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ হলো সন্তানের জন্মদান এবং মাতৃদুগ্ধ পান করানো। এর জন্য একজন নারীর বয়ঃসন্ধি কাল থেকেই উচিত নিজের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টির প্রতি সচেতন হওয়া।

দেশে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ অপুষ্টির শিকার তার মাঝে নারীর পুষ্টিহীনতার চিত্র ভয়াবহ। প্রায় ৬০ শতাংশ নারী অপুষ্টির শিকার। এদেশে শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণও এটি।

২০১৭ সালে প্রকাশিত 'অ্যান অ্যাসেসমেন্ট অন কাভারেজ অব বেসিক সোশ্যাল সার্ভিস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখা গেছে- বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তায় বেশ অগ্রগতি হয়েছে। তবে দেশের সার্বিক পুষ্টি চিত্র সন্তোষজনক নয়। পুষ্টিবিদরা বলছেন, অপুষ্টির কারণে প্রতিবছর দেশের আর্থিক ক্ষতি হয়। উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এটি একটি অন্যতম বাধা। অপুষ্টির কারণে শিশুরা অসুখ-বিসুখে বেশি ভোগে। এতে তাদের জন্য পরিবার ও সরকারের খরচ বেড়ে যায়।

এই যান্ত্রিক জীবনের ভিড়ে যদিওবা কিছু নারী নিয়ম করে একটু নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করতে চান কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষিত থাকে। সারাদিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে অনেক নারীর পক্ষে নিজের জন্য আলাদা করে সময়টুকু বের করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা।

মানসিক প্রশান্তি বিষয়ে মনোরোগবিদ ডঃ মেখলা সরকার বলেন, "শরীর আর মন হচ্ছে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। মানসিকভাবে যদি একজন সম্পূর্ণ ভাল না

থাকেন, তাহলে তিনি পরিবার, মোজা বা রাষ্ট্রে কোন ভূমিকা রাখতে পারবেন না। এখানে মানসিক অবস্থা বলতে কোন রোগ বোঝাচ্ছি না, এটা বলতে বোঝাচ্ছি ভাল থাকাকে। এই ভাল লাগার ব্যাপারটি যদি না থাকে তাহলে এটা পারস্পরিক সম্পর্ক এবং উৎপাদনশীলতায় প্রভাব ফেলতে পারে। "মিসেস সরকার বলেন," তার যে কর্মক্ষেত্র, সেটা হোক অফিস বা ঘর-সংসার, সেখানে তার কাজ যতোটা ভাল হতে পারতো ততোটা ভাল হবে না। অর্থাৎ মনের ভাল থাকা না থাকা আমাদের সার্বিক গুণগত জীবনযাপনের ওপর প্রভাব ফেলে।"

তাই নারীর সুস্বাস্থ্যের বিবেচনায় তাই পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট, ব্লগ এবং ভ্লগ থেকে। সেখানে নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যেকোনো সাহায্যের জন্য রয়েছে ২৪/৭ এর হেল্পলাইন নম্বর, ক্লিনিকাল পরামর্শ সেবা, বিনামূল্যের কর্মশালাসহ আরও নানা সুযোগ সুবিধা। এমনকি পাশের দেশ ভারতেও নারীদের এই ওয়েলনেসকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সরকারি বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আমাদের দেশে শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবে এখনো নারীর সুস্বাস্থ্য বিষয়টি উপেক্ষিত। যদিও সরকারি ও বেসরকারিভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে নারী ও শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি হবে। শিশুর পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি করতে হলে মাকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। মায়ের যত্ন নিতে হবে। সেই পুষ্টিই পরবর্তী প্রজন্মের কাজে লাগবে।

স্বাগতা ভট্টাচার্য
ত্রিশাল সার্কেল
ময়মনসিংহ

পথের বাঁকে এসে

এক অন্তহীন গন্তব্যের পথে চলেছি একাকী।
শিশির ভেজা ঘাসফুল মাড়িয়ে,
মেঠো পথ আর শাপলা শালুকের
বিল পেরিয়ে, চলেছি একা।
গ্রীষ্মের খররৌদ্রে দুরন্ত বালকের দস্যিপনায়
ভয়ে কাঁপে কাকের ছানা।
বখাটে ছেলের হাতছানি এড়িয়ে, ছাদের কার্নিশে
আড়িপাতে কিশোরীর উচাটন মন।
দেখে যাই একা।
শ্লোগান মুখর তপ্ত পিচের রাজপথ
নিথর তরুণ ভেঙ্গে ফেলে প্রেমিকার হৃদয়।
দেখে যাই একা।
কত বর্ষার মেঘ চলে যায়
ঝিঁঝি ডাকা রাতের আঁধারে।
কত পৌষের সকাল ফুরায়
কুয়াশার চাদরে।
ছুটে চলা ট্রেনের হুইসেল শুনে
থেমে যায় চলার গতি।
কত ফাগুনের পলাশ ঝরে
বেদনার জমিনে।
কত আশার স্বপ্ন জাগে।
কুল বধুর মনে।
রুপালী জ্যোস্নায় স্নান সেরে,
নক্ষত্রের খসে পড়া দেখতে দেখতে
ধেয়ে যাই সময়ের পিছে।
পথের বাঁকে এসে থমকে দাড়াই
এখনো যে গন্তব্য অনেক দূর।

ফরিদা ইয়াসমিন
বিপিএম

অধিকারের অপেক্ষা

দীর্ঘ দেহী এক পুরুষ
প্রাত্যহিক দিনলিপিতে নিয়মিত চলাফেরা
দৃষ্টির সামনে
তবু যেন দেখা হয়নি।
তাঁর সুউচ্চ গ্রীবা, হয়ত পরেছে অনেক চুম্বন
তাঁর হৃদ মাঝার, হয়ত দখল করেছে অন্য কেউ
তবুও মনে হয়;
সেই মজবুত পেশী আর স্ফীত বক্ষের আলিঙ্গন
একমাত্র আমারই অধিকার।
সকল কিছুর অজ্ঞাতে
হৃদয়ের মাঝখানে তাঁর আসন।
সুতা-নাটাই সবই আছে
শুধু ঘুড়ি নিরুদ্দেশ
মাঝে মাঝে চোখের কোণে স্বচ্ছ স্ফটিক
আর নির্ঘুম দীর্ঘ এক রজনী।

নাজনীন ওয়ারেস
উপসচিব
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

চেতনায়

বিস্তৃত দিগন্ত চেয়ে থাকি যত দূর দৃষ্টি যায়
নীল আকাশ পাপড়ি ঝরায়।

কোথা থেকে কে যেন সাড়া দিয়ে যায়
অবুঝ চেতনায়।

লাল মেঘ কালো মেঘ বৃষ্টি ঝরে
অবিরত নিস্তব্ধতায়।

নাজনীন হোসেন
উপসচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

Sexual Harassment by known Suspect: Vulnerable Children

Sexual harassment of children by middle aged known suspect has emerged as the most pressing and intractable social problem across regional, social and cultural boundaries. The practice of sexual harassment against children is deeply embedded in the social structure of Bangladesh and it has put child's lives at risk almost all parts of the country. Over the past few years, we could not prevent this type of horrific crime which is modified into new dimensions day by day. It has been one of the major psyco-social and physical problems that affect the lives of many children especially in Dhaka Metropolitan areas. Throughout the last decade, a number of pathetic cases about the sexual harassment of children by middle aged known suspect have profoundly drawn the attention to think about the negative effects of it on the family and society in general as well as to make some efficient measures against it.

Sexual harassment of children is recognized as a serious human rights violation and a pervasive public health problem that concerns all sectors of society. It is a common and insidious phenomenon in Bangladesh. Now a days children (age below 14) are victimized by their middle aged known suspect (age above 40) such as father, stepfather, grandfather, uncle, cousin, neighbor, teacher, doctor etc. Sexual harassment of children varies from time to time, place to place and people to people in varying degrees. For many reasons children are targets of extreme forms of sexual harassment by middle aged suspect such as incest, rape, humiliation, molestation, stalking etc. Middle aged known suspect not only molests girl children but also boy children. Sometimes these suspects use growing children as like 'Sugar/Honey Daddy' with the drama of helping them financially or others.

Sexual harassment of children affects all spheres of a children's life -- their confidence, productivity and capacity to care for themselves, and subsequently also their overall health and quality of life. Children who stay in this situation develops may long term

psychological issues that are difficult to overcome. These children eventually become very frustrated and submissive and lose the sense of what we call self. The adverse effects of sexual harassment of children can be very long-lasting. People who have been victimized by known suspect often suffer from depression, anxiety, phobia, low self-esteem, lack of trust, feelings of abandonment, rejection, chronic health problems, sleeping problems, inability to attention.In addition to these problems, physical violence may result in serious threat or injury or murder if the victim does not leave the relationship. In many cases perpetrators captured the picture and video of the abusing children and upload it in cyber world. Children, who have been abused, attempt to suicide, take drugs, commit crimes, addict in cyber world, and become violent in their own relationship later in life. Getting out of this issue, is a great challenge for us.

We found many touching stories everyday regarding Sexual harassment of children. 66% of the cases criminal is middle aged known suspect (The Daily ProthomAlo, 06 March 2018). Recently Two children of age 11 and 13 were raped by respectively 57 and 62 aged known suspects at Mymensingh (The Daily Star, 16 April 2019).

Ryma (fake name), 14 years old ninth grade student has been molested and raped by her step-father (52). She is from a well-known family and her mother is a renowned artist. The little Ryma came to her step-father house at age of two and half. Her step father used to take care of her from her childhood. He started to molest her since age 7 which makes her traumatized. She was a brilliant student but after this incident day by day she lost her potentiality. Perpetrator threatened her not to disclose otherwise she will be killed. She tried to commit suicide. Now she is under treatment Mariya (fake name), 7 years old child, was victimized by a psychologically distorted middle-aged man who is her neighbor. This man not only molested her several times; one day brutally he cut her sexual organ using blade. By doing this her reproductive organ has permanently damaged. She was so traumatized that she is afraid of any man near her even her father.

Lota (fake name), 9 years old street child was molested and raped by his known Uncle. That day it was a huge gathering and he took the chance by giving her a chocolate and raped her. Public rescued her with bleeding and took to Hospital. After longtime treatment she survived but permanently lost her reproductive organ. Still now she is living in slum but crude men criticize her parents that she is a big source of income without any cost.

Another child of 10 years old named Pinky (fake name) recently raped by her best friend's grandfather (68). In that day the victim and her friend were coming from school with that person. He took them to his house and somehow managed to cultivate the victim in his room and raped her by force. This little girl become very scared and did not share this incident with her parents. She was so traumatized that she is afraid of any man near her even her father. Her mother noticed her changed behavior and tried to give treatment from local quarks and Neuro-medicine. After finding no solution as her situation was decreasing, they visit a psychologist at Victim Support Center, Dhaka Metropolitan Police and there they got to know that their daughter has been raped. Pinky noticed that the friend's grandfather pushed a stick into her inner part though she has no idea about sexual organ.

In recent days, it is an alarming issue of the day that where and how the tender aged children are safe?! Are they safe and secured in their own house with near and dear, school and public space? To destroy their capacity would we create a big generation gap for our future? Who will bell the toll? Is it only the responsibility of a state to protect the children from any kind of sexual harassment which is happened indoor? Because tender aged children never response to any unknown person with any provocation. In most cases they are victimized by near and dear.

Why the tender aged girls are sexually harassed by middle aged known suspect? Are the middle aged aggressive to the minor, is it their part of sadism or perversion? Or they are isolated from their

near and dear or they are highly depressed? Or they are physically and mentally sick?

Lack of psycho-social awareness is one of the main reasons of it. Norms, ideas, values and custom of the country are not such strict that make people fear from the effects of their immediate action that forbid them from Sexual harassment of children. Moreover, there is an established idea in the minds of the people that harassment is not something they should compensate for it. That means children flesh is a commodity. It is a mould where anyone can easily shape or reshape. They are weak, voiceless and hunting. There is enough research evidence to suggest that most violent men refuse to get help through counseling and treatment and will continue to abuse children-however long that lasts. It is a phenomenon as old as our knowledge goes and the search for its remedy is very old. So, it has profoundly drawn the attention to think about the remedy of this sexual harassment of children and also about the perverts.

Farida Yeasmin
Deputy Police Commissioner,
(Professional Standard & Internal Investigation Division)
Dhaka Metropolitan Police

গণতন্ত্র ও সুশাসন

বিশ্ব আজ গণতন্ত্রময়। এক মেরু বিশ্বে গণতন্ত্র আজ কাম্য শাসনব্যবস্থা। সারা বিশ্বের দেশগুলোতে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চা লক্ষণীয়। তারা গণতন্ত্রের পক্ষে হাঁটতে চায়, কিন্তু নানা কারণের গণতন্ত্র চর্চা এসব দেশে হচ্ছে না। এসব দেশে গণতন্ত্র কতটা আছে তা মাপছে উন্নত বিশ্ব এবং সে মাত্রা অনুসারে উন্নয়নশীল দেশগুলো সাহায্য সহযোগিতা পায় বলে স্বীকৃত।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গণতন্ত্রের রূপ কেমন? উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গণতন্ত্র চর্চা শুধু ভোট দানে সীমাবদ্ধ। এসব দেশের জনগণ ও শাসকভাবে গণতন্ত্র মানে ভোট দিয়ে শাসক নির্বাচন। সেই নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু গণতন্ত্র যে সফলতা লাভ করে সুশাসনের মাধ্যমে সেদিকে কারো নজর নেই। এসব দেশে সুশাসন নেই, তাই গণতন্ত্র মানে ভোট দান এই ধারণাই বিদ্যমান।

ভোটদানের পরে যে সরকার আসে সে হয়ে যায় একনায়কতান্ত্রিক সরকার। সুশাসন করতে আমরা সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বুঝবো যেখানে কেবল জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়েই খুশী থাকে না, যেখানে সরকার তার সব কাজকর্ম পরিচালনা করে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে। সেখানে সরকারের ক্ষমতা থাকে আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ।

সরকার দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে। এই সার্বভৌম ক্ষমতাকে জনগণের কল্যাণে ব্যয় না করে যদি সরকার নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে, তখন দেশের পরিস্থিতি হয় ভয়ানক। সরকার যদি জনগণের অধিকার হরণ করে, সরকার হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা। জনগণের স্বাধীনতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে একটা দেশ অর্থনৈতিকভাবে যত স্বচ্ছলতা অর্জন করুক না কেন সে দেশের জনগণ সুখী থাকে না। সুশাসনের অভাবে সরকারের কাজ হয় ধোঁয়াশা এবং জনগণ সরকারকে ভালো বুঝতে পারে না। অথচ গণতন্ত্রে সরকার ও জনগণের মধ্যে সহজ যোগাযোগ কাম্য। এ কারণে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অবশ্যই দরকার। এগুলো সরকারকে জনগণের নিকটে আনে আর তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় সুশাসন। একটা দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সব দিকে সুশাসনের প্রভাব লক্ষণীয়। সুশাসন হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, দুর্নীতি কমে যায়। অর্থনীতির

সুফল ভোগ করে সব মানুষ, সমাজ হয় সুষম সমাজ। গণতন্ত্রে জনগণের অংশগ্রহণ কাম্য, জনগণ ছাড়া গণতন্ত্র অচল। সুশাসনের ফলে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। শুধু ভোট দিয়েই জনগণের ভূমিকা শেষ হয়ে যায় না। জনগণ হয়ে ওঠে সচেতন। তাই সহসা সরকার জনগণের অধিকার হরণ করতে পারে না।

এখন যা জানা প্রয়োজন তা হলো সুশাসন কীভাবে আসবে। সুশাসনের পথে অনেক সমস্যা, প্রথম যে সমস্যা তা সরকারের নিজের সমস্যা। সরকারগুলো অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের সাথে যোগাযোগে আগ্রহী নয়। তারা নিজেদের জনগণের প্রভু ভাবে। তাই স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার ধার ধারে না। অন্যদিকে জনগণের দিক থেকেও সমস্যা কম নেই। উন্নয়নশীল দেশের জনগণের বিরাট অংশ অশিক্ষিত। তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে ধারণা নাই। তাই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের কোন ইচ্ছাই তাদের নাই। অংশগ্রহণ মানে সরকারের নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তা তারা জানে না। এসব কারণে সুযোগ নেয় সরকার। জনগণের অজ্ঞতার সুযোগে তারা সব ক্ষমতার করায়ত্ত করে। জনগণের কাছে কোন ক্ষমতাই অবশিষ্ট থাকে না। এছাড়া অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ, সঠিক ভূমিকা সম্পন্ন বিরোধীদল না থাকা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকা ইত্যাদি কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।

তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায় কী? সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সরকারও জনগণ উভয় কেই আগ্রহী হতে হবে। সরকারের ভূমিকা এক্ষেত্রে বেশি যেহেতু তারা চালায়। গণতন্ত্রের মূল শর্ত মেনে তাদের দেশে পরিচালনা করতে হবে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসনের বাস্তবায়নে সরকারকে সদিচ্ছা দেখাতে হবে।

জনগণের ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। জনগণ যদি সচেতন না হয় সরকার সুযোগ নেবেই। একমাত্র জনগণ জেগে উঠলেই সুশাসন সম্ভব। এছাড়া সরকার কখনোই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে না। সবকিছু তত্ত্বেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সবশেষে বলা যায়, সরকার ও জনগণের একসাথে জেগে ওঠার উপর নির্ভর করছে সুশাসনের ভবিষ্যৎ। দেশে আসক সুশাসন, গণতন্ত্র হোক সফল এটাই আমাদের কামনা।

ইসরাত বানু
সহযোগী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
টংগী সরকারি কলেজ, টংগী, গাজীপুর

ভ্রূণ হত্যার পরিণতি

৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যা শিশু দিবস। আজকের মেয়ে শিশু আগামীর সভ্যতা নির্মাণের কারিগর। তাই সকল মেয়ে শিশুর নিরাপদ সমৃদ্ধ জীবন আমাদের কাম্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অনেক পিতামাতা এখনো মেয়ে শিশুর চেয়ে ছেলে শিশুকে প্রাধান্য দেন। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এদেরকে অমানুষে পরিণত করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এরা আগে ভাগেই জানতে পারেন গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ। মেয়ে জেনে মুখচুন এবং আরো নীচে নেমে সন্তানটিকে হত্যা করেন অবলীলায়। ধর্মীয় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পবিত্র কুরান শরিফ এর সূরা আত-তাকভীরে আল্লাহ পাক এ বিষয়ে সতর্কবাণী দিয়েছেন। কবিতার রূপে: মেয়ে ভ্রূণ হত্যার পরিণতি যখন বিধাতা জুড়িবেন আত্মা আমার পঁচানো দেহে। যে দেহ সাদরে পায়নি স্থান তোমার সাজানো গৃহে। যখন জিগাবে মহান বিধাতা কোন অপরাধ ধরি? পিতা পাষন্ড তোমারে রাখিল মাটির তলায় ভরি? কোন দোষ ধরে মা বাবা তোমায় মারিয়া ফেলিছে বাছা? মিথ্যা কি করে বলিব সেদিন বলিতেই হবে সাচা। দরদী পিতাজী না হয়ে তখন নিদারুণ বিদ্বেষে। জীবন আমার করিল হরন অবেলায় অবশেষে। ভেবেছ ধরাতে আসিলে সমাজে আপদ হইত বালা। নিজ হাতে করি দিয়াছি কবর মিটিয়া গিয়াছে জ্বালা। পাছে ধনকড়ি যায় কাড়ি কাড়ি মনে মনে বড় ভয়। তাই তুমি মোরে ফেলিছ মরিয়া বিবেকের পরাজয়! বিধাতার খেলা হয়েছিনু মেয়ে মোর প্রাণে কিবা দোষ? মাতাপিতা কেন বুঝিল না তাহা তাই বড় আফসোস! খোদ আদালতে আমি নারী সেথা মানুষ হিসেবে গণ্য। তোমা চোখে বাবা যতটা হয়েছি আমি মেয়ে নগণ্য। আমার সাক্ষ্যে জুটিবে তোমার সাজা যে কঠোর কঠিন। মানুষ হত্যার প্রতিফল পাবেই শেষ বিচারের দিন।

প্রফেসর ড. আসমা বেগম।
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সরকারি তিতুমীর কলেজ।

সুরুজ মিয়ার প্রেম

টিয়ে রঙের শাড়িটায় ওর গন্ধ পাওয়া যায়। ওটা সাথে না থাকলে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না সুরুজের। তাই প্রতি রাতে বাড়ি থেকে শাড়িটা নিয়ে সুরুজ মিয়া ঘুমাতে যায় বিছানায়। জোরে শ্বাস নিয়ে বুক ভরে গন্ধ নেয় আর পলকে পলকে ঘুম নেমে আসে চোখের পাতায়। গভীর ঘুমে স্বপ্ন দেখে মোটর গাড়িতে ভেড়ী বাঁধের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে সুরুজ, ফূর্তি ভরা মন, হৃদয় যেন টই-টুম্বুর। ঝিলের পাড়ে বসে খুব কাল দিয়ে চটপটি খাচ্ছে, মনোয়ারা খাচ্ছে ফুচকা। মনোয়ারা, মনের অধিকর্ত্রী, সুরুজের সম্রাজ্ঞী। তাইতো হওয়ার কথা। অন্তত আমাদের সুরুজ মিয়া তাই ভাবতো। কেমন ফুরফুরে দিনগুলো ছিলো ওদের দুজনের। কখনো দুপুরে ফোন করে মনো ওকে বলতো, চলো সুরুজ, আজ আমরা স্বপ্নপুরীতে গিয়ে লাঞ্চ করবো। খুব মজা হবে, রাজী? রাজী মানে? কী বলছো! তুমি আদেশ করছো আর আমি অরাজী? তাৎক্ষণিক উত্তর সুরুজের। ক্যাশে ভাগ্নেকে বসিয়ে সুরুজ ব্যবসা থেকে ছুটি নেয়। ফোন করে ডেকে আনে ড্রাইভারকে। শুধু শুধু ড্রাইভারকে বসিয়ে রাখে না সুরুজ। যখন ও দোকানে ব্যস্ত থাকে তখন ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে প্যাসেঞ্জার আনা-নেওয়া করে এয়ারপোর্টে। যা আয় হয় তার ১০% সুরুজ নেয়, বাকিটুকু ড্রাইভারের। এতে ড্রাইভার খুশি থাকে, দুজনেরই আর্থিক লাভ হয়।

ঘন্টা খানেকের মধ্যে ড্রাইভার শাহীন চলে আসে। চুলে একটু জেল মেখে, বগলের নিচে সুগন্ধি স্প্রে করে গাড়িতে উঠে বসে সুরুজ মিয়া। ফার্মগেটের হোস্টেল থেকে তুলে নেবে মনোয়ারাকে। মনোয়ারা শিক্ষিতা, ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্রী। স্মার্ট, দারুণ সুন্দর কথা বলে। আদর মাখা সব কথা! ঐ কথাই তো পাগল করলো সুরুজকে। সুরুজ নিজের চেষ্টায় দাঁড়ানো মানুষ। অনেক খেটে ব্যবসা দাঁড় করিয়েছে। ছোটবেলাতেই বাবা হারিয়ে রোজগারে নামতে হয় ওকে। কাজেই প্রাইমারির গন্ডি পার হতে পারেনি। কিন্তু শিক্ষিত একটা মেয়েকে বিয়ে করে লেখাপড়া না করতে পারার দুঃখটা কমাতে চায় সুরুজ। তাইতো মিস্ কল থেকে পরিচয়, এরপর মিষ্টি আলাপ, পরিণতিতে এ টই-টুম্বুর প্রেম! মনোয়ারা আজ কী রঙের শাড়ি পড়বে? নাকি সালোয়ার-কামিজ? যে যাই বলুক, যুগের হাওয়া, মেয়েরা আজকাল সালোয়ার-কামিজ পড়ে কিন্তু শাড়িতেই সুরুজের মনোয়ারাকে বড় সুন্দর দেখায়। এক বছর হয় প্রায় ওদের প্রেম চলছে। এরমধ্যে ছখানা শাড়ি কিনে দিয়েছে মনোয়ারাকে সুরুজ। কমপক্ষে একডজন সালোয়ার-কামিজও বানিয়ে দিয়েছে। গত ভালোবাসা

দিবসে টিয়ে রঙের বেনারসীটা মিরপুর, দোস্তর দোকান থেকে কিনে দিয়েছে। চোখে কাজল থাকবে প্রতিদিনের মতো, টিপ? সেটা কখনো থাকে, কখনো থাকেনা। লিপস্টিক তো থাকবেই। লিপস্টিক পরা রঙিন ঠোঁট যখন চায়ের কাপ ছোঁয়, কী যে সাড়া পড়ে যায় সুরুজের সারা শরীরে, হায় পেয়ালা! এমন হবে জানলে ঐ পেয়ালা হয়েই জন্ম নিতাম। তারপরে চা পান শেষে কাপের ঠোঁটে ছুঁয়ে থাকে ঘন লিপস্টিক, তাও ভালো লাগে সুরুজ মিয়ার। শিক্ষিত মেয়ে বলে কথা! ওই যে দেখা যায় মনোয়ারাকে, লাল শাড়ি পড়ে, লম্বা চুল ছেড়ে দিয়েছে। আহ্! মরি তো সেই চুলেই ডুবে মরি।

মনোয়ারাকে গাড়িতে তুলে ছুটে চলে সুরুজ মিয়ার পক্ষিরাজ। সুরুজ মিয়ার ফিলিং স্টেশনে কতো গাড়ি আসে তেল আর গ্যাস ভরতে। এক মালিকের কাছ থেকে একটু কম দামে এই রিকন্ডিশন গাড়িটি কিনেছিলো ও গাড়ি ছাড়া মনোয়ারাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়াতো মোটেই জমতো না। সিগনালে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হলো। দশ-বার বছরের একটা মেয়ে কিছু গোলাপ নিয়ে এসে জানালার কাছে দাঁড়ায়, ও সাব, একটা ফুল কিনবেন? ম্যাডামরে একটা গোলাপ দিয়া দেই? অনুনয় করে নরম সুরে মেয়েটি। সুরুজ গভীর দৃষ্টিতে মনোয়ারাকে দেখে, জিজ্ঞাসা করে, পরবা নাকি একটা গোলাপ চুলে? দেখি আমার মনোয়ারারে কেমন দেখায়! সুরুজের সখ মেটায় মনোয়ারা, লাল গোলাপ কানের পাশে চুলে গুঁজে নেয়। সত্যি রানির মতো দেখাচ্ছে মনোয়ারাকে। সুরুজের নয়নে রাজ্যের মুগ্ধতা।

স্বপ্নপুরীতে এসে এক কোনার একটা টেবিলে এসে বসে ওরা দুজন। ওয়েটারকে প্রথমে স্যুপের অর্ডার দেয়। ঠান্ডা ঠান্ডা মৃদু সুগন্ধ ভরা ঘরটিতে বসে সামনে লাল শাড়িতে মনোয়ারাকে দেখে মনটা সুরুজের গ্যাস বেলুনের মতো হালকা হয়ে উড়াল দিতে চায়, গুণগুণ করে অজান্তে গেয়ে ওঠে, আজ এই দিনটাকে মনের খাঁচায় ধরে রাখবো..। আইডিয়া আসে মাথায়, তক্ষুনি ফোন করে শাহীনকে। শাহীনের ছবি তোলার হাত ভালো। ক্যামেরা নিয়ে শাহীন ওপরে উঠে আসে। ঝটপট ছবি তুলে নেয় স্যার আর ম্যাডামের। স্যুপ আসে, আরও কটা ছবি তোলে শাহীন। ফ্রাইড রাইস, ঝাল প্রন, চিলি বিফ, চিকেন ঝাল ফ্রাই, মিক্সড ভেজিটেবল ইত্যাদি অর্ডার অনুযায়ী একের পর এক চলে আসে। স্যার আর ম্যাডামের খাওয়া-দাওয়া, গল্প-সপ্প এর ছবি তোলে স্মার্ট ড্রাইভার শাহীন। ছবি তোলা হলে শাহীনকে দু'শ টাকা দিয়ে লাঞ্চ করতে পাঠিয়ে দেয় সুরুজ মিয়া। চামচের টুংটাং, খাওয়া আর টুকটাক ঝাল-টক-

মিষ্টি কথায় কেটে যায় ঘন্টা দেড়েক। অবশেষে মিক্সড ফ্রুট-সালাদ আর জমাট চকলেট আইসক্রীম দিয়ে শেষ হয় স্বপ্নপুরীতে লাঞ্চ। সুরুজ ফোন করে শাহীনকে গাড়ি রেডি করতে। এরমধ্যে মনোয়ারা একটু ফ্রেসরুমে যায়। আয়নায় মুখ দেখে, চোখের কাজল একটু লেপটে গেছে না? যাক্ এতে আরও মায়াবী দেখাচ্ছে। ঠোঁটে একটু লিপস্টিক বুলিয়ে নেয়। চুলে ব্রাসটা দিয়ে একটু টান দেয়, ফুলটা আরও ভাল করে গুঁজে নেয়। দশ মিনিটের মধ্যে নেমে আসে ওরা গাড়ির পাশে।

এবার কোথায় যাওয়া যায়? ঢাকার এই জন অরণ্যে কোথায় যাবে সুরুজ মনোয়ারাকে নিয়ে? এমন কোন জায়গা যেখানে একান্তে কিছু সময় 'তুমি আর আমি শুধু..' হবে কী? কমন পড়লেও কঠিন প্রশ্ন। কারণ উত্তর সন্তোষজনক হবেনা। পার্কে বসলে ফেরিওলা আর ভিখেরির যন্ত্রনা। ঝিলের ধারে ওদের মতোই আরও অনেক জোড়া বসে আছে, বসার জন্যে জায়গা পাওয়া ভার, অনেক সময় অন্য এক জোড়ার সঙ্গে শেয়ার করতে হয়। তখন মনোয়ারার মুডটাও অফ্ হয়ে থাকে। আর সুরুজ মিয়ার তো চরম অস্বস্তি, একটা শিক্ষিত মেয়েকে নিয়ে এভাবে বসতে কেমন লাগে। তবু তাগিদটা যেহেতু ভুক্তভোগীদের একই, কাজেই অনেক সময় মিউচ্যুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ আসতে হয়। কিন্তু সুরুজ মিয়া তার ভালোবাসার জন্যে ও রকম ভাগাভাগি করতে রাজী নয়। সুরুজ মিয়ার মনোয়ারাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন, এই ভালোবাসা একদিন গোলপোস্টে পৌঁছাবে। সেদিন লাল বেনারসী পরে মনোয়ারা আসবে সুরুজের বাড়ি। সুরুজের ঘরে বসবে চাঁদের হাট, বধু হয়ে মনোয়ারা ওর ঘরে। বউয়ের হাতে সকালে এক কাপ গরম চা, আহ্! সারা জীবন কষ্ট করে সচ্ছলতার মুখ দেখেছে ও। বিনিময়ে একটা ভালোবাসার ঘর, প্রাণের উষ্ণতায় ভরপুর এমন চাওয়াটা তো দোষের না। মনোয়ারাও পড়াশোনাটা শেষ করতে চায়। মনোয়ারার এই ইচ্ছাটাকে সুরুজ সম্মান করে। হোস্টেলে নামিয়ে দেয় মনোয়ারাকে সুরুজ। হোস্টেলে বাইরে কতক্ষণ থাকতে পারবে তার কিছু নিয়ম আছে না!

শাহীন সুরুজ স্যারকে নিয়ে ফিরে চলে ফিলিং স্টেশনের দিকে। 'সুরুজ ফিলিং স্টেশন' কোন সময় বন্ধ থাকে না। দিন রাত জেগে থাকে। উত্তর জনপদের গাড়িগুলো এ পথেই যায়, ভরে নেয় প্রয়োজনীয় জ্বালানী। সুরুজ মিয়াকে ব্যবসার কাজে সাহায্য করে ওর ভাগ্নে। ক্রেতাদের জ্বালানী সরবরাহ করার জন্যে আছে দুজন কর্মচারী। প্রায় রাতেই সুরুজ মিয়া ফিলিং স্টেশনেই থেকে

যায়। ব্যাচেলর মানুষ, তায় আবার কাজ পাগলা। ফিলিং স্টেশনটি তো তার সন্তানের মতো। দূরে গেলেই বুকে উৎকণ্ঠা জাগে। আজকাল সন্তানটির দেখভালের দায়িত্ব প্রায়ই ভাগ্নের হাতে দিয়ে মনোয়ারার কাছে ছুটে যায় সুরুজ। ব্যবসার যান্ত্রিক কর্মকান্ডের মধ্যে থেকে মনটাও অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছিলো সুরুজের। মনোয়ারার সাথে যোগাযোগ ওকে মানবীয় করেছে। মনোয়ারার দীর্ঘ চুলের কয়েক গোছা বাউলা বাতাসে উড়ে আচানক সুরুজের মুখে এসে খেলা শুরু করে দেয়। চুলের সুবাস নাকে এসে লাগে। সে মাদকতায় ঘুম নেমে আসে চোখে। মনোয়ারা নরম হাত দিয়ে সুরুজের কপাল ছুঁয়ে নেমে আসা চুলে বিলি কেটে দেয়। ঘুম, চোখে হাজারো ঘুম!

: স্যার, ও স্যার, আমরা স্টেশনে এসে গেছি, উঠেন স্যার!

শাহীনের ডাকে তন্দ্রা কাটে সুরুজের, বিরক্ত হয় শাহীনের এ আচরণে তবু কি আর করা, এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলো তো। মনোয়ারা আছে সুরুজের শয়নে-স্বপনে।

নিজের চেয়ারে বসেই সুরুজ এক কাপ চায়ের অর্ডার দেয়। স্টেশনে কাজ করে ৯/১০ বছরের ছেলে কাদের স্যারের জন্যে চা আনতে ছুট দেয়। বিক্রি-বাট্টার হিসেবে চোখ বোলাতে থাকে সুরুজ। চা আসে, পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তৃপ্তি অনুভব করে সে, চোখটা আমেজে খানিক বুঁজে আসে। এমন সময় বাইরে কার গলা শোনা যায়। মহিলা কণ্ঠ, ছোট খালা না? ছোট খালা মাঝে মাঝে এসে হামলা চালায় সুরুজের স্টেশনে। বকাঝকা দেয়, এর ওর খবর বলে, ভালই লাগে সুরুজের। ছোট খালা বছর দুয়েকের বড় হবে ওর থেকে। অনেকটা বন্ধুর মতো, যদিও খালার আচরণ অনেক সময় অনুপ্রবেশকারী অভিভাবকের মতো।

: কিরে সুরুজ, কতকাল পাম্পে বসে একা একা চা খাবি? বউ- এর হাতে চা খাওয়ার ভাগ্য কি হবেনা?

: খালু কি চা খেতে গদি ছেড়ে বাসায় আসে খালা?

: তোর খালু অন্তত সকাল-বিকাল দুবার চা তোর খালার হাতেই খায় মনে রাখিস।

: সে তুমি বলে কথা! সব বউ-এর কি আর সে মিঠা হাত থাকে? গদির টাকা গোনা ফেলে বউ-এর হাতে চা খেতে যেতে হবে সে সবার দ্বারা হয় না।

: হতেই হবে, বউ আসলে বুঝতি ঐ চা খেতে যাওয়াটা হইতেছে উছিলা, আসলে ঐ নিয়ম না করলে তো বউটা হাতে থাকেনা। বউ-এর মুখটা দেখে আসা, নিজের অধিকার বুঝে নেয়া আরকি।

: আমার খালুজীকে ভালই আটকাইছো বুঝলাম। আমাকে আটকাবে এমন মেয়ে কোথায় পাবো?

: আরে ব্যাটা একবার তোর এই খালারে বিশ্বাস কর, দেখ তোরে আটকায় কে?

: ওরে বাবা, ওভাবে আটকা পরে জাটকা হওয়ার ইচ্ছা আমার নাই। বসো তোমার জন্যে চা আনাই।

মোবাইলে ম্যাসেজ আসার শব্দ হয়। সুরুজ মিয়া আবার এই ম্যাসেজ জিনিসটা এখনো ম্যানেজ করতে পারেনা। এ ব্যাপারে তাকে শাহীনের শরণাপন্ন হতে হয়। খালার সামনে ম্যাসেজ দেখা যাবে না। পরে দেখবে। নিশ্চয়ই মনোয়ারা পাঠিয়েছে। বাইরে খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ায় সুরুজ। গাড়ির লাইন পড়েছে, ফুয়েলের জন্যে লাইন। পাম্পের শ্রমিকেরা মহাব্যস্ত। সুরুজের গাড়ি একপাশে পার্ক করা। শাহীন ড্রাইভার গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে মোবাইল টেপাটেপি করছে। সুরুজ একটু এগিয়ে গিয়ে গলা খাকারি দেয়। শাহীন শুনতে পেয়ে মোবাইল থেকে চোখ তুলে স্যারকে দেখে সামনে এগিয়ে আসে। সুরুজ ম্যাসেজটা খুলতে বলে শাহীনকে। ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে শাহীন ম্যাসেজ বার করে স্যারকে পরে শোনায়। ম্যাডাম লিখছেন, বাড়ি থেকে জরুরি ডাক আসায় আগামিকাল ভোরেই চলে যাচ্ছে। কবে ফিরতে পারবে এখনই জানাতে পারছে না। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলো সুরুজ মিয়ার। মনোয়ারা বিহনে ঢাকায় দিন যাপন যেনো চৈত্রের উদাস দুপুর, বাতাস আছে কিন্তু সে বাতাসে মায়ার ছিটে-ফোঁটা নেই। শুধুই শিমুলের বুক ফেটে তুলা ঝরার মতো বিষন্নতা ঝরে পরে। মনটা হু হু করে সাথী হারা কোকিলের মতো..বসন্ত বাতাসে সই গো...। এখনই একটা ফোন করবে সুরুজ।

: হ্যালো মনো, কেমন আছো? তোমার ম্যাসেজ পাইয়া তো মনটা খারাপ হয়ে গেলো, কী করব কও?

: না সুরুজ মন খারাপ করে না, বাড়ি থাকলে মাঝে মাঝে যেতে হবে না? মা-বাবা তো দেখতে চাইবে মেয়েকে বল?

: তা ঠিক। হাজার হোক মেয়ে তো বড় করে তারা পরের বাড়ি পাঠানোর জন্যে। তা সকাল বেলা তোমারে স্টেশনে পৌছানের জন্য আসবো?

: আসতে পারো

: একটু দেখতে পারলেও তো শান্তি হয়, ঠিক আছে সাড়ে ছটার মধ্যে চলে আসবো গাড়ি নিয়ে। শাহীনরে বলে রাখতে হবে। কী পরবে কাল? ঐ টিয়ে রঙ বেনারসীটা পরনা, ওটা পরলে কেমন দেখায় তাতো দেখলাম না

: বেনারসী পরলে ট্রেনের সবাই তাকিয়ে থাকবে না! কি যে বল কোন কিছু ঠিক নাই।

: ওসব আমি শুনতে চাইনা, আমি জানি আমার মনোকে এমনিই সবাই তাকিয়ে দেখে।
শাড়িটা তুমি কাল পরবাই, বুঝছ?

: আচ্ছা আচ্ছা, পরবো, পাগল আর কাকে বলে!

: এই তো লক্ষী মেয়ের মতো কথা বলছ! তোমার জন্যে আমি তো পাগল হয়েই আছি। ঠিক ভোর সাড়ে ছটায় সুরুজের গাড়ি হোস্টেলের গেটে এসে থামে। মনোয়ারাকে ফোন করলো সুরুজ। মনোয়ারা বেরিয়ে এলো হোস্টেল থেকে, সবুজ বেনারসীতে ঝলমলে মনোয়ারা, হাতে একটু বড় সাইজের ব্যাগ। শাহীন ব্যাগটা পেছনে নিয়ে রাখলো। ওই যে আসছে টিয়ে সবুজ বেনারসী পরে মনোয়ারা, সুরুজ মিয়ার ভালোবাসা। মনোয়ারা সুরুজের পাশে এসে বসে। সুরুজ মিয়ার হৃদয়ের কাঁপুনি বাড়তে থাকে। শিহরণ জাগে সারা অস্তিত্বে। মনোয়ারারও কি একই রকম প্রতিক্রিয়া হয় সুরুজের কাছে আসলে?

ট্রেন ছাড়ার সময় হলো। খুবই মন খারাপ করা একটা সময়। প্রিয়জনকে বিদায় জানাতে হবে। সুরুজও খুব কষ্ট পাচ্ছে। প্লাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেন, মনোয়ারা জানালার কাছে বসে হাত নাড়ে সুরুজকে। আস্তে আস্তে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় মনোয়ারাকে নিয়ে ট্রেনটি। কেমন একটা শূন্যতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুরুজ। তাকিয়ে থাকে অপসৃয়মান ট্রেনের দিকে। সম্বিত ফিরে পায় শাহীনের ডাকে।

এক সপ্তাহ হয়ে গেলো মনোয়ারা বাড়ি গেছে। কোন খবর আসছে না। ফোন করে বন্ধ পাচ্ছে সুরুজ। হোস্টেলে গিয়ে দেখেছে, ওরাও কিছু বলতে পারলো

না। চরম উৎকণ্ঠায় কাটছে দিনগুলো সুরুজের। একটা ফোন কেন মনোয়ারা করতে পারছে না। ব্যবসার কাজে মন দিতে পারছে না। বুকের মধ্যে খচ্‌খচ্ করছে, একটা সংক্রমন যেন ডেভলপ করছে হৃদয়ের গভীরে! অন্যমনষ্কভাবে মোবাইলে চাপ দেয় সুরুজ, রিং হচ্ছে তো! মনোয়ারার ফোনে রিং হচ্ছে। কানে লাগিয়ে অপেক্ষা করে ওপারের সাড়া পেতে। ফোনটা মনোয়ারাই ধরে।

: হ্যালো, কে?

: মনো, আমি সুরুজ, কেমন আছ? কি হইছে তোমার? ফোন বন্ধ ছিল কেন?
: সুরুজ, তুমি আমাকে আর ফোন করবা না। আমার এ্যনগেজমেন্ট হয়ে গেছে হাসানের সঙ্গে। পরিবারের ঠিক করা সম্বন্ধ, পাত্র সরকারি চাকরি করে, পুলিশের এস, আই। এসময় তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা ঠিক না।

: কি বললা! আমার কি হবে গো!

ওপাশে ফোন রেখে দিলো। সুরুজ মিয়া হতবিহ্বল, মাথাটা কি ঘুরছে? পড়ে যাবে নাতো? শাহীন একটু দূরেই ছিলো। স্যারের মোবাইল-টক না শুনতে পেলেও অবস্থাটা দেখতে পাচ্ছিল। দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেললো। চেয়ারে ঠিকমতো বসিয়ে দিলো সুরুজ মিয়াকে। সুরুজ মিয়া ঘামছে, বড় কঠিন কথাটি চরম কঠিন ভাবে মনোয়ারা আজ সুরুজকে জানিয়ে দিয়েছে। সুরুজ এখন কি করবে? মনোয়ারা আর কথা বলবেনা ওর সঙ্গে? একবার চোখের দেখাও হবেনা? সুরুজ প্রতিদিন হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। একবার যদি দেখা পাওয়া যায় মনোয়ারার!

পরপর চার দিন দাঁড়িয়ে থেকে এক সকালে মনোয়ারাকে বার হতে দেখা গেলো। সুরুজ এগিয়ে যায়, শাহীন গাড়িতে অপেক্ষা করে।

: মনো চলো গাড়িতে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

: না আমি তোমার গাড়িতে যাবোনা। তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নাই। আমি বলিনাই তোমাকে যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে?

: আমার সাথে ছাড়া তোমার কারো সাথে বিয়ে হতে পারেনা মনো। আমাকে তুমি ভালোবাসনা? আমি তোমারে আমার জানের চাইতে বেশি ভালোবাসি। প্লিজ আমারে বাঁচাও।

: খবরদার বলছি, আমাকে জোর করবানা। নইলে আমি বড় আপাকে ডাকবো। বলবো এরা আমাকে পথে আটকিয়ে বিরক্ত করছে।

: না এটা তুমি করতে পারোনা। আমারে পাগল বানাইয়া তুমি অন্যেরে বিয়া করতে পারো না মনোয়ারা। আমি কিন্তু স্যুসাইড খাবো, তুমি নিজ হাতে আমার এই বুকে ছুরি বসায়ে দাও। আমি শান্তিতে মরে যাবো।

: কি আশ্চর্য! তুমি তো এই রাস্তাতেই সিন ক্রিয়েট করতেছ দেখি! থামো, তোমার পাগলামি রাখ, বাড়ি যাও, আমার পথ আটকায়োনা।

ওদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে রাস্তার চলমান জনতা দাঁড়িয়ে পড়ে। উৎসুক পথচারী জানতে চায় কী হয়েছে। এর মধ্যে হোস্টেলের দারোয়ান ঝামেলা হচ্ছে ভেবে বড় আপাকে অবস্থা জানায়। বড় আপা বেরিয়ে আসেন। মনোয়ারাকে তিনি ভিতরে যেতে বলেন। রাস্তার লোকের অহেতুক কৌতুহল এড়াতে সুরুজ মিয়াকে গেস্ট রুমে বসতে অনুরোধ করেন।

মনোয়ারাকে জিজ্ঞাসা করে বড় আপা ওর সদ্য বিয়ের কথা জানতে পারেন। মনোয়ারা আরও জানায় যে বিয়েটা ওর পরিবারের মতে হয়েছে। পাত্র শিক্ষিত, পুলিশের এস, আই পদে চাকুরি করেন। সুরুজ মিয়া ওর পরিচিত, ফোনে আলাপ, তারপরে কিছু যোগাযোগ হয়েছে। সুরুজ মিয়া ওকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু তা সম্ভব না, ও অশিক্ষিত, এছাড়া মনোয়ারা এখন বিবাহিতা। পরিবারের মতে তার বিয়ে হয়েছে। ওদিকে বড় আপা সুরুজ মিয়ার সঙ্গেও কথা বলেছেন। সুরুজ মিয়া আবেগ ঢেলে ওর আর মনোয়ারার প্রেমের কথা শোনায়। ছবি দেখায় যেখানে মনোয়ারার সাথে তার স্বপ্নময় কিছু সময় কেটেছে। বড় আপা বিষয়টা অনুধাবন করে একটা বাস্তব সম্মত সমাধান দিতে চায়। সুরুজ মিয়াকে বলেন, শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করে সুখ হবে না। তাছাড়া মনোয়ারার বিয়ে হয়ে গেছে, ও সুরুজ মিয়াকে পাত্র হিসেবে পছন্দ করেনি। ওকে বিয়ে করে সংসার করার স্বপ্ন দেখা বৃথা। তার চেয়ে একটা স্বল্প লেখাপড়া জানা সুন্দরী, লক্ষী মেয়ে বিয়ে করে সুরুজ মিয়ার সুখী হওয়া উচিত। হায় রে সুখ! সুখ তো হচ্ছে গ্যাস, মনে আসলেই উড়াল দিতে ইচ্ছা করে। তখন তো প্রাণ আর প্রাণের মধ্যে থাকে নারে, ...ইচ্ছা করে ও পরাণডারে গামছা দিয়া বাঁধি! শান্ত, সিধা, নিস্তরঙ্গ জীবন কি গ্যাস বেলুনের আকাশে ওড়ার সুখ বুঝতে পারে!

: না আপা, মনোয়ারাকে আমি জীবনটা দিয়া ফেলছি। ওরে ছাড়া আমার জীবনে কিছু নাই। ওর বিয়ে হয়ে গেছে এটা কেমনে মানি?

: সুরুজ মিয়া, তোমাকে যে ভালোবাসে না, তাকে বিয়ে করে করতে পারতে? তা কোনদিন সম্ভব হতো না।

: কি চায় সে? আমি তাকে সব দেবো। আমার যা কিছু আছে সব তার জন্যে। আমার মতো আর কেউ তাকে ভালোবাসতে পারেনা ম্যাডাম।
: কিন্তু ঐ শিক্ষিত মেয়ে তুমি সামাল দিতে কীভাবে? সে তোমার উপর্যুক্ত নয় সুরুজ মিয়া, ওকে তুমি ভুলে যাও। হু হু করে কেঁদে ওঠে সুরুজ মিয়া। মনোয়ারা ওর সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও যে ওকে হৃদয় থেকে সরিয়ে দেয়া সম্ভব না! সুরুজের কঠিন সংগ্রামী জীবনে মনোয়ারা যে এসেছিলো দখিনা হাওয়ার মতো। সুরুজের উঠানে ঝলমল করছিলো এক টুকরো সোনা রোদ। আজ কী হবে সুরুজের? গ্রহণ লাগলো কি সুরুজের অস্তিত্বে?

: আপা, একটা কাজ আমার জন্যে আপনি করতে পারবেন?

: কি কাজ?

: মনোয়ারাকে আমি একটা টিয়ে সবুজ রঙের শাড়ি দিয়েছিলাম। ঐ শাড়িখানা ওর থেকে আমায় এনে দিতে পারবেন?

: কেন? ও শাড়ি দিয়ে কি হবে? নতুন বউকে দেবে?

: না আপা শাড়িটা আমার চাই, দয়া করুন, ওটা আমাকে এনে দিন

: আরে পাগল, শাড়ি দিয়ে কি হবে!

: আপনারা যা বুঝার বোঝেন, আমি শুধু শাড়িটা চাই, আর ওটা যেভাবে পারেন আমাকে একটু এনে দেন। শাড়িটা পেলে আমি আর কোনদিন আপনাদের সামনে আসবো না। অনেক দূরে চলে যাবো।

: ঠিক আছে দেখি শাড়িটা তোমাকে এনে দিতে পারি কিনা।

বড় আপা ভেতরে গেলেন। মনোয়ারার সাথে কথা বলে শাড়িটা দিতে বললেন। একথাও বললেন যে একজন সোজা সরল মানুষের মন নিয়ে

মনোয়ারা বেগমের ছেলে খেলা করা একদম উচিত হয় নাই। মনোয়ারা বেগম টিয়ে সবুজ রঙের বেনারসী শাড়ি খানা, যেটা গত ভালোবাসা দিবসে সুরুজ ওকে উপহার দিয়েছিলো, বড় আপার হাতে দিয়ে দিলো। বড় আপা শাড়ি খানা সুরুজের হাতে দেন। সুরুজ শাড়িটা হাতে নিয়ে নিস্পলক তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, হাত দিয়ে ছুঁয়ে যেন অনুভব করতে চায় মনোয়ারাকে। মনে পড়ে স্টেশনে শেষ দেখা এই শাড়ি পরে মনোয়ারাকে। হুইসেল বাজিয়ে সেদিন ট্রেন মনোয়ারাকে নিয়ে চলে গিয়েছিলো সুরুজের দৃষ্টির আড়ালে। আজ মনোয়ারা চলে গেছে চিরকালের জন্যে ওর জীবন থেকে।

সুরুজ মিয়া বালিশে মুখ গুঁজে চোখ মোছে, টিয়ে সবুজ বেনারসী বুকে চেপে ধরে। শাড়িটা জড়িয়ে ধরলে ঘুম নেমে আসে চোখে। আকাশে জোছনা, 'সুরুজ ফিলিং স্টেশন' এ তখনো দূরপাল্লার গাড়ির লাইন

গীতাঞ্জলি বড়ুয়া
সহযোগী অধ্যাপক
বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ,
ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে নারী : প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা

বিশ্বের বৈচিত্র্যময় কর্মক্ষেত্রগুলোতে নারীর সরব পদচারণা নতুন কোনো ঘটনা নয়। নারীর কর্মক্ষেত্রের পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। শ্রেণী, পেশা, আর্থিক অবস্থান যাই হোক না কেন সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে নারীরা এখন পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

আভিধানিকভাবে কর্মজীবি নারী বলতে সেই নারীকে বোঝায় যে বাড়ীর বাইরে শ্রমের মাধ্যমে বেতন গ্রহণ করে অথবা আয় করে থাকে। এছাড়াও একজন মহিলা নিয়মিতভাবে চাকুরীতে বহাল থাকলে তাকেও কর্মজীবি নারী হিসেবে দেখা হয়।

পৃথিবীর সব দেশের নারীদের কর্মক্ষেত্রে সরব উপস্থিতি থাকলেও কর্মক্ষেত্রে নারীদের বিচরণ দেশ ও সমাজ ভেদে ভিন্ন। মূলত রাষ্ট্র, সমাজব্যবস্থা ও ধর্মের ওপর ভিত্তি করে নারীর কর্মক্ষেত্রের ব্যাপ্তি। আর তাই যুক্তরাষ্ট্রের নারীর সঙ্গে আফ্রিকার একটি দেশের নারীর কর্মক্ষেত্রের তফাৎ রয়েছে। আবার একই মহাদেশে অবস্থিত দুটি দেশ এমনটি প্রতিবেশী দুটি দেশের মধ্যেও নারীর কর্মক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

বিশ্বের অন্যসব দেশগুলোর মতো বাংলাদেশের নারীরাও কর্মক্ষেত্রে রাখছেন তাদের মূল্যবান ভূমিকা। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত রয়েছে নারীদের অবাধ বিচরণ। পৃথিবীর অনেক দেশের সঙ্গে তুলনা করলে কর্মক্ষেত্রের প্রায় সকল স্থানে বাংলাদেশের নারীরা অবাধে কাজ করে চলছেন। ২০১৭ সালের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তথ্য মতে বাংলাদেশে মোট কর্মজীবি জনসংখ্যার ২৯ দশমিক ১ শতাংশ নারী। যা আমাদের প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের চাইতে বেশী। বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে ১৯৯০ হতে ২০১৬ সাল মেয়াদ কর্মক্ষেত্রে নারীদের বিচরণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দেশের মোট শ্রমজীবি জনসংখ্যার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ যেখানে পুরুষ শ্রমজীবি জনসংখ্যার বৃদ্ধি ছিল ১ শতাংশ।

তবে কর্মক্ষেত্রে নারীদের বিচরণ অবাধ হলেও রয়েছে কিছু প্রতিবন্ধকতা। অনেক নারীকেই ছোট শিশুদের রেখে কর্মক্ষেত্রে যেতে হয়। যথাযথ অভিভাবক বা মানসম্মত শিশু দিবা যত্নকেন্দ্রের অভাবে অনেক সময় ঝুঁকির

মুখে পড়ে শিশুরা। দেশের অবকাঠামোগুলোর বিগত বছরগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন হলেও দেশের সকল স্থানে নারীদের অবাধ বিচরণ ও দীর্ঘ সময় অবস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এখনো রয়েছে কিছু ঘাটতি। যা নারীদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। পাশাপাশি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে অনেক চ্যালেঞ্জিং পেশাকে গ্রহণ করতেও দ্বিধার মুখে পড়েন নারীরা। এছাড়াও সারারাত কাজ করতে হয় এমন পেশা যেমন- চিকিৎসক, নার্স, সংবাদমাধ্যম কর্মীদের অনেক সময় প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। গণপরিবহন যাতায়াত সমস্যা, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় নারীর পথ চলাকে করে তোলে সমস্যা সংকুল।

এই বাস্তবতা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের অর্জন পৃথিবীর অনেক দেশ এবং সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের থেকে পিছিয়ে থাকলেও কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদানের নিরিখে বিশ্বের অনেক দেশের কাছে বাংলাদেশের অবস্থান ঈর্ষণীয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের ভূমিকা এবং অবদান নিয়ে প্রতিনিয়ত করছে গবেষণা এবং প্রতিবেদন নির্মাণ।

কর্মজীবি নারী হিসেবে বাংলাদেশের নারীদের এগিয়ে যাওয়া সম্ভবনাময়। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে নারীরা কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসছেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। নিয়মিত চাকুরীর পাশাপাশি অনেক নারীরা এখন বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করে ব্যবসামুখী হয়েছেন। পরনির্ভরতাকে ত্যাগ করে কর্মজীবি নারীরা ক্ষুটি ব্যবহার করে যাতায়াতকে সহজ করে নিয়েছেন। নারীদের এখন দেখা যায় বিচিত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে যা এক সময় ছিল পুরুষতান্ত্রিক। সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিদিনই বাড়ছে নারী কর্মীর সংখ্যা। বিমান চালনা, গণমাধ্যমে কাজ করার মতো চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীরা রাখছেন সফলতার স্বাক্ষর। সর্বোপরি শিক্ষার আলো প্রতিটি নারীর কাছে পৌঁছে যাওয়ায় তারা যে যার অবস্থানে থেকেই সমাজ, পরিবার ও নিজের জন্য করছেন উপার্জন।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের এগিয়ে যাওয়াকে অব্যাহত রাখতে সরকার আন্তরিক। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠি মহিলাদের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নারীদের ক্ষমতায়নে নেয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। দেশের রাষ্ট্রিয় পর্যায়ের বিভিন্ন নীতিতে যার প্রতিফলন দেখা যায়। বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে ২০১৭ সালে জেন্ডার সমতা মূল্যায়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে

প্রথম স্থান দখল নিতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৯ সালের বাজেটে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারীদের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, ব্যবসা বান্ধব নীতি, তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের কর্মসংস্থানে আগ্রহী করে তুলতে নেয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। তবে আরো নারীকে কর্মক্ষেত্রে যোগদানে আগ্রহী করে তুলতে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা, বিবাহিত নারীদের শিশুদের পরিচর্যার জন্য মানসম্মত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্রসার, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেন নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি খাতও যদি এগিয়ে আসে তবে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অনুকূল প্রবেশ আরো ত্বরান্বিত হবে।

পরিশেষে একথা জোরালো ভাবে বলা যায় যে, কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের পথচলার যে গতি সঞ্চারিত হয়েছে যা আসছে দিনগুলোতে আরো বৃদ্ধি পাবে। দেশ আর্থ-সামাজিকভাবে যতো এগিয়ে যাবে ততই সৃষ্টি হবে নতুন কর্মসংস্থানের, যেখানে নতুন কাজের সৃষ্টি হবে নারীদের জন্য। দেশের বিশাল কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এটিই প্রত্যাশা।

-সৈয়দা আফসানা
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার

বেকার

আমি প্রচণ্ড একা! আমার সাথে কেউ নেই। নেই মানে মানসিকভাবে কেউ নেই! আমি এখন শুধু সময় কাটাচ্ছি। তবে কী আমার অপেক্ষা মৃত্যুর? এখন যে অবস্থা এটা জীবনও না মৃত্যুও না! চরম দুর্বিষহ! ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে আমার চরম ডিপ্রেশনের চিকিৎসা! আর একটু বাড়লে আমি আত্মহত্যা করতে পারি বলে ডাক্তার আশংকা প্রকাশ করেছেন।

আমার বয়স পঁয়ষট্টি। ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ। আমার স্বামী স্বনামধন্য চিকিৎসক রায়হান! অঢেল আয়-রোজগার। দুই ছেলে-মেয়ে! দু'জনেই স্ব স্ব অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সংসারের সব দিক ভাল আমিই করেছি। কারণ আমার ব্যস্ত স্বামীর পক্ষে এগুলো দেখা সম্ভব ছিল না একেবারেই! তবে তাঁর পক্ষে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখা সম্ভব না হলেও দিন শেষে খবরদারীতে তিনি ছিলেন সত্যিই পুরুষ জাতির অহংকার!

আমার আর রায়হানের সম্পর্ক কখনও ছিল বন্ধুর মতো, কখনও নিরেট স্বামী-স্ত্রীর মতো, কখনও অধীনস্থ কর্মচারীর মতো। যখন যেমন তখন ঠিক তেমনই থেকেছি, মেনেছি। কারণ আমি সংসার করতে চেয়েছি, সংসার টিকিয়ে রাখতে চেয়েছি। আমার বিরুদ্ধে বিয়ের আগে রটানো বিষয়গুলো মিথ্যা প্রমাণ করতে চেয়েছি। আর যেহেতু জীবনের প্রথমেই জেনে গিয়েছিলাম নারীকে জীবন কুরবানি করেই সংসার বাগানে ফুল ফুটাতে হয় তাই আমি ভাল ও দক্ষ মালী হয়ে উঠতে চেয়েছি।

পড়াশোনার প্রায় শেষ পর্যায়ে রায়হানের সাথে আমার বিয়ে হয়। এরপর দু'জনেই বের হই কাজের সন্ধানে! খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি আমাকে! সাবজেক্ট এর কারণে বেশ সহজেই একটা কর্পোরেশনের সিনিয়র অফিসার পদে চাকরি পেয়ে যাই। বাসের জন্য বা ভাগ্যান্বেষণে ইতোমধ্যেই আমরা ঢাকায় চলে এসেছি। আমাদের বিয়ের বছরও ঘুরেনি তখন! আর আমাদের দু'জনেরই বয়স চব্বিশ।

রায়হান খুব মেধাবী। শুধু তাই নয় সে অত্যন্ত চৌকস ছেলে! নানা রকম ভালো গুণও তাঁর আছে। ভাল গান গাইতে পারে। দেশ আর সমাজ সচেতন। বিশ্ব রাজনীতির অতীত আর চলমান ধারা নিয়ে তাঁর অসীম আগ্রহ। ছাত্রজীবনে সক্রিয় বাম রাজনীতি করেছেন। এখনও রাজনীতির উপর মহলে মাসে দু'একবার আড্ডা দেন! আর দুই সফল সন্তানের বাবা হওয়ায় তাঁর জীবন সফল দুইশো ভাগ! জীবন সার্থক ডা. রায়হানের! মৃত্যুর পর ছাত্র-সহকর্মী-

রোগীদের ভালবাসা আর অশ্রুজলে সিক্ত হবেন সকলের প্রিয় রায়হান স্যার। আহা হা এই তো মানব জীবনের সার্থকতা! একজন সাধারণ মানুষ তো এই চায় তাঁর জীবদ্দশায়! তোমাকে অগ্রিম অভিনন্দন ডিয়ার রায়হান, মাই লাভ!

ফিরে আসি আমাদের চব্বিশে! ওঁর চাকরি, ওয়ার্ড ভিজিট আর এফআরসিএস এর দারুণ পড়াশোনা লাইব্রেরি ছিল তাঁর জীবন। আর আমার চাকরি, মিটিং, ম্যানেজ, লিয়াজোঁ, ড্রাফট, আদেশ-নির্দেশ, মনিটরিং দিয়ে নাস্তানাবুদ অবস্থা। লাঞ্চের সময় বেশির ভাগ সময় ভেস্তে যায় পরবর্তী মিটিংয়েরে এজেন্ডার জবাব তৈরিতেই।

ভালোই চলছিল অফিসে। নতুন ধরনের কাজ। প্রতিদিন নতুন অভিজ্ঞতা। অপক্ক মাথা আর অনভিজ্ঞতার কারণে স্নেহ, ক্ষোভ সবকিছুই তখন নগদে জুটতো! তবে নিজের ঢাকটা একটু নিজেই পিটাতে চাই, অন্যের ভেঙ্গে ফেলে রাখার বিষয়টা মাথায় রেখে।

আমিও কিন্তু কম মেধাবী ছিলাম না! বরং বলতে পারি কোনঅংশেই রায়হানের চেয়ে কম নয় বরং বেশ কিছুটা বেশি। আমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রশংসা পেয়েছে বারবার, অনেকভাবে! আমার ব্যক্তিত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য সিনিয়ররাও সমীহ করে চলে। এরসাথে আমার ছোটবেলায় যে পড়ার অভ্যাসটা গড়ে উঠেছিল তা বয়স হতে হতে আরও শক্তপোক্ত হয়। যা আমাকে জীবনে মাথা তুলে সম্মানের সাথে বাঁচার মন্ত্র দিয়েছিল। যার ফলে আমি যেকোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে কখনও বিন্দু ভয় পেতাম না, বিচলিত হতাম না!

সেই আমি আমার সাতাশ বছর বয়সে মধুচন্দ্রিমার উথাল-পাথাল লগনে চাকরি ছেড়ে দিলাম। সংসার ঠিক রাখতে না কি আমার পূর্বসূরির অভিশাপ কাটাতে, না স্বামীর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা অথবা ঘেন্নায়! আজ এটা আমার জন্য কোন যায় আসার বিষয় আদৌও না!

আমি মিথিলা এমএ ইংরেজি সাহিত্য আজ এসবের উর্ধ্বে। আমি একাকী। কোন বিস্ময় নাই, নাই আশা, নাই আলো, নাই স্বপ্ন, নাই ভালো লাগা, নাই ভালবাসা। আমার চাকরির তিন বছরে চাকরি ছেড়ে দেয়া কিন্তু বেশ অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কারণ, তখনও আমি মা হইনি। সন্তানের লালন-পালন নিয়ে কোন সমস্যার মুখোমুখি হইনি। তবুও ছাড়তে হলো আশির দশকে সাড়ে চার হাজার টাকা বেতন পাওয়া চাকরিটা। যেদিন চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম সেদিনের ঘরের পরিস্থিতি আজও স্পষ্ট দেখতে পাই। দুজনেই ফিরলাম কাজ থেকে। ক্লান্ত, অবসন্ন দুজনেই। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। সাতটা পার। মফস্বলে বেড়ে উঠা মেয়ে আমি। ঢাকার চাকচিক্য, শঠতা, জীবন-যাপন পদ্ধতিতে কিছুটা অভ্যস্ত হলেও ক্লান্তি তো থাকেই দেহ,

মন জুড়েই! আর নিত্য ঘটে যাওয়া একই আচরণ আমার ব্যক্তিত্বকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল অজান্তেই! সংসার দুজনের আবেগ, আশ্রয়ের জায়গা হলেও এক ধরনের যেন প্রভু-প্রজা সম্পর্ক বিদ্যমান। রায়হানের ডোমিনেটিং মনোভাব আমাকে ক্ষুব্ধ করে, ওর প্রতি সৃষ্টি হয় বিরক্ত থেকে অনীহা। অফিস ফেরত আমাকে দিতে হয় চা নাস্তা, আরাম করে দৈনিক পত্রিকা পাঠরত রায়হানকে। পাই না সময় সারাদিনের পরিধেয় বদল করার! এরপর রাতের খাবার তৈরি করতে হয়, তৈরি করতে হয় পরদিন সকালের নাস্তা। উনিশ বিশ হলে চাকরির খোঁটা, বেতনের খোঁটা। সামান্য অর্থ আয় করতে গিয়ে আমার সংসারে মন নাই এমনতর গুরুতর অভিযোগ, আর অভিযোগ।

৫ জুলাই ১৯৯১ এ আমি বসের কাছে চাকুরির ইস্তফাপত্র দাখিল করলাম। অত্যন্ত স্নেহ প্রবণ আমার বস প্রথমে অবাক, তারপর আমাকে ভাবতে সময় দিলেন এক সপ্তাহ। আমি ততদিন যেন একটু চিন্তা করি। চিন্তাচিন্তি করতে পারি না বেশি একটা। স্বভাবে নাই। আর চিন্তা করার কী আছে? চাকরি করবো না!

ফাইনাল! আমাকে চালাবেন স্বামী এটাই চিরন্তন, ধর্মেও আছে। উনিও তো সে কথা স্পষ্টভাবে জানালেন। ও মিথিলা, রাখো তোমার ক্যারিয়ার। অনাগত সন্তানের জন্য কাঁথা বানাও। বানাও জামা-কাপড়, সোয়েটার, মোজা বানাও কুশি কাটায়। বৃষ্টি ঝরছে হয়ে যাক পাতলা খিচুড়ি। বিকেলে পুডিং, শেমাই, সুজি, পেঁয়াজি। বানাই আর খাই। বাচ্চাদের সিরিয়াল কেনো! প্রাইভেট টিউটর খুঁজো, প্যারেন্টস মিটিংএ যাও, পোশাক ঠিক করো, মেহমান খাওয়াও, কোরান পড়াও আর স্বামী হালকা ড্রিংক করে এলে বাচ্চাদের চোখ এড়িয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে দাও। আহা এমন চ্যালেঞ্জ নিয়েই তো পঁয়ত্রিশ বছর কাটলো।

ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হলো, আর মেয়ে কেমিস্ট। তারা কাজে যোগদান করলো, পাতলো সংসার। ইনফেক্ট আমিই সংসার পাততে সাহায্য করে দিলাম দু'জনের। ছেলে উত্তম জীবনের আশায় বিদেশ পাড়ি দিল। বাচ্চা নিয়ে মেয়ের সংসার পুরান ঢাকায়।

ব্যস্ত! ব্যস্ত!! ব্যস্ত!!!

মহা ব্যস্ত তাঁরা তিন জনই।

শুধু কর্মহীন আমি!

বেকার মিথিলা আহমেদ এম এ ইংরেজি সাহিত্য।

প্রফেসর ড. মোসা: আবেদা সুলতানা
উপাধ্যক্ষ
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

এখানে ভোর আসে

এখানে ভোর আসে হরিৎ সর্ষের শিশির ভগায়,
শুভ্রবকের উড়ে যাওয়া ঝাঁকে,
রাজহংসীর মুগ্ধ পালকে
দূর মাঠের ঐ দিগন্তরেখায়!
এখনো গ্রামগুলো হাসে স্বজনের মমতায়,
নিবিড় সম্পর্কের প্রগাঢ় বাঁধনে!
নাটাবনের চোরাকাঁটায়
বকজুড়ির হিজলপাতায়,
কাঁটাগড়ের আড়ংমেলায়,
দোয়েল, পানকৌড়ির
লুকোচুরি খেলায়,
শালুক, খলসের পদ্মবিলে
মাছরাঙাটার দীর্ঘ অপেক্ষায়!
এখানে সন্ধ্যা নামে নিস্তব্ধ গভীরতায়,
ঝিঁঝিঁর ডাকে, জোনাকীর আহবানে,
কখনো বা ডেকে যাওয়া একাকী পাখিটির করুণ আতর্নাদে!
জোছনা রাতে তারাগুলো ফোটে অবাক রাতের আঁধার ঘুঁচিয়ে,
মেঠো পথ, নদী, বিল, প্রান্তর টলমল কাঁপিয়ে!
এমন রঙ্গের আলিঙ্গন অপেক্ষায়,
তাহাদের পানে চেয়ে থাকি হায়!
রঙচটা, বেমানান এই আমাতে ইচ্ছে ডানার ঘুড়িটা উড়ে প্রজাপতি রঙিন
আকাশ হতে চাই!
খুব বেমানান তোমাদের সাথে, ক্ষণিক আমি, তবুও একটুখানি ঘাসফড়িং এর
ঘ্রাণ হতে চাই,
শিশিরের টুপ করে ঝরে পড়া শব্দ হতে চাই
তবুও চাই.....)

আনোয়ার সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক
মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজ

শহরে

তোমাদের শহরে
মানুষের লহরে
নাগরিক ধোঁয়া
আমাদের জীবনের
সবটুকু খোয়া
গেছে বুঝি চলে
সময়ের কোলে
তোমাদের সাথে
হাত পেতে হাতে
হয়নাকো দেখা
আয়ুদের রেখা
দড়ির ওপর
একপায়ে চলে।
যদিও ফাগুন
আমাদের মাঝে-
সোনালি আগুন
রুপালী বিষ
শব্দের কারাগার -
শুনেছি আমার
যন্ত্র শহরে
এপারে ওপারে
মত্যু বন্দী
নাগরিক ফন্দী
তোমাদেরই শহরে
মানুষের লহরে।

নূপুর দত্ত
সহযোগী অধ্যাপক বাংলা
ভাসানটেক সরকারি কলেজ, ঢাকা

আলোর ফুল

আঁধার এসে ঢেকে দেয় বার বার মুখ
আলোকিত হবো বলে ছুঁয়েছিলাম যাকে
সেও জানিয়ে দিলো অবশেষে -
"আলো নিতে এসেছি কেবল, আলো নিবো।"
আলোটুকু নিয়ে গেলো
হাতে দিলো অন্ধকারের ডায়েরি
লাল গোলাপের প্রলোভনে ছুটে গিয়েছি
যে বাগানে
সেটা বিভ্রান্তি আমার,
দিগন্ত বিস্তৃত কালো গোলাপ স্বাগত জানালো
লাল গোলাপের বিনিময়ে
কালো গোলাপের সওদা হলো।
বাণিজ্য বুঝিনা আসলে
কেবল সত্য আর সুন্দরের যাদু দিয়ে
আলোর ফুল ফুটাই আমি
ডুবে যাই নিকষ কালো অন্ধকারের সমুদ্রে।

তাহেরা আফরোজ
সহকারী অধ্যাপক,
সমাজবিজ্ঞান
গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা।

সহকর্মী

যখন তোমার সাথে
রাজস্ব খাতে
আমার উঠে নাম,

তখন তুমি জেনো,
মেধার দৌড়ে
তোমার সমান
আমি ও ছিলাম।

ভাবছো লিঙ্গের বৈষম্য
তবু ও কেন মেধার সাম্য ?
শোন তবে -
কেউ উপঢৌকন দেয়নি ,
তোমারটা ও কেড়ে নেইনি ,
তীব্র চেষ্টায় করেছি অর্জন।
তবু ও কি তুমি করবে গর্জন !

মেধাকে তোমার যদি বলো
করেছে সমাজকে গতিশীল
আমার মেধা কেন তবে
এই সমাজে হবে না সাবলীল!

মোদের সম্মিলিত ক্ষুরধার দৃষ্টি ,
তীক্ষ্ণ মেধা ,
সমন্বয় করে চলো ডিঙ্গিয়ে যাই
সকল বাধা।

জল-স্থল-অন্তরীক্ষে
চলো লড়ে যাই একসাথে
স্বদেশের পক্ষে।
চলো মেধা দিয়ে বয়ে আনি
দেশের বিরল সম্মাননা
চলো একসাথে হই
অনন্য-অনন্যা।

আফরোজা নাছরীন
সহকারী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা
সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল

হে নারী

ইচ্ছেগুলো সাঁঝের আলোয়
ঝাপসা দেখি মনের আয়নায়।
সেই ছোট্টবেলার বড় ইচ্ছে-
হলদে পাখি আমার মুঠোয়,
হিজলের শীর্ষ ডালে বসে থাকা,
জঙ্গলা খালের জল দেখা,
আর দল বেঁধে উড়ে যাওয়া
ঝাঁকে ঝাঁকে বক,
রাখাল বালকের সাথে দোন্ দিয়ে ধান চারা সিঞ্চণ;
কিংবা গরু বাঁধা মইয়ে দাঁড়িয়ে জমিন সমান করা.
ওরা বলে-এ কি মেয়ে মানুষের কম্ম?
তবুও লুকিয়ে লুকিয়ে ইচ্ছেপূরণ-
আমি যে বেটাছেলে সম।

শৈশব বলেছিল-
ও মেয়ে বেটা ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াসনে,
ছেলেদের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ? হাডুডু?
একি অসভ্যতা শুধু?
ওদের নাক ফাটিয়ে পথ চলার দুঃসাহস-
সমানে সমান থাকা, বেটাপনা-
এ যে বেলেল্লাপনা!
যৌবনে আনন্দে মাতা কদাচিৎ?
ও মেয়ে বেহায়া, যা-তা।
কম কথন, অহংকারী নিশ্চিত,
নীরব-নিশ্চুপ, মার্জিতও বটে।
ভালো পাত্র জুটিবে ।
জীবন যুদ্ধে ছেলের ন্যায় জীবিকার খোঁজ-
অশোভনীয়, অন্যায়,

রাহু গ্রাসের ভয়,
ও মেয়ে যাবে কোথায়?
অবশেষে পর গৃহে প্রবেশ,
কল্পনার সুখাবেশ।
-সদা নির্বাক, অবনমিত বদন,
আছে লক্ষীমন্ত বধুর ধরণ ও কষ্ট ধারণ-
অমিত শান্তির বাহক-ধারক-
নিয়ে হৃদয়ে অজুত রক্ত ক্ষরণ

বেলায় বেলায় নিজ-হেলায় কেটে গেছে কাল
ব্যস্ত জীবন-সংসার, কর্মস্থল।
যেন মহাকাল ধরে ত্রস্ত-ব্যস্ত সেবার অভিযাত্রায় -
বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে আপন কায়ায়-
জড়িয়ে যাওয়া আকণ্ঠ কষ্ট, যন্ত্রণার দাবানল,
তথাপি ওষ্ঠে হাসি, সৃষ্টির সেরা ও হে নারী।
কাল হতে কালান্তরে- তোমায় স্মরী।

তুমি বিদূষী, কর্মপ্রেয়সী তুমি দেবীতুল্য,
প্রশস্তি নেই, নেই বাহবার পুষ্পমাল্য।
তবুও শেষ রক্ত-কণাও ধাবমান সেবার অভিযাত্রায়,
সিক্ত কর-গহীণ ভালবাসায় আর অমিত শান্তির-অযুতধারায়।
হৃদয়ে তোমায় ধারণ করি-
সৃষ্টির সেরা ও হে নারী।

দিলরুবা শাহীনা
উপ প্রধান
(৪/১/২০২০)

বোকা মানুষ

এই পৃথিবীতে অনেক বোকা দরকার
চারিদিকে এত চালাকের ভিড়ে
তারা হারিয়ে যাচ্ছে
আগে কত মহাপুরুষ কত বোকার
আবির্ভাব হয়েছিল।
তারা নিজের সুখকে বিসর্জন
দিয়েছিল অন্যের সুখের তরে।
নিজের ভালমন্দ চিন্তায় বিভোর ছিল না বলেই
তাদের সংসারত্যাগী, বোকা মানুষ আখ্যা দেয়া হত।
তাদের মত লোকদের আবির্ভাব হয়েছিল
বলেই হয়ত সে পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য হয়েছিল।
ন্যায়নীতি সুন্দর কল্যাণকে কাচকলা দেখিয়ে
কুচক্রী আর অযোগ্যরা আনৌর ঘাড়ে চেপে ধরে
তবেই বাড়াচ্ছে সম্পান, প্রতিপত্তি
আর বিলাসের বাহার।
ফানুস করে উড়িয়ে দিচ্ছে নৈতিকতাকে
ঝোপ বুঝে কৌপ মারছে অন্যকে ঠকিয়ে।
তর তর করে উঠে যাচ্ছে উন্নতির সোপানে
কেউ রোধ করতে পারছে না তাদের,
সোনার হরিণ যেন হাতের মুঠোয়।
এ যুগের বুদ্ধিমানরা নিশ্চয়ই বলবে
মহা পুরষেরাও তো ছিল বোকা
নিজের খেয়ে অন্যের কাজ করা, কি আহাম্মক!
এ যুগে যদি জন্মাত যীশুখ্রীস্ট,
গৌতমবুদ্ধ বা অন্য মহারথী
তারাও নিশ্চয়ই অবাক হয়ে বলতেন
কি বিচিত্র মানুষের চরিত্র।
সত্যিই কি সবাই এখন চালাক,
কেউ কি নেই ওদের মত বোকা মানুষ?
যাদের কথা ভাবলে শ্রদ্ধায় মনটা দুলে উঠবে।
ওদের পরশ পাথরের ছোঁয়ায়
পৃথিবীটা হয়ে যাবে শান্তিপূর্ণ আবাসভূমি।

সানজিদা খাতুন
রচনা কাল-১৯৮৮

গল্প

আমি তোমার মত অমন সুন্দর করে
অত সত্য করে মিথ্যে বলতে পারি না
তুমি কি সুন্দর করে গল্প কর!
মনে হয় আমিও
একদিন ছিলাম ওই গল্পের ভ্রূনে
তাই সবটা দেখি নি, দেখতে পারি নি।
কিন্তু তুমি যখন বলতে থাকো
আমি ঠিক স্মৃতি জাগানিয়া হয়ে উঠি
বসে তাতে ভাগ বসাই
অনুতাপে মন পুড়তে থাকে
আমি কেন গল্প করতে পারি না!
শৈশবে একবার
ফিসফাস আওয়াজ অনুসরণে
উৎসুক চোখে দেখেছিল নিষিদ্ধ পার্থিব
তখনো জানিনি সব দেখতে নেই
বড় অপ্রয়োজন কাউকে বলার,
আড়াল করতে শিখিনি,
প্রহার জুটেছে শেষে
এখনো টের পাই সে ভীষণ ক্ষতের।
সহোদর কেউ কেউ গণিতের খাতায় শূন্য পেয়ে
অবলীলায় নব্বই পাওয়ার গৌরব পেতো
সত্য-মিথ্যার নিপুণ মেশালে।
আর আমি বাবার পকেট থেকে একটা আধুলি নিয়েছিলাম একবার
হাওয়াই মিঠাই কিনব বলেসে কথা জানাজানি হওয়ার পর
ভর্ৎসনার সেই চোখ আজো তাড়িয়ে বেড়ায়। আরও একবার
বন্ধুরা আমাকে মিথ্যে বলতে শিখিয়েছিল
কিন্তু অনভ্যস্ত আমি,
ধরা পড়ায় আমাকে খেলতে নেয়নি আর।
সেই থেকে আমি দলছুট।
আমি অনেক অনুশীলন করেও

পাঠ নিতে পারিনি
কিভাবে শব্দের সাথে শব্দজোড়া দিয়ে আস্ত
একটা গল্প হয় বিশ্বাসযোগ্য করতে
ঘটনা প্রবাহের দিকে কতটা খেয়াল রাখতে হয়।
সে পাঠ আমি তোমার কাছ থেকে
নিতে চেয়েছি বহুকাল,
পারিনি ব্যাক ব্যাঞ্চার ছাত্রের মত
অমনোযোগী রয়ে গেলাম।
আমি অত সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে শিখিনি
'আমি তোমাকে ভালবাসি'
এই কথাটা জনে জনে বলতে পারিনি।
কথাটা তোরঙ্গে তুলে রেখে
ছিন্ন ন্যাপথলিনের গন্ধ মাখা নীলাম্বরী শাড়ির ভাঁজে
তার মধ্যে কোনো অসত্য নেই
সত্যি বলছি আমি
বিশ্বাস করো আর নাই করো
তোরঙ্গ আজো খোলা হয়নি
সত্যি বলছি আমি মিথ্যে করেও মিথ্যা বলতে পারি নি।

কামরুন নাহার সিদ্দীকা
যুগ্ম সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

তোকেই ভালোবাসব

ভাবছি প্রতি বছর নতুন করে তোকেই ভালোবাসব।
এই ধর কার্তিকের মাঝামাঝি সময়ে মায়া পড়তে শুরু করবে
অগ্রহায়ণ শুরু না হতেই খুব আকুল হয়ে জানাবো তোকে সে কথা
তুইও সায় দিবি খানেক আর খানেক দূরত্ব টেনে রাখতে বলবি
মিছে মিছিই মায়া বাড়াচ্ছিস।
অবুঝ মায়া বাড়বে প্রতিদিন এই ধর
পৌষ শেষ হওয়া অব্দি
তারপর মায়ায় ছেদ পড়বে,
তুই দূরে চলে যাবি কোথাও
সময় ভুলিয়ে দেবে সব এই বলে বুঝিয়ে
শুনিয়ে রেখে যাবি আমায়
লাভ যদিও হবে না তাতে
সময় তার ভুলিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ভুলে
আরও বেশি কাতর করে তুলবে আমায়
মায়া বাড়িয়ে দেবে এত যেন তুই ছাড়া
আর কিচ্ছু নেই কোথাও
দূরে থেকেই ভেতরটাতে সারা বেলা
ঠোকর কেটে বেড়াবি ছোট্ট চড়ুই পাখির মত
তোকে দেখতে চোখ পুড়বে
একটু তোর কপাল ছুঁয়ে আদর জানাতে চাইবে মন
একটু মায়া তোর দিক থেকেও বাড়তি হবে
সেই মায়ার তোর দেওয়া নাম অবশ্য পাল্টা
একটু অসুখ করলেই কাতর হবি আমার জন্য
আমিও অসহায় হয়ে চোখ ভেজাবো
ইথার যত্নগুলো কখনও কখনও সত্যি হয়ে আসতে চাইবে,
আসবেও তোর দিকটা না জেনেই আচমকা একদিন বলে দেব
ভালোবাসি
তুই কিছুটা ইতস্তঃ করবি দ্বিধায়
তার পর আমার পাগলামি সব তোকেও পেয়ে বসবে
পাগলের মত তোর ভেতরটাও বলতে থাকবে

ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি
কিন্তু সমস্যায় পড়বি তা আমায় বোঝাতে গিয়ে
ভালবাসার উপস্থিতি বোঝাতে কখনও
হাতের ফাঁকে গলিয়ে দিবি হাত কখনও মাথায় হাত
বুলিয়ে ঘুম ভাঙাবি
কখনও ছুঁয়ে দিবি গাল, চোখে নিজের যত্ন নেওয়ার মিনতি নিয়ে
কখনও আচমকা চুমু খেয়ে বসবি কপালে
রাত ভোর হবে তোর কথা আর গানে
তোর পাগলামিতে আমিও হব পাগল প্রায়
চৈত্রের শুরুতে তোকে কাছে পাওয়ার তৃষ্ণা জন্মাবে
ভালোবাসার আটপৌরে অনুভবগুলো দানা বাঁধবে
কিন্তু তোর দ্বিধাগুলো খুব পোড়াবে আমায়
গল্প ভুলে ভরিয়েছি ভেবে কাটবে বর্ষা
বিষ বাণের মত ঝরবে অভিমান আমাদের
আমার কথায়, তোর নিস্তব্ধতায় ভালোবাসি বলব না আর তখন
হয়ে যাব অপরিচিত
ভাদ্র আশ্বিন কাটবে খুব প্রিয় কাউকে
হারিয়ে ফেলার কষ্টের তীব্রতা নিয়ে
তারপর আবার কার্তিক আবার তোর জন্য বেহিসাবি হব আমি
গেল বছরের চেয়ে বেশি।

সাবরীনা রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

অন্ধকারে আলো

সৃষ্টিকর্তার চৌদ্দ লাখ সৃষ্ট জীবনের মধ্যে মানুষ প্রজাতির সবচেয়ে নীচু তলার মানবগোষ্ঠীর জন্য এই শহরে সিমেন্ট, লোহার, ইটের মিশেলে কোনো ইমারত তৈরি হয় না। ওদের জন্য শহরের আনাচে-কানাচে, পথের ধারে গড়ে ওঠে এক একটা বস্তি। টিন, চাটাই, কখনো বা চটের বস্তা, ছেঁড়া কাপড়, পলিথিন–এ জাতীয় আরও কিছু দিয়ে তৈরি করা হয় খুপরি বা ঘর। ওই যেমন কাক তার বাসা তৈরি করার জন্য কোত্থেকে কী কী সব যোগাড় করে আনে তেমন আরকি। জরিনা বানু থাকে ঢাকা শহরের ও রকম এক বস্তিতে।

জরিনা একটি মেয়ের সন্ধানে বেরিয়েছে। সপ্তাহে তিন-চারদিন সে গুলিস্তান বাসস্ট্যান্ড, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, কখনো কমলাপুর রেল স্টেশনে যায়। জরিনা মনে করে কাজটা তার জন্য প্রয়োজনীয়। তার রোজগারের কোনো নির্দিষ্ট উৎস নেই। কখনো বাসা, কখনো মেসে বা হোটেলে কাজ করে খাওয়া। তবে বেশ কিছুদিন ধরে ঐ কাজটা সে করছে ঠিকমতো। বিনিময়ে মোটা অংকের টাকা পেয়ে যায়। চল্লিশ বছরের জরিনা মনস্তাপে পোড়ে না কাজটার জন্য। এরই পর্যায়ের বা এর চেয়েও বেশি খারাপ, যন্ত্রণাদায়ক কাজ সে করেছে এক সময়।

দুর্ভাগ্যের টানে গ্রামের মেয়ে জরিনাকে এই শহরের এক নিষিদ্ধ পাড়ায় বাস করতে হয়েছে। জীবনের অনেকটা অংশ ওখানে কাটিয়েছে। বিয়ে, মা হওয়া–সব ওখানেই। দরিদ্র, দিনমজুর বাবার মেয়ে ছিলে জরিনা। পেটের জন্য ভাত যোগাড় হতো না প্রায়। সাধারণ চেহারা আর গড়নের শরীরে তার ঢেকে রাখতে হতো ছেঁড়া কাপড় দিয়ে।

একদিন সে তার ছোট ভাইকে নিয়ে বের হলো শাকপাতা খোঁজার জন্য। নির্জন এক পাটক্ষেত থেকে কিছু পাট শাখ তুলল জরিনা। খেয়াল করেনি, চঞ্চল ছোট ভাইটার দূরে চলে যাওয়া। হঠাৎ পাটক্ষেত থেকে বের হলো তারা কয়েকজন। দেখতে মানুষেরই মতো। আসলে কি মানুষ? এরপর মানবিক যন্ত্রণা আর দানবিক উল্লাস। নীরব দুপুর ফুঁড়ে জরিনার বের হওয়া আর্তনাদে কেউ ছুটে আসেনি ওকে উদ্ধারের জন্য।

তারপর মাত্র কয়েকটা মাস গ্রামে থাকল লজ্জায়, অপমানে। যদিও লাঞ্ছিত, অপমানিত হবার মতো দোষ সে করেনি। দোষ তার ভাগ্যের আর পারিপার্শ্বিকতার, যা তাকে আসল দোষীগুলোর কাছে সহজলভ্য করেছিল।

আসল দোষীদের কোনো বিচার হলো না। গ্রামের প্রভাবশালী মহলের অনুচর ওরা। গ্রাম্য পদ্ধতিতে জরিনার ভ্রূণ নষ্ট করা হলো। মরে যাবার মতো অবস্থা থেকে বেঁচে উঠল, আরও দুর্ভোগ পোহানোর জন্য। গ্রামের ফজল নামের এক ছেলের সাথে জরিনার প্রেম জাতীয় ভাব শুরু হয়েছিল। ওই ঘটনার পর ছেলেটি জরিনার প্রতি তার আগ্রহ গুটিয়ে নিল। জরিনার দিন রাত যায় কষ্টে আর অপমানে। এমন অবস্থায় গ্রামের আজম মিয়া এগিয়ে এল। শহরে থাকত সে। জরিনার বৃত্তান্ত শুনে তাকে শহরে কাজের প্রস্তাব দিল। গ্রাম ছাড়ল জরিনা। ছাড়ল আপনজন সব।

জরিনা মেয়ে মানুষ। তার ওপর লোকের কথায় নষ্ট মেয়ে। আজম মিয়া তাকে বিক্রি করল ঢাকা শহরের এক মেয়ে মানুষদের বাজারে। জরিনা পালাতে চেয়েছিল, পারেনি। রোজ সে দেহসম্পদটি ভাড়া খাটিয়েছে একাধিক জনের কাছে। কত বিচিত্রজন আসত তার কাছে–সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, বেকার পুরুষ পর্যন্ত। তারাও আসত, যারা নাকি ভদ্রলোক। ওরা সব সাদা মানুষ। ওরা কেউ নষ্ট হয় না। নষ্ট হয় জরিনা।

তারপরও কিছু থাকে। জরিনা ওর সর্দারণীর কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নেয় এক সময়। ওখানকার এক দালালের সাথে বিয়ে হলো তার। মেয়ের জন্ম হলো। মাত্র কয়েকটা বছর স্বামীর ঘর করা। তারপর বৈধব্য। জরিনা ফিরে গেল আগের কাজে। একদিন পুলিশের উচ্ছেদ অভিযানের ফলে জরিনা মেয়েকে নিয়ে পুরোনো আস্তানা ছাড়ল।

এতদিনকার পাপ কাজে একাধিক নষ্ট পুরুষ মানুষের সাথে শরীরটাকে মিশিয়ে দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল জরিনা। জমানো টাকা সব চিকিৎসায় খরচ করতে হলো। এর মধ্যে বাসায় কাজ করে, কখনো ইট ভেঙে, নানা কাজের অভিজ্ঞতায় মা, মেয়ের পেটের খোরাক চলছিল। মেয়ের বয়স বারো বছর। ওকে নিয়ে জরিনার দুশ্চিন্তা। সে কখনো চায় না কুসুম তার জীবন পাক। তার আগের কারবারের দালাল মনসুরের সাথে দেখা হবার পর থেকে মেয়েকে নিয়ে তার উদ্বেগ বেড়ে গিয়েছে। সে সরাসরি বলেই ফেলল, 'জরিনা, তোর মাইয়াটা তো সোন্দরই। দেনা, আমাগোর কাছে।

জরিনা রাজি হয়নি। কিন্তু পিছু ছাড়েনি মনসুর। বার কয়েক এসেছে। অর্থের প্রলোভন দেখিয়েছে। মনসুর বলে, 'তুই যা করছস, তোর মাইয়া হেই কামের বাইরে যাইব কী কইর‍্যা? মাইয়ারে ভালো ঘরে বিয়া দিবার মুখ আছে তোর?

জরিনা রেগে যায়। 'দ্যাহ মনসুর ভাই, আমি পাপ করছি; আমার মাইয়া করে নাই। কুসুমরে আমি নষ্ট করতে দিমু না।'

মনসুর দালাল জরিনার ফুঁসে ওঠা ভাবকে চুপসে দেয়। বলে, 'শুন। ভাইব্যা দ্যাখ। তুই তোর মাইয়ারে কুন পরিচয়ে বিয়া দিবি? নিজে আছিলি বাজারের মাইয়া। বিয়া করছিলি আমার মতো এক দালালরে। সে অহন বাইচ্যা নাই। তাই তো কুসুমের ওপর আমাগো দাবি অনেক। তুই যদি হেরে না দিবার চাস আমাগো কাছে, তাইলে কইতাছি হেরে তুই কুনহানে বিয়া দিবার পারবি না।'

শেষ পর্যন্ত জরিনা মনসুরের সাথে একটা রফা করে ফেলে। তারপর থেকেই তো এই কাজ। তার মেয়েকে কুপথ থেকে বাঁচানোর চেষ্টার মাধ্যমে সে অন্য কুসুমদের নষ্ট হতে সাহায্য করছে। প্রথমদিকে জরিনার অনুশোচনা হতো কাজটার জন্য। কিন্তু কুসুমের কথা ভেবে না করে পারে না। মনসুর দালালকে তো চেনে সে। কখনো ভেবেছিল পালিয়ে যাবে অন্য কোথাও। আবার ভেবেছে যে কাজ সে করছে তার অবর্তমানে সেই কাজ অন্য কেউ নিশ্চয়ই করবে।

যে মেয়েটাকে আজ পেয়েছে, সে দেখতে বেশ সুন্দর। কমলাপুর রেলস্টেশনে দেখতে পেল তাকে। আপনজন কেউ নেই ওর। গ্রাম থেকে এসেছে এক পড়শির সাথে কাজের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ তাকে হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটি। জরিনা মেয়েটির অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়। বলে, 'আমার লগে চল। তোরে একটা বাসায় কাম নিয়া দিমু।'

জরিনার মন প্রসন্ন। কেননা মেয়েটি দেখতে সুন্দর। সে ভাবে ভালোই দাম পাওয়া যাবে। মেয়েটির নাম জানতে চায় সে। 'ওই ছেড়ি তোর নাম কিরে?'

'কুসুম,' মেয়েটি উত্তর দেয়।

জরিনার বুক কেঁপে ওঠে। বলে, 'কি কইলি? তোর নাম কুসুম?'

'হ, কুসুম।'

জরিনা এবার অন্য চোখে তাকায় মেয়েটির মুখে। আশ্চর্য! এবার তার দৃষ্টিতে শিকারির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ভাব নেই। হঠাৎ তার বোধোদয় হলো। তার মেয়ে কুসুম তো এই মেয়েটির সমবয়সী হবে। কুসুমের জন্য এ কী করছে সে? তার কুসুমকে কি এভাবে বাঁচানো যাবে? নিশ্চিত হয় না জরিনা। গ্রামের সরল জীবনের মধ্যে সে অন্ধকার দেখেছে। সেই অন্ধকারের অভিজ্ঞতাই তো তাকে শহরের অন্ধ কুঠরীতে এনে দাঁড় করিয়েছিল। এখনও কি সে মুক্তি পেয়েছে? আগে নিজেকে বিক্রি হতে দেখেছে। এখন সেই কেনাবেচার কাজে সাহায্য করছে। তার মেয়েটাকে কি এভাবে মুক্ত রাখতে পারবে সে? তার মন বলল-পারবে না। কারণ মনসুর ঢাকা শহরে একটা না। মেয়ে মানুষের শরীর

কেনার পুরুষদের জরিনা দেখেছে। তার মতো জরিনাও আছে অনেক। পাপবোধ বলে কুসুম বাঁচবে না। অন্ধকারের অভিজ্ঞতা বলে বাঁচবে না কুসুম। অসংখ্য মনসুর, অসংখ্য জরিনা, অসংখ্য নারী ভোক্তা পুরুষ আছে বলেই কুসুম বাঁচবে না।

তবু জরিনা আশা রাখে মেয়েটাকে সে ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দেবে। বিয়ের ব্যাপারটা সে দেখেছে। পুরুষ লোক দু-তিনটা বিয়ে করছে। বউ ছাড়ছে, বড় পিটাচ্ছে--- যৌতুকের কারণে, অন্য কারণে, অকারণে। তারপরও জরিনা ভাবে কুসুম ঘর পাবে, বর পাবে। সে কখনও অন্ধকারে বিক্রি হবে না। কুসুমের সন্তান বেড়ে উঠবে কলঙ্ক মুক্ত পরিবেশে। আবার সে ভাবে হয়তো কুসুমেরই স্বামী যাবে নিষিদ্ধ পাড়ায়। তবু কুসুম তো যাবে না। ওর স্বামী নষ্ট হবে। কুসুম নষ্ট হবে না।

আসলে কী হবে জানে না জরিনা। তার অন্ধকার পৃথিবীর বাইরের পৃথিবীও উজ্জ্বল, আলোকময় নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে।

কুসুম নামের মেয়েটিকে নিয়ে জরিনা নিজের অজান্তেই তার বাসার কাছে চলে এসেছে। অথচ তার যাবার কথা ছিল অন্যখানে; মনসুরের আস্তানায়। আজ সে পরিষ্কার বুঝতে পারল তার মন আর এসব কাজ করতে চাইছে না। মেয়েটাকে হয়তো সে কোনো বাসায় কাজে লাগিয়ে দেবে। মনসুরের কাছে কিছুতেই না। মনসুরকে সে বোঝাবে এ কাজ সে করতে পারবে না। কিছু টাকা দিয়ে দেবে তাকে। তবে সেই সাথে থাকার জায়গা বদল করতে হবে তার। প্রয়োজনে শহরের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাবে জরিনা।

যদিও সে জানে শহর বা গ্রামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে কুসুমদের ছিঁড়ে ফেলার জন্য অমানুষের অভাব নেই। তবু আজ তো তার অন্ধকার ভরা মনের ভেতর সাদা আলোর ঝলকানি এসেছে। সেই আলো তার মনে সুন্দর আশা করার জোর এনে দিয়েছে। তাই আজ থেকে জরিনা শুধু কুসুমের জন্যই না কুসুমদের জন্যও শুভ্র আলোকময় জীবনের স্বপ্ন দেখবে।

ফাহমিদা আখতার
সহযোগী অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ওএসডি, মাউশি, ঢাকা

Women Rights and Gender Equality in Bangladesh

International organizations have increasingly used the issues of women rights in their policies and practices since the late 1990s. It is a gender perspective on human rights that is women rights within the non-traditional issues with specific implications for women in the context of Bangladesh and elsewhere. This work examines prospects of gender equality to ensure women rights and also the intersection of formal rights with the everyday realities of women characterized by gender inequalities and poverty, plural legal systems and diverse cultural norms that can constitute formidable obstacles to realizing women rights in Bangladesh. This study suggests that the struggle for gender equality can create new possibilities and meanings through a politics and involvement of more women in governance to ensure women empowerment in a developing country like Bangladesh.

In the contemporary world feminist perspectives on the politics of rights have explored the strategies, tensions and challenges associated with 'rights advocacy' in a variety of settings. Various articles on South Asia explore the dilemmas that arise from feminist praxis in the diverse location, and address the question of what rights can contribute to struggles for gender justice. This study seeks to provide an understanding of the political and social factors as well as identification of the capacity of human rights regime to develop an effective response to gender governance.

In Bangladesh, as elsewhere in South Asia, gender inequality is deeply embedded in the overall governance structure. Social controls at all levels deprive their subservience to patriarchal control. In Bangladesh, traditionally the role of women has been firstly a daughter who becomes a wife and lastly a mother. Their activities in the socio-cultural milieu of Bangladesh are primarily domestic in nature confined to the four walls of a home. Women are vulnerable and in most of the cases women lack access to social justice due to race, ethnicity, culture, religion, social and economic class distributions. In a word, traditionally women are discriminated against men from home to all spheres of life in Bangladesh. The traditional society of Bangladesh is pervading with patriarchal values. These consequence result in discrimination of women at birth leading to deprivation of and access to most of the opportunities and benefits in family and in societal life, thus putting women in a disadvantageous position traditionally.

The past few decades have witnessed a steadily increasing awareness of the need to empower women through measures to increase social, economic and political equity, and broader access to fundamental human rights, improvements in nutrition, basic health and education. Along with awareness of the status of women has come the concept of gender as an overarching socio-cultural variable, seen in relation to other factors, such as race, class, age and ethnicity. Gender equality refers to that stage of human social development at which the rights, responsibilities and opportunities of individuals will not be determined by the fact of being born *male or female. In other words, a stage when both men and* women realize their full potentials.

According to the article 27 of the Constitution of Bangladesh, all citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law. Article 28 states that the State shall not discriminate against any citizen on the grounds of religion, race, cast, sex or place. In respect to the women, article 28 also states that "Women shall have equal rights with men in all spheres of state and public life". Article 28 further states that, "Nothing shall prevent the State from making special provision in favor of women or for the advancement of any backward section of the population." The government of Bangladesh reconfirmed the commitment as laid down in the Constitution to women's advancement and gender equality in the international level. As part of the commitment, Bangladeshi government ratified the UN "Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women" (CEDAW) in 1984 and subsequently ratified "Optional Protocol" on CEDAW in 2000. Bangladesh has further made its commitment towards achieving Sustainable Development Goals (SDG) in recent years.

Over the years the government's commitments and actions have resulted in some positive outcomes in the areas of women advancement and rights. At the social level, women's mobility and participation in the income generating activities increased. There has also been improving the status of women in the family, community and at the national level. In education, girl's enrollment in primary and secondary education has increased significantly. The development that has been made in Bangladesh relating to the law of maintenance is that revision against the certificate of the Arbitration Council is done by the Assistant Judge, i.e. the

lowest tier of judiciary under the Muslim family Laws (Amendment) Ordinance of 1985 (Ordinance xiv of 1985). The special poverty needs of women have been addressed through various safety net programs like Widows Allowances, VGD program, Micro credit program, activities of NGOs etc. In policies, the direct election of the women members at Union Parishad, Pourasava and City Corporation was introduced and one-fourth of the seats are reserved for the women in Bangladesh. In protecting the violence against women some special laws like Dowry Prohibition Act, 1980, Family Law Ordinance, 1985, Prevention of Women and Child Repression Act, 2000 (revised in 2003) has been enacted.

Despite the stated progress, the gap between men and women in almost all areas of life still persist. Due to existing gap women are sometimes subject to discrimination, injustice and inequality. This picture, as it takes far more than changes in law or stated policy to change practices in the home, community and in the decision-making environment. Violence against women is sometimes like a routine, and often condoned. Female sexual slavery and forced prostitution are still facts of life for some poor people, often very young women. Forced marriage seems to be a common feature in rural areas. The Government has successfully taken various measures to prevent child marriage in Bangladesh. To understand the nature of women participation in decision making, a group of researchers had done survey on women through random sampling (July, 2019) and their research findings are given below through pie chart:

Figure 1 : The graphical presentation has been addressed below, which shows that only 44% of the women actively participate in the decision making activities in their family, 30% of woman participate sometimes, 6% of women participate few times, 14% of women are inactive at all times and 03% of the sample have no comments about their decision making activities in their families:

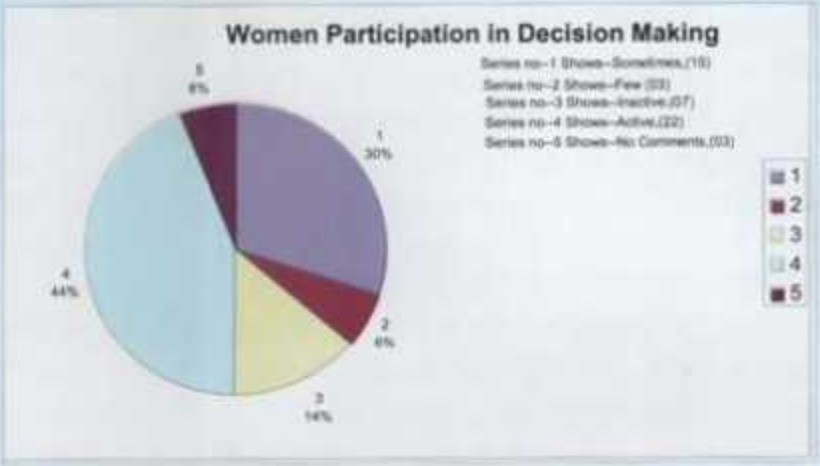

"Gender governance" is a buzz word which denotes the basic goals to attain gender equality (also known as gender equity, gender egalitarianism, or sexual equality). Although Bangladesh claims to produce some of the most powerful women leaders in South Asia, the overall political participation of women in the country remains dismal sometimes at the grassroots level. The obstacles to women's rights and equal participation in the governance structure are embedded in socio-cultural patterns of living and the intensely competitive nature of politics in Bangladesh.

Advocates of women's rights in Bangladesh have positioned women in Bangladesh today in relation to what has

undoubtedly become a more contested field of engagement. The emphasis on women rights offers those working for gender justice and this is a way to address the current challenges. Women rights issues are the best ways to make a real difference to women's lives in Bangladesh. Considering all the factors and circumstances, we need to focus on the present status of women in the light of gender gap and inequality with the particular emphasis on Bangladeshi governance system and also to explore politics pertaining to women rights and the effectiveness of laws regarding protection of women rights in the country.

The current situation of gender gap and inequality should be addressed properly by measuring the extent to which women in Bangladesh have faced difficulties in dealing with men in several critical areas such as economic participation and opportunities, political empowerment, educational attainment, and overall well being. A country like Bangladesh under the leadership of current Prime Minister Sheikh Hasina has put relentless efforts to capitalize on the full potentials of one half of its society to allocate its human resources and competitive potential of women. As a result Prime Minster Sheikh Hasina received the lifetime contribution for women empowerment award in March 2019 and global women's leadership award in April 2019 for her outstanding contribution to women empowerment in Bangladesh as well as her dynamic leadership in South Asia. Bangladesh has been known as a role model in women empowerment in the past decade. The country is experiencing remarkable change in society due to its great efforts and steady progress in gender equality, which helped Bangladesh to secure the first spot in gender equality (among

South Asian countries) for the second consecutive year at the Gender Gap Index of 2017. This index is being prepared by World Economic Forum that measures economic participation, education, health and political empowerment to calculate gender equality of any country in the world.

Representation of women in the Bangladeshi parliament suggests that a retreat from demanding quotas is not only needed, but a consideration of the most useful forms of such reservations is a necessity. Along with this, women's representation in the bureaucracy and in the structures of political parties has to be increased to prevent women rights abuses and also to promote women rights by addressing the issue of women's equal participation in governance. Government of Bangladesh has taken various initiatives by formulating some special laws and national women policies in ensuring the rights of the women. Mere existence or formulations of laws are not enough to ensure the rights of women. Only after fulfilling the requirements of gender equality, Bangladesh can march towards ensuring gender governance. Key focus should be on enforcement of laws regarding protection of women rights. legal rights and women participation in central and local governance. This article suggests that the struggle for gender equality can create new possibilities and meanings through proper policies and involvement of more women in governance animated by demands for social and gender justice in Bangladesh.

Author: Dr. Syeda Nauhsin Parnini

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়

কিশোরগঞ্জ।
ফোন : ০৯৪১-৫৫২২৮, ফ্যাক্স : ০৯৪১-৬২৪৫২
ই-মেইল : kishoreganjps69@gmail.com
www.kishoreganjpourashava.com

সেবা গ্রহণকারী পৌরসভার সম্মানিত নাগরিকগণের কাছে কিশোরগঞ্জ পৌরসভার কিছু প্রত্যাশা

- পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় সময়মত পৌরকর পরিশোধ করুন।
- ভবন নির্মাণের পূর্বে পৌরসভা হতে অনুমোদন গ্রহণ করুন এবং নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড মেনে চলুন।
- ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন এবং পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রেখে সুন্দর শহর গড়ে তুলতে সহায়তা করুন।
- পরিবারের সদস্যদের জন্ম-মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে পৌরসভাকে অবহিত করে নিবন্ধন করুন।
- পৌর ভূমি অবৈধভাবে দখল করবেন না।
- যত্রতত্র মলত্যাগের অভ্যাস পরিত্যাগ করুন এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার নিশ্চিত করুন।

(মোঃ পারভেজ মিয়া)
মেয়র
কিশোরগঞ্জ পৌরসভা
কিশোরগঞ্জ।

বাজেট বিবরণী ফেনী পৌরসভা

২০১৯-২০২০ সাল

সম্মনিত পৌরবাসী প্রতি সবিনয় অনুরোধ ঃ

- নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন এবং অন্যকে কর প্রদান উদ্বুদ্ধ করুন। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ০৪ (চার) কিস্তির টাকা একত্রে পরিশোধ করুন এবং ১০% রিবেট এর সুযোগ গ্রহণ করুন।
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করুন ও পরিবেশ নিরাপদ রাখুন।
- নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা রাখুন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহযোগীতা করুন।
- যত্রতত্র পেষ্টার, ব্যানার, বিজ্ঞাপন বোর্ড স্থাপন ও দেয়াল লিখণ থেকে বিরত থাকুন, শহরের সৌন্দর্য বজায় রাখুন।
- খাদ্যদ্রব্যে স্বাস্থ্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মিশানো থেকে বিরত থাকুন, ভেজাল খাদ্য বর্জন করুন।
- নিরাপদ পানি পান করুন, পানির অপচয় রোধ করুন এবং নিয়মিত পানির বিল পরিশোধ করুন।
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ এর আলোকে শিশু জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধর করুন। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর ৩০ দিনের মধ্যে মৃত ব্যক্তির নাম পৌরসভার রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করুন।
- পৌরসভার অনুমোদন ছাড়া কোন ধরনের নির্মাণ কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
- ফুটপাত বা চলাচলের পথে দোকান বসানো থেকে বিরত থাকুন, শহর যানজট মুক্ত রাখুন।
- বাড়ীর চারপাশে এবং ছাদে ফলজ গাছ লাগান।
- আপনার ছয় বছর বয়সের ছেলে-মেয়েকে স্কুলে ও মাদ্রাসায় পাঠান।

হাজী আলাউদ্দিন
মেয়র
ফেনী পৌরসভা, ফেনী

মোঃ জসিম উদ্দিন পাটোয়ারী
মেয়র
বরুড়া পৌরসভা, বরুড়া, কুমিল্লা।

১। সময়মত পৌরকর ও পানির বিল পরিশোধ করে পৌর উন্নয়নে সহায়তা করুন।

২। আপনার শিশুকে নিয়মিত বিদ্যালয়/মাদ্রাসায় পাঠান।

৩। গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান

৪। নির্দিষ্টস্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলুন এবং আপনার শহর পরিষ্কার রাখুন।

৫। ইমারত নির্মান/পুনঃনির্মানের পূর্বে পৌরসভার অনুমোদন গ্রহণ করুন।

৬। শিশু জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে পৌরসভায় জন্ম নিবন্ধন করুন এবং মৃত্যু নিবন্ধন করুন।

ফোনঃ ০৮০২৭৫২০৬৮, ০১৭১৫৬৩২৩৪১
ই-মেইলঃ mayorbarura@gmail.com

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস
উইমেন
নেটওয়ার্ক এর বার্ষিক সাধারণ
সভায় প্রকাশিত
সাহিত্য প্রকাশনা 'স্বজন'
স্মরণিকার সফলতা কামনা করছি

শ্রীপুর পৌরবাসীর প্রতি আবেদন

- সময়মতো পৌরকর পরিশোধ করুন।
- স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানায় মলমূত্র ত্যাগ করুন।
- আপনার শিশুর জন্মের পর পৌরসভার জন্ম-রেজিস্ট্রারের নাম নিবন্ধন করুন।
- মৃত্যু সংবাদ পৌরসভার মৃত-রেজিস্ট্রারের নাম নিবন্ধন করুন।
- গাছ লাগান পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করুন।
- আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- সন্ত্রাস-দূর্নীতিও মাদকমুক্ত এলাকা গড়তে সহযোগিতা করুন।
- আপনার সন্তানকে নিয়মিত স্কুলে পাঠান।
- আপনার শিশুকে নিয়মিত টিকা দিন।
- ব্যবসা পরিচালনা করতে পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করুন।
- সকল প্রকার নির্মাণ কাজের পূর্বে পৌরসভার অনুমতি নিন।
- অপরিকল্পিত নগরায়ন, দুর্যোগের মূল কারণ।

মোঃ আনিছুর রহমান আনিছ
মেয়র
শ্রীপুর পৌরসভা-শ্রীপুর-গাজীপুর

বেলকুচি পৌরসভার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১. পৌরসভার অনুমোদিত নক্সা মোতাবেক নির্মাণ কাজ করুন দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলুন।

২. ড্রেনে আবর্জনা ফেলে পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না।

৩. পুকুর খনন/ভরাট প্রভৃতি কাজের পূর্বে অনুমতি নিন।

৪. আপনার বাড়ীর আবর্জনা নিকটস্থ ডাষ্টবিনে ফেলুন।

৫. নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন।

৬. বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবহার করুন।

৭. জন্মের পর-পরই ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপনার শিশুর জন্ম নিবন্ধন করুন।

৮. আপনার শিশুকে যথাসময়ে টিকা দিন।

৯. আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান।

১০. বিদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে সড়ক বাতির সুইচ যথাসময়ে বন্ধ করুন।

১১. গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।

১২. নারী-শিশু নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ বন্ধে সোচ্চার হোন।

১৩. সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতিকে না বলুন।

১৪. জঙ্গীবাদ দমনে পুলিশ প্রশাসনকে সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করুন।

১৫. মাদক পরিবার, সমাজ ও জাতির অভিশাপ-মাদকের বিরুদ্ধে আইনি ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

১৬. নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করুন- বসবাস উপযোগী শহর গড়তে পৌরসভাকে সহযোগিতা করুন।

বেলকুচি পৌরসভা, সিরাজগঞ্জ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার
মূলমন্ত্র

ফটিকছড়ি পৌরসভার সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি আহবান ঃ

- আপনার শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- সময়মত পৌরকর পরিশোধ করুন।
- নির্ধারিত স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলুন।
- পানির অপচয় রোধে পানির ট্যাপ বন্ধ রাখুন।
- ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিত ব্যবসা করিবেন না।
- জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ নিবন্ধন করুন।
- ভবনাদি নির্মাণের পূর্বে নকসা অনুমোদন করুন।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখুন।
- সন্ত্রাস ও মাদক মুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসুন।
- পৌরসভার সম্পত্তি রা করা আপনার আমার সকলের দায়িত্ব।
- ফটিকছড়ি পৌরসভাকে একটি আধুনিক ও মডেল পৌরসভায় রূপান্তর করাই আমার লক্ষ্য।

মেয়র
ফটিকছড়ি পৌরসভা
চট্টগ্রাম।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

কাঁকনহাট পৌরসভার সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি আহবান

➢ আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

- সময়মত পৌরকর পরিশোধ করুন।
- ট্রেড লাইসেন্স ব্যতীত ব্যবসা করবেন না।
- আপনার শিশুকে নিয়মিত স্কুলে প্যান।
- আপনার শিশুকে সময়মত টিকা দিন।
- রাস্তার আশপাশে দোকানপাট বসাবেন না।
- গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান
- পৌরসভার বিনা অনুমতিতে বাড়ি ঘর নির্মাণ করবেন না।
- আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- আর্সেনিকমুক্ত পানি পান করুন ।
- জন্ম ও মৃত্যু পৌরসভার রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করুন।
- সন্ত্রাস ও মাদককে না বলুন।
- পৌরসভার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহযোগিতা করুন।
- রাস্তা ঘাট, পুল, কালভার্ট, ড্রেনেজ ব্যবস্থা প্রভৃতি ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার করুন।
- ময়লা-আবর্জনা যত্রতত্র ফেলবেন না, নির্ধারিত স্থানে রাখুন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে সহায়তা করুন।
- গরীব ও দুস্থদেরকে যথাসম্ভব আর্থিক সহায়তা করুন।
- কৃতি শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন।

কাঁকনহাট পৌরসভাকে একটি আধুনিক ও মডেল পৌরসভায় রূপান্তর করাই আমার লক্ষ্য।

অভেচ্ছান্তে-
মেয়র
কাঁকনহাট পৌরসভা
রাজশাহী।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

কালিয়াকৈর পৌরসভার সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি আহবান

➢ আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

- ❖ সময়মত পৌরকর পরিশোধ করুন।
- ❖ ট্রেড লাইসেন্স ব্যতীত ব্যবসা করবেন না।
- ❖ আপনার শিশুকে নিয়মিত স্কুলে পাঠান।
- ❖ আপনার শিশুকে সময়মত টিকা দিন।
- ❖ রাস্তার আশপাশে দোকানপাট বসাবেন না।
- ❖ গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান
- ❖ পৌরসভার বিনা অনুমতিতে বাড়ি ঘর নির্মাণ করবেন না।
- ❖ আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- ❖ আর্সেনিকমুক্ত পানি পান করুন ।
- ❖ জন্ম ও মৃত্যু পৌরসভার রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করুন।
- ❖ সন্ত্রাস ও মাদককে না বলুন।
- ❖ পৌরসভার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহযোগিতা করুন।
- ❖ রাস্তা ঘাট, পুল, কালভার্ট, ড্রেনেজ ব্যবস্থা প্রভৃতি ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার করুন।
- ❖ ময়লা-আবর্জনা যত্রতত্র ফেলবেন না, নির্ধারিত স্থানে রাখুন।
- ❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে সহায়তা করুন।
- ❖ গরীব ও দুঃস্থদেরকে যথাসম্ভব আর্থিক সহায়তা করুন।
- ❖ কৃতি শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন।

কালিয়াকৈর পৌরসভাকে একটি আধুনিক ও মডেল পৌরসভায় রূপান্তর করাই আমার লক্ষ্য।

শুভেচ্ছান্তে-
মেয়র
কালিয়াকৈর পৌরসভা
গাজীপুর।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

চৌমুহনী পৌরসভার সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি আহবান

➢আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

১. পৌরসভার অনুমোদিত নক্সা মোতাবেক নির্মাণ কাজ করুন -দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলুন।
২. ড্রেনে আবর্জনা ফেলে পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না।
৩. পুকুর খনন/ভরাট প্রভৃতি কাজের পূর্বে অনুমতি নিন।
৪. আপনার বাড়ীর আবর্জনা নিকটস্থ ডাষ্টবিনে ফেলুন।
৫. নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন।
৬. বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবহার করুন।
৭. জন্মের পর-পরই ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপনার শিশুর জন্ম নিবন্ধন করুন।
৮. আপনার শিশুকে যথাসময়ে টিকা দিন।
৯. আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান।
১০. বিদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে সড়ক বাতির সুইচ যথাসময়ে বন্ধ করুন।
১১. গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।
১২. নারী-শিশু নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ বন্ধে সোচ্চার হোন।
১৩. সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতিকে না বলুন।
১৪. জঙ্গীবাদ দমনে পুলিশ প্রশাসনকে সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করুন।
১৫. মাদক পরিবার, সমাজ ও জাতির অভিশাপ-মাদকের বিরুদ্ধে আইনি ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।
১৬. নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করুন- বসবাস উপযোগী শহর গড়তে পৌরসভাকে সহযোগিতা করুন।

চৌমুহনী পৌরসভাকে একটি আধুনিক ও মডেল পৌরসভায় রূপান্তর করাই আমার লক্ষ্য।

শুভেচ্ছান্তে-
চৌমুহনী পৌরসভা
নোয়াখালী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

গোপালদী পৌরসভার সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি আহবান

➢আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

- পৌরসভার অনুমোদিত নক্সা মোতাবেক নির্মাণ কাজ করুন -দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলুন।
- ড্রেনে আবর্জনা ফেলে পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না।
- পুকুর খনন/ভরাট প্রভৃতি কাজের পূর্বে অনুমতি নিন।
- আপনার বাড়ীর আবর্জনা নিকটস্থ ডাষ্টবিনে ফেলুন।
- নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন।
- বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবহার করুন।
- জন্মের পর-পরই ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপনার শিশুর জন্ম নিবন্ধন করুন।
- আপনার শিশুকে যথাসময়ে টিকা দিন।
- আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান।
- বিদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে সড়ক বাতির সুইচ যথাসময়ে বন্ধ করুন।
- গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।
- নারী-শিশু নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ বন্ধে সোচ্চার হোন। সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতিকে না বলুন।
- জঙ্গীবাদ দমনে পুলিশ প্রশাসনকে সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করুন।
- মাদক পরিবার, সমাজ ও জাতির অভিশাপ-মাদকের বিরুদ্ধে আইনি ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।
- নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করুন- বসবাস উপযোগী শহর গড়তে পৌরসভাকে সহযোগিতা করুন।

গোপালদী পৌরসভাকে একটি আধুনিক ও মডেল পৌরসভায় রূপান্তরকরাই আমার লক্ষ্য।

শুভেচ্ছান্তে-
গোপালদী পৌরসভা
নারায়ণগঞ্জ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

হোমনা পৌরসভার সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি আহবান

আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

- পৌরসভার অনুমোদিত নক্সা মোতাবেক নির্মাণ কাজ করুন -দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলুন।
- ড্রেনে আবর্জনা ফেলে পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না।
- পুকুর খনন/ভরাট প্রভৃতি কাজের পূর্বে অনুমতি নিন।
- আপনার বাড়ীর আবর্জনা নিকটস্থ ডাষ্টবিনে ফেলুন।
- নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন।
- বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবহার করুন।
- জন্মের পর-পরই ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপনার শিশুর জন্ম নিবন্ধন করুন।
- আপনার শিশুকে যথাসময়ে টিকা দিন।
- আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান।
- বিদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে সড়ক বাতির সুইচ যথাসময়ে বন্ধ করুন।
- গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।
- নারী-শিশু নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ বন্ধে সোচ্চার হোন। সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতিকে না বলুন।
- জঙ্গীবাদ দমনে পুলিশ প্রশাসনকে সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করুন।
- মাদক পরিবার, সমাজ ও জাতির অভিশাপ-মাদকের বিরুদ্ধে আইনি ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।
- নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করুন- বসবাস উপযোগী শহর গড়তে পৌরসভাকে সহযোগিতা করুন।

হোমনা পৌরসভাকে একটি আধুনিক ও মডেল পৌরসভায় রূপান্তরকরাই আমার লক্ষ্য।

শুভেচ্ছান্তে-
হোমনা পৌরসভা
কুমিল্লা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

বরগুনা পৌরসভার সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি আহবান ঃ

- আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- সময়মত পৌরকর ও পানির বিল পরিশোধ করুন।
- নির্ধারিত স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলুন।
- পানির অপচয় রোধে পানির ট্যাপ বন্ধ রাখুন।
- ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিত ব্যবসা করিবেন না।
- জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ নিবন্ধন করুন।
- ভবনাদি নির্মাণের পূর্বে নকসা অনুমোদন করুন।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখুন।
- সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসুন।
- পৌরসভার সম্পত্তি রক্ষা করা আপনার আমার সকলের দায়িত্ব।

বরগুনা পৌরসভাকে একটি আধুনিক ও মডেল পৌরসভায় রূপান্তর করাই আমার লক্ষ্য।

শুভেচ্ছান্তে-
মোঃ শাহাদাত হোসেন
মেয়র
বরগুনা পৌরসভা, বরগুনা।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ফেনী পৌরসভা, ফেনী

রক্ত দিন! জীবন বাঁচান!!

কমিশনার জয়নাল আবেদীন
পৌর ব্লাড ব্যাংক

প্রধান উদ্যোক্তা: জনাব নিজাম উদ্দিন হাজারী এম.পি.

- রক্ত দিন, জীবন বাঁচান
- রক্তদানে শারীরিক কোন ক্ষতি হয় না
- আপনার এক ব্যাগ রক্ত বাঁচাতে পারে একজন মুমূর্ষ রোগীর জীবন
- যে কোন সুস্থ ব্যক্তি প্রতি ৪ মাস অন্তর অন্তর রক্ত দিতে পারবেন
- আপনার স্বজনের প্রয়োজনে আপনিই রক্ত দিন
- এই ব্লাড ব্যাংকে আপনার-আমার সকলের

হাজী আলাউদ্দিন
মেয়র
ফেনী পৌরসভা, ফেনী।

মোংলা পোর্ট পৌরসভা কার্যালয়

মোংলা, বাগেরহাট

স্থাপিত : [illegible] খ্রি:

ই-মেইল : [illegible]@yahoo.com

ওয়েব সাইট : www.[illegible].gov.bd

ফোন : [illegible]

ফ্যাক্স : [illegible]

- আপনার সন্তানকে সময়মতো স্কুলে পাঠান।
- আপনার শিশুকে সময়মত সবগুলো টিকা দিন।
- নিয়মিত পৌরকর ও পানির বিল পরিশোধ করুন।
- আপনার শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান।
- পৌর সেবা নিন ও অন্যকে সেবা পেতে সহায়তা করুন।
- জন্ম-মৃত্যু পৌরসভায় লিপিবদ্ধ করুন।
- সুশাসন গ্রহণ করুন।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হউন।
- পৌরসভার উন্নয়নের কাজে সহায়তা করুন।
- মাদককে না বলুন।
- মোংলা বন্দর ব্যবহার করুন।
- ডিজিটাল পৌরসভা গড়ার লক্ষ্যে পৌর সেবার কে সহায়তা করুন।
- পৌরসম্পদ রক্ষা করুন।
- পৌর ডিজিটাল সেন্টারের সেবা নিন।
- স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করুন, সুস্থ থাকুন পরিবেশ সুন্দর রাখুন।
- বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথাকে না বলুন, সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়তা করুন।
- আসুন সকলে মিলে ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করি।
- আসুন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সকলে একত্রে মিলে মিশে কাজ করি।
- পোর্ট পৌরসভা'র ০২ টি পুকুর ও সংলগ্ন জমিতে বাংলাদেশে প্রথম ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প ১৫ মেগাওয়াট অবকাঠামো স্থাপন ও পুকুর পাড় সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নে আসুন সকল মিলে কাজ করি। বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন সহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করি।

সেবাই আমার কর্ম

SERVICE IS MY DUTY

আলহাজ্ব মোঃ জুলফিকার আলী

মেয়র

মোংলা পোর্ট পৌরসভা,

Email : zulfikar.mayor@gmail.com

Phone : 04658-73490

Mobile : 01711-460797

জেলা পরিষদ কার্যালয়

গাজীপুর

www.zpgazipur.org

উন্নয়নের গণতন্ত্র

শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গাজীপুর জেলা পরিষদ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিতরণসহ নিজস্ব ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা পালন করছে। এ পরিষদ থেকে কম্পিউটার, ড্রাইভিং, গার্মেন্টস ও লেদার টেকনোলজী প্রশিক্ষণ কোর্স সফলতার সাথে শেষ করে অনেকেরই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও গাজীপুর জেলা পরিষদের প্রশিক্ষণ খাতের আওতায় ড্রাইভিং, গার্মেন্টস, লেদার টেকনোলজী ও কম্পিউটার ফাউন্ডেশন কোর্স সহ ইন্টারনেট, নেটওয়ার্কিং, ওয়েব পেজ ডিজাইন, অন-লাইন আউট সোর্সিং বিষয়ে বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণ চলছে। গাজীপুর জেলার অন্তর্গত সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যয়নরত/পাসকৃত আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী/প্রার্থীদের উল্লেখিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভূক্তির জন্য স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশসহ জেলা পরিষদের নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে।

জনকল্যাণমুখী সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গাজীপুর জেলা পরিষদ জেলার গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাকে উৎসাহিত করছে। সেলাই মেশিন, হুইল চেয়ার, ভ্যানগাড়ী ইত্যাদি বিতরণ করে অসহায় ও দুস্থ জনগনের সেবা প্রদান করে আসছে। জেলা পরিষদ জেলার রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, স্কুল-কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, যাত্রী ছাউনী নির্মাণ এবং সামাজিক কবরস্থান, ঈদগাহ মাঠ, পাঠাগার, স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করে জনগনের সেবায় নিয়োজিত।

ধন্যবাদসহ

আখতারউজ্জামান

চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, গাজীপুর।

ফোন: ০২-৪৯২৬১৯২৮

E-mail: gazipurzp@gmail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

উজিরপুর পৌরসভার সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি আহবান ঃ

- আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- সময়মত পৌরকর ও পানির বিল পরিশোধ করুন।
- নির্ধারিত স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলুন।
- পানির অপচয় রোধে পানির ট্যাপ বন্ধ রাখুন।
- ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিত ব্যবসা করিবেন না।
- জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ নিবন্ধন করুন।
- ভবনাদি নির্মাণের পূর্বে নকসা অনুমোদন করুন।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখুন।
- সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসুন।
- পৌরসভার সম্পত্তি রক্ষা করা আপনার আমার সকলের দায়িত্ব।

শুভেচ্ছান্তে-
মেয়র
উজিরপুর পৌরসভা
বরিশাল।

উজিরপুর পৌরসভাকে
একটি আধুনিক ও মডেল পৌরসভায়
রূপান্তর করাই আমার লক্ষ্য।

চালনা পৌরসভা কার্যালয়

খুলনা।

০৪০২৩-৫৬০৬০, ৬০৪০২৩৫৬০৬৯

Email:chalna.paurashava@gmail.Com

নগরবাসীর প্রতি আহবান ঃ-

- সময় মত পৌরকর পরিশোধ করুন।
- সময় মত ট্রেড লাইসেন্স গ্রহন করুন।
- প্লান অনুমোদন করে বাড়ী-ঘর নির্মান করুন।
- জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করুন।
- শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- আপনার সন্তানকে স্কুলে পাঠান।
- সময় মত আপনার শিশুকে টিকা দিন।
- গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।
- পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত পানির প্লান্টের সুপেয় পানি পান করুন।
- মাদক নির্মূলে সোচ্চার হোন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

নেত্রকোনা পৌরসভার সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি আহবান ঃ

- আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- সময়মত পৌরকর ও পানির বিল পরিশোধ করুন।
- নির্ধারিত স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলুন।
- পানির অপচয় রোধে পানির ট্যাপ বন্ধ রাখুন।
- ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিত ব্যবসা করিবেন না।
- জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ নিবন্ধন করুন।
- ভবনাদি নির্মাণের পূর্বে নকসা অনুমোদন করুন।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখুন।
- সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসুন।
- পৌরসভার সম্পত্তি রক্ষা করা আপনার আমার সকলের দায়িত্ব।

নেত্রকোনা পৌরসভাকে একটি আধুনিক ও মডেল পৌরসভায় রূপান্তর করাই আমার লক্ষ্য।

শুভেচ্ছান্তে-

মেয়র
নেত্রকোনা পৌরসভা
নেত্রকোনা।

শেখ হাসিনার দীক্ষা, ডিজিটালে হবে শিক্ষা।

With the best Compliments
of
Digital Primary Education Project
Ministry of Primary & Mass Education

BCSWN
UNITY FOR EQUITY
BANGLADESH CIVIL SERVICE WOMEN NETWORK

ডিজিটাল শিক্ষার আলো, শিশুকাল থেকে জ্বালো

লালমোহন পৌরসভা কার্যালয়
জেলা- ভোলা।

Websit : www.lalmohanpaurashava.gov.bd
E-maile : lalmohanpoura1990@gmail.com
ফোন ও ফ্যাক্স নং ঃ ০৪৯২৫-৭৫৮৮৪

লালমোহন পৌরবাসীর প্রতি আবেদন

১. পৌরকর ও পানির বিল নিয়মিত পরিশোধ করুন উন্নয়নে অবদান রাখুন।
২. গৃহ নির্মানে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করুন।পরিকল্পিত পৌর শহর বির্নিমানে প্ল্যান গ্রহণ করে বাড়ি ঘর নির্মান করুন।
৩. জন্ম ও মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে পৌরসভা কার্যালয়ে নিবন্ধন করুন।
৪. ব্যবসার বৈধতার জন্য ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করুন।
৫. যানবাহন চালনায় যান্ত্রিক লাইসেন্স গ্রহণ করুন।
৬. আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান।
৭. শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় টিকা দিন।
৮. প্রসূতি মায়ের সু-স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা গ্রহণ করুন।
১০. মাদক সেবন প্রতিরোধ করুন।
১১. ইভটিজিং প্রতিরোধ করুন।
১২. পাবলিক প্লেসে ধূমপান থেকে বিরত থাকুন।
১৩. গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।
১৪. আপনার শহর ও পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
১৫. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করুন।
১৬. লালমোহন ফায়ার সার্ভিস কার্যালয়ের জরুরী ফোন ও মোবাইল নং- ০৪৯২৫- ৭৫৫৫৫, ০১৭২৭১৯৫৩০২, ০১৭১১৩৯৪৩৩৩।

(হাজী এমদাদুল ইসলাম তুহিন)
মেয়র
লালমোহন পৌরসভা, ভোলা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

রামগঞ্জ পৌরসভা

পৌরবাসীদের প্রতি অনুরোধ

- নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলুন।
- মাদক দ্রব্য পরিহার করুন।
- গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান।
- আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখুন।
- সময়মত পৌরকর পরিশোধ করে পৌর উন্নয়নে সহায়তা করুন।
- আপনার শিশুকে টিকা দিন।
- সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ গড়ুন।
- বাড়ীঘর নির্মানে পৌরসভার অনুমতি নিন এবং পৌর আইন মেনে চলুন।
- পানির অপচয় রোধ করুন। নিয়মিত পানির বিল পরিশোধ করুন।

মোঃ আবুল খায়ের পাটওয়ারী
মেয়র
রামগঞ্জ পৌরসভা

Environment Friendly
BBS CABLES®
more than safety
EMERGING TO THE
NEW HORIZON
CDCC LINE FOR HIGH VOLTAGE (HV), EXTRA HIGH VOLTAGE (EHV) CABLE (UP TO 245 KV).
BASIC ADVANTAGE OF
CDCC LINE
LONG PRODUCTION LENGTH
EXCELLENT CORE TOLERANCE FOR HV/EHV CABLES.
EXTRUDER CONTROL IS VIA MODULAR AUTOMATION SYSTEM.
COMPUTER DISTRIBUTION FLOW CHANNEL.
COMPUTER OPTIMIZED MATERIAL FLOW CHANNELS.
TYPICALLY THE LINE CONTROL CONSISTS OF PLC-PC ARCHITECTURE.
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি আহ্বান ঃ

আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন

* সময়মত পৌরকর পরিশোধ করুন;
* ট্রেড লাইসেন্স ব্যতীত ব্যবসা করবেন না;
* আপনার শিশুকে নিয়মিত স্কুলে পাঠান;
* আপনার শিশুকে সময়মত টিকা দিন;
* রাস্তার আশপাশে দোকানপাট বসাবেন না;
* গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান;
* পৌরসভার বিনা অনুমতিতে বাড়ি ঘর নির্মাণ করবেন না;
* আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন;
* আর্সেনিকমুক্ত পানি পান করুন;
* জন্ম ও মৃত্যু পৌরসভার রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করুন;
* সন্ত্রাস ও মাদককে না বলুন;
* পৌরসভার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করুন;
* রাস্তা ঘাট, পুল, কালভার্ট, ড্রেনেজ ব্যবস্থা প্রভৃতি ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার করুন;
* ময়লা-আবর্জনা যত্রতত্র ফেলবেন না, নির্ধারিত স্থানে রাখুন;
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে সহায়তা করুন;
* গরীব ও দুঃস্থদেরকে যথাসম্ভব আর্থিক সহায়তা প্রদান করুন;
* কৃতি শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন;

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন একটি আধুনিক ও মডেল পৌরসভায় রূপান্তর করাই আমার লক্ষ্য।

শুভেচ্ছান্তে-

মেয়র

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক
৪৩, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।